# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

(পঞ্চদশ খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

## পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# ভূমিকা

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের ১৫শ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে যা'-কিছু বক্তব্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডগুলির ভূমিকায় উক্ত হয়েছে। পাবনা থেকে দেওঘরে আগমনের পর পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে যে বিপুল সংখ্যক বাংলা বাণী প্রদান করেন তার মধ্যে ৪৭২টি বাণী নিয়ে এই খণ্ডের প্রকাশ। গ্রন্থের প্রথম বাণীটির ক্রমিক নম্বর ৫৭৬৪, এটি প্রদত্ত হয় ১৯৫৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত ৯-৪০ মিনিটে এবং শেষ (৬২৩৫ নং) বাণীটির প্রদানকাল উক্ত বৎসরেরই ২৩শে জুন সকাল ৭-৫০ মিনিট।

আর্য্য-প্রাতিমোক্ষের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও বিষয়ের অজস্র বৈচিত্র্য সন্নিবেশিত। বিশেষ ক'রে প্রিয়পরমকে ভালবাসার কথা কয়েকটি বাণীর মধ্যে অপূর্ব্ব কাব্যিক ঝঙ্কারে ব্যক্ত হয়েছে। এগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—ঈশ্বর-অবতার আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন, আর তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণ করাই মানব-জীবনের পরমার্থ—আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। এই বাণীগুলি বিবর্দ্ধনকামী প্রতিটি মানুষের নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিত। তা' ছাড়া, বিভিন্ন উপলক্ষে প্রদত্ত ৩টি আশীর্ব্বাণীও এই খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে।

পরমপিতার শ্রীচরণে আমরা এই মহাগ্রন্থের ব্যাপক প্রচার কামনা করি। প্রতি ঘরে এর পঠন, পাঠন ও জীবনে এই নীতি-বিধিসমূহের বাস্তব বিনিয়োগ প্রতিটি প্রাণকে ইষ্টপথে অস্খলিত তথা দৃঢ়প্রত্যয়ী ক'রে তুলুক। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

১লা বৈশাখ, ১৪০১

প্রকাশক

# আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

তুমি যদি কা'রও প্রতি
প্রীতি-সন্দীপনায়
তা'র কোন বিষয় বা ব্যাপারের উদ্‌যাপনে
সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে
সাহায্য কর,
যা'তে সে তোমার সাত্ত্বিক অনুগতিকে
সহজভাবে আলিঙ্গন করতে পারে,—
তা'র সাথে তোমার আত্মীয়তাও
প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকবে ;
কিন্তু শুধু যদি দেখনদার হ'য়ে থাক,
তা'র জন্য আত্মনিয়োগ ক'রে
দায়িত্বশীল চলনে না চল,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সন্দীপনী সমীক্ষু
সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
ঐ ব্যাপার বা বিষয়ের অন্তরায়গুলিকে
অপসারণ ক'রে
তা'র বাস্তব-উদ্‌যাপনে
বিহিত সহায়তা না কর,—
তোমার আত্মীয়তা কেবল মৌখিক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমনতর হ'লে,
কেউ তোমার প্রতি
সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে উঠতে পারবে না—

বান্ধব-নিবন্ধনায়। ৫৭৬৪।

২৫।২।১৯৫৪, রাত ৯-৪০

ঔষধ তখনই কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠে,—
যখনই বৈধানিক বিকৃতির আপূরণী চরিত্র
তা'তে নিহিত হ'য়ে থাকে,
বৈধানিক বিকার যা'তে যেমন ক'রে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে চলে,
ঔষধের উপাদানীভূত উপকরণ
গুণদীপনা নিয়ে
তদ্-নিরাকরণী বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন যদি হয়,
তবে ঔষধের ঐ চরিত্রই
ঐ বিকৃতিকে সুসংস্কৃত ক'রে
বিধানকে স্বস্তি-বিনায়নায়
সহজ ক'রে তোলে ;
তাই, ঔষধ-নির্ণয়ে
সব সময়ই নজর রেখো—
ঐ বিকৃতির আপূরণী যেন তা' হ'য়ে ওঠে,
যতক্ষণ তা' না হ'চ্ছে —
ঐ বিকার-নিরসন কিছুতেই হবে না,
বরং তা' ব্যাধিই সৃষ্টি করতে পারে। ৫৭৬৫ ।
২৫।২।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

কাউকে শ্রেয় জেনেও,
কৃতী-কর্ম্মা দেখেও,
নিয়ন্ত্রণ-তৎপর বুঝেও,
তুমি তাঁর অনুগতিসম্পন্ন না হ'য়ে
তোমার বুঝ-মাফিক
তাঁকে বিনায়িত ক'রতে যা'চ্ছ—
অনুধায়িনী অবগতিকে উপেক্ষা ক'রে,
—তা'র মানেই হ'চ্ছে,
তাঁ'র মাধ্যমে
তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠার বাহাদুরি নিয়ে চলতে চাও ;

বুঝে-সুঝে ধী-চক্ষুকে বিস্তার ক'রে
মন্ত্রণ-প্রেরণায় তাঁকে সম্বুদ্ধ ক'রে
আরোতর অনুপ্রেরণায়
তাঁর উদ্‌গতির অভিনিবেশ তোমার নাই ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তাঁর আলম্বনী অনুগতিহারা তুমি,
তোমার বর্দ্ধনার বিনায়নী তৎপরতাকে
বাদ দিয়ে
তোমার ত্রুটিকেই
ভাস্বরদীপ্ত ক'রে,
প্রাধান্য-অনুসন্ধানে
অশুদ্ধিকেই আমন্ত্রণ করতে চলেছ,
ফলে, শুভ-বিনায়নকে উপেক্ষা ক'রে
ভূতুড়ে সজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে
কর্ম্মভূমিতে নিজেকে সঙ্ সাজিয়ে
চলতে চাচ্ছ ;
ভাল চাও তো
শ্রেয়-অনুগতিসম্পন্ন হও,
তাঁর অর্থনায়
তোমার কৃতিদীপনাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল,
ধী-চক্ষুকে সন্ধিৎসু অনুপ্রেরণায়
সার্থক সন্ধিক্ষু ক'রে তোল ;
প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন তদর্থে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
বাস্তব বিনায়নায়
ঐ সার্থক নিষ্পন্নতাতেই
তুমি কৃতী হ'য়ে ওঠ,
যেমনতর স্বার্থত্যাগে তা' সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে—
তা'র একটুও ত্রুটি ক'রো না,
ঐ ত্যাগদীপ্ত কর্ম্মবিভূতি
তোমাতে বিভব হ'য়ে ফিরে আসবে,

তুমি যোগ্য হ'য়ে উঠবে—
আগ্রহ-অভিদীপ্ত অনুশীলনী তৎপরতায়,
কৃতী হবে,
সার্থক হবে,
সুখীও হ'য়ে উঠবে অমনি ক'রে। ৫৭৬৬।
২৬।২।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

যিনি সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ,
শ্রেয়ানুগ চলনই
যাঁর জীবনকে বিনায়িত ক'রে চ'লে থাকে,
লোক-স্বস্তি-অনুধ্যায়িতাই
যাঁর লুব্ধ সম্বেগ,
লোকস্বার্থকে যিনি স্বীয় স্বার্থ ব'লে
বিবেচনা করেন,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির অন্বিত সার্থক অনুবেদনা
যা'র জীবনের প্রবুদ্ধ প্রভাব হ'য়ে উঠেছে,
তাঁকে লোকহৃদয়
তা'র অন্তরের আকুল আবেগ নিয়ে
অর্ঘ্য-অঞ্জলি দিয়ে
সার্থক বিবেচনা ক'রে থাকে ;
আর, এই লোকপূজার অর্ঘ্যই
যাঁর স্বস্তি-অর্চ্চনার
যাজ্ঞিক হোমবহ্নির আহুতি—
অর্থ তাঁতে আত্মনিবেদন ক'রে
সার্থক হ'তে চাইবে,
তা' আর বেশী কি ?
কারণ, মানুষের জীবনই যোগ্যতা আহরণ করে,
আর, যোগ্যতাকেই পূজা ক'রে থাকে অর্থ,
সে-অর্থ স্বতঃই সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে—
জীবন-প্রেরণা প্রদীপ্ত

স্বস্তি-প্রতীক ঐ মূর্ত্ত শ্রেয় যিনি
তাঁতে,
আর, এই সার্থকতাই
স্বস্তিকামী হৃদয়ের জীবন-অর্চ্চনা ;
অমনতর পূরণপুরুষের ঐ অর্থ দেখেই
এবং অর্থের ব্যবহার দেখেই
যদি তুমি মনে ক'রে থাক—
অর্থের গরমে
তিনি গরীয়ান হ'য়ে উঠেছেন,
—তুমি নিরেট মূর্খ,
শ্রেয়চক্ষু তোমার নাই,
লোকস্বস্তি তোমার অন্তরের
অভ্যুদয়ী শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়কো,
তুমি ভাব'—
হৃদয় থাক্ বা না-থাক্,
চরিত্র থাক্ বা না-থাক্,
যেনতেনপ্রকারেণ অর্থ উপায় ক'রে
আত্মম্ভরী দাম্ভিক চলনে চলতে পারলেই
জীবন সার্থক ;
তুমি সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক না হ'য়ে
শ্রেয়ানুগ চলনে তোমাকে
বিনায়িত না ক'রে
হৃদয়কে স্ফোটনফুল্ল না ক'রে
জীবনবৃদ্ধির ধর্ম্মকে
স্বস্তিবিনায়িত না ক'রে তুলে
যদি অর্থকেই কাম্য ক'রে তোল,
মনে রেখো—
তোমার অন্তরে লক্ষ্মী
সুচঞ্চলা হ'য়ে
ছটফট্ করছেন,
তোমার চেষ্টাই তোমাকে মূঢ় ক'রে তুলবে ;

অর্থ যা'দের সেবা করে—
তুমি তা'দের প্রতি
অন্তরে হিংসা-প্রণোদিতই হ'য়ে রইবে,
তৈলমর্দ্দন-পেশা ছাড়া
সাত্ত্বিক স্বস্তি-হোমযজ্ঞের
পুরোহিত হওয়া
তোমার পক্ষে সুদুষ্কর,
তুমি প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ না হ'য়েই
থাকতে পারবে না,
তোমারই নিষ্ঠুর আঘাতে
তুমি বিক্ষত হ'য়ে চলতে থাকবে ;

তাই বলি—
এখনও সাবধান,
ফের',
শ্রেয়নিষ্ঠ হও,
তদনুগ চলনে চল,
তদর্থেই তোমাকে অর্থান্বিত ক'রে তোল,
অর্থের অনুদীপনা
তোমাতে বিভাবিত হ'য়ে উঠুক ;

মনে রেখো—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি—
তাঁরই অন্তঃকরণে
ঈশ্বর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকেন,
ঈশ্বরই পরম শ্রেয়,
ঈশ্বরই সব কিছুরই
অর্থনার আদি ভূমি,
ঈশ্বরই ধী-চক্ষুর পরম দীপ্তি,
ঈশ্বরই যোগ্যতার অনুদীপনী তেজ,
ঈশ্বরই পরম অর্থ। ৫৭৬৭।
২৬।২।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

তুমি পুরোহিতই হও,
ঋত্বিকই হও,
অধ্বর্য্যু বা যাজকই হও না কেন,
যে বর্ণে ও বৈশিষ্ট্যে তোমার জন্ম হো'ক না কেন,
তুমি আভিজাত্য-অনুধ্যায়িনী
আবেগ নিয়ে
বিহিত প্রেরণ-দীপনায়
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
সম্মানে আপ্যায়িত করতে ভুলে যেও না,
তোমার অনুপ্রেরণা ও কর্ম্ম-তৎপরতা
যেন প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
অর্থাৎ অভিজাত-নিঃসৃত বৈশিষ্ট্যকে
ফুল্ল ক'রে তোলে,
স্ফীত ক'রে তোলে,
তোমার অনুচর্য্যী
সেবাপরায়ণ তৎপরতায়
নন্দিত হ'য়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত অনুশীলনে
প্রত্যেকেই যেন নিজের
যোগ্যতাকে সন্দীপ্ত ক'রে তুলে
যোগ্যতার যোগদীপনায়
নিজেকে সামর্থ্যবান ক'রে তুলতে পারে ;
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে যদি
পরিচর্য্যা না কর,
তোমার বৈশিষ্ট্যও পরিপূরিত হবে না,
আবার, যে অনুচর্য্যাগ্রহণ
তোমার পক্ষে অশোভন ও অশুভদ—
লোকে হাজার শোভন ও শুভদ ব'লে

তোমার প্রতি
তেমনতর করতে চাইলেও,
তুমি তা' গ্রহণ ক'রো না ;
তুমি শ্রদ্ধানুগ অনুচর্য্যায়
যে-বৈশিষ্ট্যকে যেমনতর
আপ্যায়িত করতে হয়,
তা' ক'রে চল,
তখন প্রতিটি বৈশিষ্ট্য
অনুরাগ-উদ্দীপনায়
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে,
স্বস্তিসম্বর্দ্ধনী হোম-আহুতি বহন ক'রে
ধন্য ক'রে তুলবে তোমাকে। ৫৭৬৮।
২৬।২।১৯৫৪, সকাল ১০-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট-নিষ্ঠা
তোমার জীবনে যেন
অদম্য হ'য়ে চলতে থাকে,
তোমার প্রবৃত্তি,
তোমার চিন্তা,
প্রয়োজন ও কর্ম্মানুদীপনা—
সবগুলিকেই ঐ ইষ্টানুগ অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
উপচয়ী নিষ্পন্নকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ—
যজন-দীপনাকে অব্যাহত রেখে ;
সবারই হৃদ্য হও,
স্মিত-বিনোদনায়
সবারই অন্তরস্পর্শী হ'য়ে ওঠ তুমি,
বিনীত আপ্যায়না নিয়ে
সবার দিকেই এগিয়ে যাও ;
তোমার যুক্তি,
সহজ বহুদর্শিতা

সার্থক সুযুক্ত হ'য়ে
ইষ্টানুগ উপচয়ে
প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পন্দিত ক'রে
সমস্যার সমাধান নিয়ে আসে যেন,
তোমার ইন্দ্রিয়গুলি
যমন-যাগী হ'য়ে
তীক্ষ্ণ সাড়াপ্রবণতায়
সবাইকে যেন অনুভব করতে পারে,
আর, এই অনুভূতি যেন
তোমাকে সহজ বুদ্ধির অধিকারী ক'রে তোলে ;
সবার কাছেই রমণীয় হ'য়ে ওঠ তুমি—
বিলাস-বিহীন সৌন্দর্য্যের স্মিত-গৌরবে,
তোমাতে যা'রা শ্রদ্ধোষিত মুগ্ধ—
তোমার গুণ-বিকিরণায়
তারাও যেন অনুপ্রেরিত হ'য়ে ওঠে,
তোমার সন্তানুধ্যায়ী অনুচর্য্যী আবেগ
যেন বাস্তব বিচ্ছুরণে
প্রত্যেককে স্বস্তি বিতরণ ক'রে চলে,
নিমেষে তুমি প্রতিপ্রত্যেকের
পরম বান্ধব হ'য়ে ওঠ ;
স্বস্তি-দীপনার সামগানে
সুযুক্ত হোম-হবিঃ
বিতরণ ক'রে
তুমি সবারই স্বস্তি-তীর্থ হ'য়ে ওঠ,
এই এমনতর অনুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে
চলতে থাক—
পরমত-সহনশীল হ'য়েও
সাত্ত্বিক অনুনয়নী হৃদ্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
আর, এই চলনার যে যে উপকরণ
সেগুলিকে সাদরে সংগ্রহ ক'রে চল—
আত্মবিনায়নী অভিদীপনায়,

সবারই জীবন
তোমারই যাগবহ্নিতে পূত হ'য়ে
সার্থকতার অর্ঘ্যে
নন্দন-মন্ত্রে
তোমারই স্বাগতম্-অভিবাদনে
তৃপ্ত হ'য়ে উঠুক। ৫৭৬৯।
২৬।২।১৯৫৪, রাত ৯-২

শাসনসংস্থার কর্ম্মচারীরা যেখানে
অসাধু ও অত্যাচারগর্ব্বিত,
তা'দের ঐ অবগুণ
নিষ্ঠা, সংহতি-প্রবণতা,
পারস্পরিক অনুবেদনা—
যা' নাকি মানুষের পরম সম্পদ,
তা'তে সংঘাত হেনে থাকে,
তা' ছাড়া, ঐ অবগুণ সংক্রমণ-প্রবণও,
যা'র ফলে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনও
অসাধুতা ও অত্যাচার-প্রবণতায়
উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, রাজকর্ম্মচারীদের অপরাধ
কঠোরভাবে দণ্ডনীয়,
তা'রা পরিশুদ্ধ না হ'লে
সারা দেশ জাহান্নমের জয়গানেই
মুখর হ'য়ে উঠবে। ৫৭৭০।
২৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-১০

মানুষ যেমন চায়,—
চলেও সে তেমনই,
আচার-ব্যবহার-বাক্যও তা'র
তেমনই হ'য়ে চলে,
ঐ চলন

করায় উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে
তা'কে তেমনতর অবস্থানের
উপযুক্ত ক'রে তোলে,
সে ভাগ্যের ভজনা করে অমনি ক'রে,
প্রাপ্তিও হয় তা'র তেমনই,
বস্তুতঃ করার ভিতর-দিয়েই
সে হওয়া ও পাওয়াকে আমন্ত্রণ করে,
এবং ঐ কর্ম্মই তা'র ভাগ্যবিধাতা। ৫৭৭১।
২৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-১৯

মেয়েদের চলন যেমন,
তা'দের সংস্পর্শে
পুরুষের বলন অর্থাৎ বৃদ্ধিও হ'য়ে থাকে
তেমনতর প্রায়শঃই,
আর, ঐ বলনই হ'চ্ছে
বর্দ্ধনার প্রেরণ-প্রতিভা। ৫৭৭২।
২৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-২২

দুঃখ পেয়ে যা'রা
ভগবানকে দোষারোপ করে,
চাহিদানুগ কৃতিচলনই যে
তা'দের অমনতর ক'রে তুলেছে—
তা' যা'রা ভাবতেও চায় না,
বুঝতেও চায় না,
অথচ ঈশ্বরকে দোষারোপ ক'রে
নিস্তার পেতে চায়—
ঈশ্বর-অনুধায়িনী চলনকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'রা হয়ও না,
পায়ও না,
বঞ্চনার ঐশ্বর্য্যই

সমৃদ্ধ ক'রে তোলে তাদের। ৫৭৭৩।

২৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-৪০

ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে
যে তুমি কিস্তিমাৎ করবে—
তা' কিন্তু ভেবো না,
তদনুগ আত্মবিনায়নায়
তাঁরই অনুজ্ঞা-অনুগতির ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত, অন্বয়ী কৃতী চলনে
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে
বর্দ্ধনায় বিনায়িত ক'রে,
প্রীতি-অনুদীপনা নিয়ে
আচারে, ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়
যতখানি যেমন চলতে পারবে—
তাঁরই সার্থকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে,—
দোহাই আশিস্-নির্ঝরে
দ্যুতি-বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে তুলবে তোমাকে তেমনি ;
নচেৎ ফাঁকিবাজী দোহাই
তোমাকে ফাঁকিরই অধিকারী ক'রে তুলবে—
প্রবৃত্তির দ্যূতক্রীড়ায়
নিঃস্ব ক'রে তোমাকে ;
তাই, কৃতিমুখর দোহাই
কৃতী-আশিসেরই পরম হোতা। ৫৭৭৪।

২৮।২।১৯৫৪, রাত ৭-৫৫

তুমি কা'রও প্রতি
স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্বশীল কর্ম্মসংস্রব
ও প্রীতি-অনুচর্য্যা নিয়ে
উপচয়ী কৃতি-অনুবেদনী

পোষণ ও বর্দ্ধন-তৎপরতায়
সহানুভূতি ও সহযোগিতা নিয়ে
তাৎপর্য্যশীল সংশ্রয়ে
স্বতঃ-সার্থক-সমর্থনশীল হ'য়ে
চলবে যেমন,
আত্মীয়তাও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে
সেখানে তেমনি ;
প্রতিক্রিয়ায়
তা'র সংরক্ষণী অনুবেদনা,
সম্পোষণী অনুবেদনা,
আপূরণ-তৎপর সক্রিয় সমবেদনী সম্বর্দ্ধনা
তোমাকে আলিঙ্গনও করবে তেমনি
প্রায়শঃ ;
ওগুলির অভাব যেখানে যেমনতর,—
আত্মীয়তা সেখানে
ধারণ-পালনী সম্বেগহারা হ'য়ে
মৌখিকতায়ই পর্য্যবসিত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৭৭৫।
১।৩।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

দীক্ষিত যা'রা,
তা'দের প্রত্যেকের পক্ষে
ইষ্টভৃতি যেমন অবশ্য-করণীয়,
তেমনি তাদের দৈনন্দিন জীবনে
ইষ্টার্থ-উপচয়ী কর্ম্মও
অবশ্য-করণীয় ;
এমনতর অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তিগুলির সার্থক বিন্যাসে
নিজের ব্যক্তিত্ব
আত্মনিয়ন্ত্রণী বোধবিনায়নায়
ক্রম-বিন্যস্ত হ'য়ে
ঐ বোধানুগ কর্ম্মসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে

সার্থক শুভদ বিনায়নায়
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে ;
আর, ঐ অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা গজিয়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার সার্থক-সমাবেশী
বিন্যাস সৃষ্টি করতে করতে ;
তাই, যেমনই যা'ই কর না কেন,
বিহিতভাবে ওদিকে নজর রেখে চ'লো,
তোমার বর্দ্ধনাও
শুভ-সম্বর্দ্ধনায় শুভপ্রসূ হ'য়ে উঠবে। ৫৭৭৬।
১।৩।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৭

তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যা'তে যেমন কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে—
কৃতী পরিচর্য্যা নিয়ে,
উপচয়ী অনুশীলনায়,—
তোমার জীবন সুখীও হ'য়ে চলবে তেমনি—
সুকেন্দ্রিক প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তোমার প্রিয়কে সুখী ক'রে,
কৃতার্থ হ'য়ে ;
এই হ'চ্ছে সুখী হওয়ার
ও জ্ঞান লাভ করার শ্রেয়-পন্থা। ৫৭৭৭।
১।৩।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

মনে রেখো—
যেমনতর সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি তোমার পরিবার, পরিবেশ
ও পরিস্থিতিকে নিয়ে
বিনায়িত সমবায়ী সঙ্গতিতে
যেমনতর হ'য়ে
যতখানি সার্থক হ'য়ে উঠতে পেরেছ—

বোধি ও ব্যক্তিত্বে,
কিংবা বিকেন্দ্রিক ছন্নতায়
সপরিবেশ যেমন
বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত হ'য়ে উঠেছ—
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অপলাপে,
তুমি মানুষও তেমনি,
সুখী বা দুঃখীও তেমনি—
তা' তুমি যখন যে-অবস্থায়ই
থাক না কেন। ৫৭৭৮ ।
১।৩।১৯৫৪, সকাল ১০-৫৩

যা'দের অন্তঃকরণে
ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী আকাঙ্ক্ষা
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠেনি,
যা'রা অজ্ঞ,
বোধবীক্ষণী দূরদৃষ্টি যা'দের নাই,
নিজের অবস্থা ও লোকচরিত্রের
সমঞ্জসা পর্য্যবেক্ষণায়
কোথায় কী করণীয়
তা' নির্দ্ধারণ করতে পারে না,
লুব্ধ অনুনয়নী আত্মপ্রশংসায়
যা'রা ইষ্টার্থকেও বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে,
কিন্তু দেওয়া বা নেওয়াকে
উপচয়ে উদ্ভিন্ন ক'রে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না,—
অন্যের অভাব বা বেদনায়
দরদীর মত বুক দিয়ে পড়ে না,
অথচ চাটুকারের প্রশংসায়
তা'র প্রতি ঝুঁকে পড়ে,

বাহবার লোভে তা'র চাহিদা পূরণে
ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে বিপন্ন ক'রেও,
বিশ্বাসের ভাঁওতায়
নিজেকে অযথা ঠকিয়ে
মূর্খতার পরিচয় দেয়,
—এমনতর যা'রা
তা'রা বিপন্নই হ'য়ে থাকে ;

তা'রা আজকে যা'র দরদী হ'য়ে উঠবে,
দু'দিন পরেই হয়তো
তা'র প্রতি ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,

এমন কি, তা'র সত্তায়
সংঘাত হানতেও কসুর করবে না ;

কাউকে অমনতর দেখলেই বুঝে নিও—
হীনম্মন্য লুব্ধ চলনে
সে মূঢ়ত্বে উপনীত হ'য়ে উঠেছে ;

তাই, মনে যেন থাকে—
এমনতর ধার্ম্মিক হওয়া ভাল না,
এমনতর দানবীর হওয়া ভাল না,
এমনতর দরদী হওয়া ভাল না,
যে-ধর্ম্ম, যে-দান বা যে-দরদ
সাত্ত্বিক অনুচলনে সংঘাত এনে দেয় ;
তাই, তা' হ'তে সাবধান !

নিজের পারগতাকে
বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে
তোমার পক্ষে যা' সম্ভব
তাই ক'রো,
সে করায় তুমিও কৃতার্থ হবে,
অন্যেও প্রবোধনার দিকে এগিয়ে যাবে। ৫৭৭৯।
১।৩।১৯৫৪, রাত্রি ৮-১৮

ভুল ধারণা যদি
তোমায় পেয়েই ব'সে থাকে,
তোমার চলনের অভিব্যক্তিতে
সুযোগমত তা' ফুটে বেরোবেই কি বেরোবে—
সঙ্গতিহারা সংঘাত সৃষ্টি ক'রে,
অমনি ক'রেই তা'
তোমার গতিপথকেও বিভ্রান্ত ক'রে দিয়ে
হঠকারিতার ভণ্ডুল তাণ্ডবে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে। ৫৭৮০।
২।৩।১৯৫৪, সকাল ৬-৪৭

যে-সুযোগ, সঙ্গীতি বা সম্বন্ধ,
শুভফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে,
আপাতদৃষ্টিতে দুঃখের হ'লেও
তা' কিন্তু মাঙ্গলিক পন্থাই,
বর্দ্ধনারও ঐ পথ। ৫৭৮১।
২।৩।১৯৫৪, সকাল ৮টা

যে-ব্যয়
আয়কে অতিচারী ক'রে তোলে—
বিহিত ব্যবস্থ বিনায়নে,
নিশ্চয়ী অনুক্রমণায়,
মানুষকে অনুশীলন-উদ্যোগী ক'রে
তা'র যোগ্যতাকে যুত-বর্দ্ধনায় নিয়ে যায়,
নিষ্পন্নতাকে শুভ-সুন্দরে
বিনায়িত ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু উপার্জ্জনেরই অর্জ্জন-প্রদীপ,
সার্থকতারই হোম-অর্ঘ্য। ৫৭৮২।
২।৩।১৯৫৪, সকাল ৮-৮

কামিনীদের ইতর-অনুশ্রয়ী কাম-কদাচার
তা'দের প্রীতিকে
ক্ষুদ্র কৃতঘ্ন ক'রে তোলে,
তা'রা শ্রেয়নিবদ্ধ হ'তে পারে না প্রায়শঃ,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ তাদের
লুব্ধ শ্রেয়নন্দনায় নন্দিত হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অভিনন্দনায়
শ্রেয়-প্রেয়কে স্বস্তি-বিনায়নে
ফুল্ল ক'রে তুলতে পারে না,
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতা
সর্পিল সংঘাতে
ম্রিয়ল হ'য়ে ওঠে তাদের,
ফলে, তা'দের প্রীতি-প্রতিক্রিয়াই হ'য়ে ওঠে
কৃতঘ্ন অভিসম্পাত-জর্জ্জরিত,
অন্তরের দৈন্য ঢাকবার জন্য
তা'রা প্রায়শঃই আত্মপ্রশংসা-মুখর হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ হামবড়ায়ী আত্মম্ভরি প্রশংসা
ইতর অন্তঃকরণেরই আগম-অভিব্যক্তি ;
তাই, মেয়ে ছোটই হো'ক,
আর বয়স্কই হো'ক,
আভিজাত্যের উদয়নী তৎপরতায়
তা'কে শ্রেয়প্রাণা ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক অনুশ্রয়ী ক'রে তোল,
তদনুগ আত্মবিনায়নী যোগ্যতায়
যোগনদীপ্ত ক'রে তোল,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
শ্রদ্ধোষিত অনুবেদনায়
শ্রেয়চর্য্যী ক'রে তোল,
নয়তো, পাতিত্যের সংক্রমণে
সে সহজেই বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে,
পরিবার ও সংসারকেও

বিষাক্ত ক'রে তুলবে,
সে সংসারে ধৃতিশীলা হ'য়ে উঠবে না,
শ্রেয়-প্রীতি,
শুধু শ্রেয়-প্রীতি কেন,
প্রীতি-পরিবেদনাকে
সে কৃতঘ্ন ছোবলে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে,
পাতিত্যই হ'য়ে উঠবে তার কাছে
পরম দেবতা,
নিজের আত্মীয়-স্বজনকে
এমন-কি, পিতামাতাকেও
সে সংঘাত হানতে কসুর করবে না ;
সাবধান ! ৫৭৮৩ ।
২।৩।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

প্রাণন-প্রীতি মানুষের এমনই দুশ্ছেদ্য
যে, সে যেমনই থাক না,
যত দুঃখই পাক না,
সে বাঁচতেই চায়,
বাড়তেও চায় তেমনি,
ছোট থাকতে চায় না জীবনে,
তোমার বেলায়ও কিন্তু তা'ই,
তাই, এই প্রাণন-প্রীতির উপর নজর রেখে
আত্মবিনায়নী তৎপরতায় চলতে
কসুর ক'রো না ;
দুঃখসন্তপ্ত যা'রা,
শোকসন্তপ্ত যা'রা,
প্রাণন-প্রীতি বিক্ষুব্ধ যা'দের—
তা'দের কাছে তুমি যাও,
তা'দের আপনার জন হ'য়ে ওঠ বাস্তবে,
যতটুকু তোমার সাধ্য ও চেষ্টার আয়ত্তে থাকে—
প্রসন্ন ক'রে তোল তা'দের,

ইষ্টার্থ-পরিবেদনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি
তাঁতে সুনিষ্ঠ ক'রে তোল ;
এই সুনিষ্ঠ অনুরতি ও অনুগতি
তা'দিগকে সহ্যে সাবুদ ক'রে তুলবে,
ধীকে বিনায়িত ক'রে
ধীর ক'রে তুলবে তা'দের,
অধ্যবসায়ী, উদ্যোগী
ও অনুশীলন-তৎপর ক'রে তুলবে,
আর, তুমিও যোগ্যতার দ্যুতি-সম্বেগে
ধারণ-পালনী অনুবেদনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে তা'দের কাছে,
অর্জ্জনপটু আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে উঠবে
অমনি ক'রে ;
তা'দের নিয়ে তুমি
আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার চলনও হ'য়ে উঠবে তেমনি,
তাই, তা'দের দিকে তাকিও,
ক'রো যথাসম্ভব,
এড়িয়ে যেও না । ৫৭৮৪ ।
২।৩।১৯৫৪, বেলা ১১-২৫

প্রাণের অবদানে
প্রিয়পরম ব'লে গ্রহণ করেছিলে যাঁকে,
মানুষের কথায় ভুলে
যাঁকে ছেড়ে দিয়েছ,
স্মৃতিচ্ছবি যাঁর ফিরিয়ে দিয়েছ—
নিষ্প্রয়োজন ব'লে,
কৃতঘ্নতার কোন্ অবদান
সেই অর্ঘ্য-দক্ষিণাকে সার্থক ক'রে তুলবে

—কে জানে ?

তিনিই ?

—যিনি প্রত্যেকের প্রাণন-সম্বেগ। ৫৭৮৫।

২।৩।১৯৫৪, বেলা ১-৩২

যিনি মানুষের মূর্ত্ত শ্রেয়,
পরম-প্রেয় যিনি,
প্রিয়পরম যিনি,
যাঁকে হৃদয়ের শ্রদ্ধোষিত
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে
গ্রহণ করেছিলে,
সে-গ্রহণ কপটই হো'ক,
আর অকপটই হো'ক,
রঞ্জন-অনুদীপনায়
অনুচর্য্যী অনুসরণে
স্বস্তিপ্রসন্ন ক'রে তুলবে ব'লে
চুম্বন ক'রেছিলে যাঁকে
উষ্ণ আঁখিলোরে
দরবিগলিত ধারায়,
—কপট ক্ষুর সংঘাতে
বিদায় যদি দিয়ে থাক তাঁকে,
সেই প্রাণন-তারকা—
দেবপ্রভ জীবন
স্মিতদ্যুতির দোলন-লহরে
আবার কি ফিরে আসবেন তোমার হৃদয়ে
মধুর করাঘাতে নন্দিত ক'রে তোমাকে—
রণন-ঝঙ্কারে ?

যে অবিশ্বস্ত বর্জ্জন
বিজলী বিভায়
এখনও তোমাকে বিদ্রূপ করে,
সেই বিদায়ী বেদনার সূত্র বেয়ে

স্মিতমধুর প্রীতি-আলিঙ্গনে
তিনি কি আবার
তোমার সর্ব্বস্ব হ'য়ে উঠবেন ?
তাঁর জীবনে জীবন ঢেলে
তুমি কি আর সেই
স্বস্তি-স্বর্গ উপভোগ করবে ?
প্রত্যাশার ধিক্কার
প্রতিধ্বনির ধ্বনন-আবেগে
বাক্‌হীন বাণীতে যেন ব'লে ওঠে—
না ! না ! না !
ব্যবসায়াত্মিকা প্রীতি
রূপের পসারী যা'রা
তা'দের জন্য,
হৃদয়ী পসারী যিনি,
অন্তর যদি কেঁদেই থাকে—
তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে,
বুকখানা যদি ধক্‌-ধক্‌ ক'রে থাকে,
খতিয়ে দেখ,
আবার তাকাও তাঁর পানে,
এগিয়ে যাও তাঁকে লক্ষ্য ক'রে,
দেখ পাও কি না—
তোমার জীবনের সেই জীবন-তারকাকে । ৫৭৮৬ ।
২।৩।১৯৫৪, বিকাল ৩-২৫

তোমার সম্বন্ধে কা'রও
বিকৃত মিথ্যা-ধারণা—
যা' তোমার সত্তায়
অনাহূতভাবে সংঘাত সৃষ্টি করে—
বিকট অভিব্যক্তিতে,
অশিষ্ট গোঁ নিয়ে,
তোমার অকপট বিনয়োক্তিকে

অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'কে যদি নিরোধ না কর,
তোমার ব্যক্তিত্বই বিমর্ষিত হ'য়ে উঠবে,
বাস্তবের সাথে রফা ক'রে
অবাস্তব যা' তা'কেই স্বীকার করতে হবে ;
যদি পার,
বরং যথাসম্ভব হৃদ্য বিনায়নে
তা'র নিরসন ক'রো। ৫৭৮৭।
২।৩।১৯৫৪, রাত ৮টা

যখন যে-কোন অনুশাসনই
আসুক না কেন,
তা' যদি সর্ব্বকালীন আপূরণী অর্থনা-সূত্রে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
প্রগতিপন্থী হয়—
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ তারতম্য সত্ত্বেও,
প্রেরিত-পুরুষোত্তমে সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের
বৈশিষ্ট্যানুগ বিনায়নী তৎপরতায়,—
তাই কিন্তু সমীচীন,
তাই-ই গ্রহণীয়। ৫৭৮৮।
৭।৩।১৯৫৪, রাত ৮-৫

যদি এমনতর কোন নবীন অনুশাসন
দেখতে পাও,
যা' প্রাচীন অনুশাসন-উদ্দেশ্যকে
আপূরিত ক'রে
জীবনকে আরো অগ্রগতিতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—

প্রাচীনের যুগোপযোগী রদবদলের ভিতর-দিয়ে,
বুঝে নিও—
ঐ অনুশাসন
প্রাচীনেরই আপূরয়মাণ নবীন অবতারণা ;
ঐ নবীন অনুশাসনের মানে কিন্তু এ নয়কো
যে, প্রাচীন অনুশাসনের সাথে
তার দ্বন্দ্ব বা ভেদ আছে,
বরং তা' প্রাচীনেরই নবীন প্রেরণা—
আরোতরের দিকে,
যাতে ঐ অনুশাসন-অনুগতি
প্রাচীনকে আপূরিত ক'রে
নবীন দীপনায়
জীবনকে আরোতরে উদ্বুদ্ধ ক'রে
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ;
তাই, যে-অনুশাসনই হোক না কেন,
খতিয়ে দেখো—
তা' প্রাচীনের আপূরণী কিনা,
বৈশিষ্ট্যপালী কিনা,
সত্তাপোষণী কিনা,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী কিনা,
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ,
ঐ প্রাচীন সূত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে ;
তা' যদি দেখ,
তবে ঐ অনুশাসনে অনুশাসিত না হওয়াই
কিন্তু অপরাধের,
যে-অপরাধ
তোমার সত্তাকে—
রাগানুদীপ্ত প্রাণন-প্রবুদ্ধ জীবনকে
আরোতর প্রগতি হ'তে
বঞ্চিত ক'রে তুলবে ;
সাবধান !

বিহিত ধী নিয়ে
বোঝ, দেখ, চল। ৫৭৮৯।
৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-২৯

প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ প্রীতির
ভাঁওতাবাজীর উপর দাঁড়িয়ে
যা'ই কর না কেন,
তা'র লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে ঐ প্রত্যাশাই—
যা'র আপূরণী বা আদায়ী উদ্দেশ্যকে
লালনে-পালনে
বাস্তবে নিষ্পন্ন করতে
ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ তুমি ;
কিন্তু ঐ ভাঁওতাবাজী প্রীতি
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
ঐ প্রত্যাশার সংসাধনে সিদ্ধকাম হ'তে চাইছ,
তাইই তোমাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে তুলবে ও-হ'তে,
সিদ্ধকাম না হ'য়ে
ব্যর্থকামই হ'য়ে উঠবে তুমি,
প্রত্যাশিত বিষয়ের অভিভূতি
তোমাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে,
তুমি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠবে—
ইতস্ততঃ চলন নিয়ে ;
কিন্তু তোমার প্রীতি যদি
সুকেন্দ্রিক অন্বিত নিয়মনায় চল্‌ত
অনুচর্য্যী উৎকর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়—
তোমার ব্যক্তিত্বও হ'য়ে উঠত অমনতর
সার্থক বোধ-বিনায়না নিয়ে,
প্রাপ্তিও হ'য়ে উঠত স্বতঃ ;
ঐ ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণী অনুপ্রেরণার আওতায়

যাইই পড়ুক না কেন,
সব কিছুই উদ্ভাসিত হ'য়ে
বিভাদীপ্ত ক'রে তুলত তোমাকে ;
মোক্‌থাভাবে তুমি ঠ'কেই চলছ—
প্রিয়কে খাতির না ক'রে,
প্রত্যাশার প্রলুব্ধ প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে ;
ঐ প্রত্যাশাপ্রলুব্ধে প্রীতির ভাঁওতা নিয়ে
বাক্‌-চালিয়াতী চাহিদায়
তুমি যদি ঈশ্বরকে চাও,
লোকে দেখবে
তুমি ঈশ্বরকে চাইছ,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে তুমি চাও না,
তুমি চাও তাইই,
যা'তে তোমার প্রত্যাশা নিহিত আছে ;
তাই, তোমার জীবনে
ভাঁওতারই জয়গীতি প্রসিদ্ধি লাভ করবে,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টের জয় ঘোষণা ক'রে
তোমার ভাঁওতাবাজী
বিদ্রূপ কটাক্ষে তোমার দিকে চেয়ে থাকবে ;
তাই, যিনি তোমার প্রিয়,
যে জীয়ন্ত আদর্শ-চরিত্র
বাস্তব মূর্ত্তি নিয়ে
তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে,—
তাঁকে ভালবাস—
অচ্যুত আনতি-অনুচর্য্যায় ;
আর, তোমার সব চাহিদা
তাঁতেই সার্থক ক'রে তোল—
তাঁকেই নন্দিত করবার
আত্মপ্রসাদী অনুক্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
সব চাহিদা চরিতার্থ হ'য়ে উঠুক তাঁতেই,
আর, তোমার ভজনানন্দ হ'য়ে উঠুন তিনিই

—ভজনতর্পিত ভাগ্যবিধাতা প্রিয়পরম যিনি তোমার,
বল, কর, চল—
অমনি ক'রেই,
কৃতার্থতা স্বতঃ-সিদ্ধ হ'য়ে
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলবে। ৫৭৯০।
১৩।৩।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫৫

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রিয়পরম যিনি,
তাঁতে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধোষিত আরতি-দীপনা নিয়ে
তাঁকেই চিন্তা কর,
এই চিন্তনই হ'চ্ছে ধ্যান ;
ধ্যান করতে হ'লেই
সাধারণতঃ সম্ভবমত নির্জ্জনেই
তা' করা ভাল,
আর, ঐ চিন্তনার ভিতর-দিয়ে
যা' যা' অন্তঃকরণে আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে,
তা'র যা'-কিছু প্রত্যেকটিকে
সার্থক অনুনয়নে বিনায়িত ক'রে,
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
অন্বয়ী দীপনায়
মরকোচগুলিকে অবহিত হ'য়ে,
তা'র যা'-কিছু সবদিককার ধারণায়
ধৃত-ধী নিয়ে
ঐ নিয়ন্ত্রণী চিন্তাকে
সক্রিয় নিষ্পন্নতায়
উদ্‌যাপন ক'রে যত চলতে পার,
ততই ভাল ;
আর, এই ধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁরই উপদিষ্ট মন্ত্র জপ করতে হয় ;
জপ করা মানেই হ'চ্ছে—

অন্তরে উচ্চারণ ক'রে
অর্থাৎ অন্তর-কথনে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে
অর্থ-ভাবনায়
তা'র মরকোচগুলিকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা ;
এমনি ক'রেই তুমি যতটা পার
তোমার শারীরকোষগুলিকে নাচিয়ে তোল—
স্থৈর্য্যশীল নন্দনলাস্যে,
তদনুধ্যায়িতায়,
নাদ-অবহিতি নিয়ে ;
এমনতরভাবে জপ-ধ্যানের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত ধৃত-ধীর অধিকারী হ'য়ে
যতখানি পার
যথাসম্ভব তৎপরতা নিয়ে
তোমার পরিবেশের জীবনীয় অনুচর্য্যায়
বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে থাক তা ;
আর, দেখ, বোঝ,
বুঝে বহুদর্শিতায় উপনীত হও,
আবার, পরিবেশের প্রতি
যে-অনুচর্য্যা নিয়ে চলছ,
তা' সব সময়ই যেন
হৃদ্য প্রীতি-প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে,
যা'র অনুক্রিয় অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'রাও স্বস্তির অধিকারী হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধনার অধিকারী হ'য়ে ওঠে ;
এই চলনই তোমাকে
অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিত্বকে
ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে বিনায়িত ক'রে
বোধিসাত্ত্বিক অণয়ন-অনুদীপনায়
অমৃতযাত্রী ক'রে তুলবে ;
তোমার অমৃত পন্থা

প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরকে
অমৃতসেচনী অনুশীলনে
বোধ-ধৃতিসম্পন্ন যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
প্রত্যেককেই সত্য-শিব-সুন্দরে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে—
বাক্যে, ব্যবহারে,
আচারে, চালচলনে,
যোগ্যতার উৎসর্জ্জনী সুব্যবস্থ নৈবেদ্য-নিয়মনায়,
হোমদীপনা নিয়ে ;
তুমিও সার্থক হবে,
তা'রাও সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সেই অমৃতের পরম উৎসর্জ্জনী উৎসে ;
ঈশ্বরই পরম-কারুণিক,
ঈশ্বরই উৎসর্জ্জনী আবেগ,
ঈশ্বরই আত্মারাম,
আত্মিক প্রস্রবণ তিনিই,
তিনিই মূর্ত্ত প্রিয়পরম। ৫৭৯১।
১৩।৩।১৯৫৪, রাত ৮-২০

উপযুক্ত যে
তা'র স্বাভাবিক চরিত্রই হ'লো—
অনুপযুক্তকে উপযুক্ত ক'রে তোলা,
নয়তো, সে নিজেকে
প্রসাদশূন্য ব'লে বোধ করে,
তা'র ব্যত্যয় যেখানে
সেখানে তা' উপযুক্ততার বিকৃত মূর্ত্তি। ৫৭৯২।
১৪।৩।১৯৫৪, রাত ১০টা

নিষ্ঠা-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
করতেই হবে—
এমনতর সম্বেগী প্রবণতা নিয়ে

ঐ কর্ম্মে বাস্তবভাবে
নিজেকে নিয়োগ করাই হ'চ্ছে,
সংকল্পের তাৎপর্য্য ;
সংকল্প মানেই হ'চ্ছে
সম্যক্‌ভাবে সৃষ্টি করা,
অর্থাৎ যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উৎপাদন করা ;
তুমি মনে-মনে চিন্তা করলে—
করা উচিত
বা করতেই হবে,
ভাবছই, কিন্তু করছ না,
এতে তোমার সংকল্প-আবেগ
ব্যাহতই হ'তে থাকবে,
হীনপ্রভই হ'তে থাকবে ;
কী করবে তা' সিদ্ধান্তে এনে ফেল,
তা'কে ধর,
ধ'রে যেমন ক'রে
তা' করতে হয়,
তা' কর—
অন্তরায়গুলিকে নিরসন ক'রে ;
আর, করার ভিতর-দিয়েই
তুমি পাওয়ার উপযুক্ত হ'য়ে উঠবে—
নিজেকে তদনুপাতিক বিনায়িত করতে করতে,
আর, এই হওয়াটাই হ'চ্ছে
পাওয়ার নিষ্পাদনী অভিব্যক্তি। ৫৭৯৩।
১৬।৩।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
অর্থন-অনুচর্য্যা নিয়ে
যতক্ষণ না তুমি
পরার্থপোষণে প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠছ,
পরার্থ-ধারণ-পালনী সম্বেগ নিয়ে

নিজেকে নিবিষ্ট ক'রে না তুলছ,
তোমার আত্মস্বার্থ তো
সঙ্কুচিত হ'য়ে চলবেই,
তা' ছাড়া স্বাধীনতায়
স্ব-এরই প্রতিষ্ঠা হবে না,
অর্থাৎ পরিবেশে তোমার স্ব-ই
বিধৃত হ'য়ে রইবে না,
এক-কথায়, তোমার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা
একটা মাতাল বিকৃতি লাভ ক'রেই
চলতে থাকবে ;
তাই, স্ব-কেই যদি ধারণ-পালন করতে চাও,
পরার্থ-পোষণায় প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
তোমার পরিবেশের প্রত্যেককে
তোমার অস্তিত্বে গ্রথিত ক'রে নাও,
তা'দের সম্বর্দ্ধনাই যেন
তোমার আত্ম-সম্বর্দ্ধনার
পরম আহুতি হ'য়ে ওঠে—
সুকেন্দ্রিক উচ্ছল অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আর, ঐ সুকেন্দ্রিকতাই যেন
তোমার সেবার ভূমি ও দাঁড়া হ'য়ে ওঠে,
পারবে, হবে, পাবে। ৫৭৯৪।
১৭।৩।১৯৫৪, সকাল ১০টা

তোমার অনুশাসন যেন
সব-সময়ই সর্ব্বতোভাবে
মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য
ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের
স্বচ্ছন্দ সলীল গতিকে
পরিচর্য্যাই ক'রে চলে—
সুকেন্দ্রিক সমাহিত হোমলাস্যে,
পোষণ-প্রদীপনায়,

সহানুভূতির সক্রিয় স্বতঃ-সন্দীপনায়,
অসৎ-নিরোধে তৎপর হওয়া সত্ত্বেও,
তবেই সে-অনুশাসন
মানুষের পালন, পোষণ ও পূরণে
সক্রিয় সার্থকতায়
সৎ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে—
অনুশ্রয়ী কেন্দ্রিকতার বিভব বিকিরণ ক'রে,
নয়তো, কাণা অনুশাসন
মানুষকে একচোখোই ক'রে তুলবে। ৫৭৯৫।
১৭।৩।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

তোমার বিচার-কার্য্যে
যেখানে বিচার-সহায়ক
বা মন্ত্রণ-বিচারকের প্রয়োজন,
সেখানে তা'দের সংখ্যা যেন
সাধারণতঃ পাঁচজনের বেশী না হয়,
এবং তেমনতর স্থলে সম্ভব হ'লে
অভিযুক্তের নিকটতম আত্মীয়ের ভিতর হ'তে
অন্ততঃ দুইজনকে
তোমার বিচার-সহায়ক
বা মন্ত্রণবিচারক ক'রে নিতেই
বদ্ধপরিকর থেকো—
সেই অভিযোগের বিচারণায় ;
বিচার-সহায়ক যাঁ'রা—
তাঁ'রা সব দিক শুনে মিলে
তাঁ'দের অভিমত
যুক্তি-সহকারে
লিখিতভাবে পেশ করবেন ;
এতে অভিযুক্ত স্বস্তি অনুভব করবে,
তুমিও অভিযুক্তের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন—
তা'র বাস্তব পরিচিতিতে

আখ্যায়িত হবে,
আর, অভিযোগের বিচারণাও
সহানুভূতিপূর্ণ সমীক্ষু অনুবেদনা নিয়ে
সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশীই সেখানে ;
এমনি ক'রেই সক্রিয়
অসৎ-নিয়মনী বিচার-বোধনায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে
প্রত্যেকেই সক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকবে,
সঙ্গে-সঙ্গে সদনুচর্য্যাও
জেগে উঠবে অমনি ক'রে,
মধ্যস্থ-মাধ্যমে সালিশী বিচার
ও স্বস্তি-বিনায়নী ব্যবস্থিতি
অম্‌নি ক'রেই উস্‌কে তুলতে হবে ;
ফল কথা, ঐ বিচারণা
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টিতে
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
ধন্যবাদের জয় ঘোষণা ক'রেই চলতে থাকবে,
রাষ্ট্র তা'তে প্রভাবান্বিত হ'য়ে
সম্বুদ্ধ, সম্বদ্ধ ও সঙ্গতিশীল
প্রগতির পথেই চলতে থাকবে ;
বুঝে দেখ—
যদি সমীচীন হয়,
এ-পন্থাকে অবলম্বন করাই শ্রেয় । ৫৭৯৬ ।
১৭।৩।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

বস্তু বা বিষয়ের
ঔপাদানিক অর্থনা
বা তাত্ত্বিক অর্থনা
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
বাস্তব বিনায়নে যতই
বৈশিষ্ট্য-বিধায়নী একসূত্রসার্থকতায়

উপনীত হ'তে থাকবে,
তোমার ব্রহ্মদর্শনও
সার্থক অর্থনা নিয়ে
অনুভূতির বিভূতি-বিভবে
এগুতে থাকবে ততই ;
ঐ উপলব্ধ বোধ-বিনায়নাই হ'চ্ছে
ব্রহ্মদর্শনের প্রভান্বিত পথ । ৫৭৯৭ ।
১৭।৩।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ
বা শ্রেয়-অনুধ্যায়িনী আরতিকে
উপেক্ষা ক'রে
অর্থাৎ শ্রেয়তে
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আরতি-সম্পন্ন না হ'য়ে
যা'রা ঈশ্বরোপাসনা করতে যায়—
বিকৃত বধির মরীচিকা-বিলোল
জ্ঞানলিপ্সায় বিভোর হ'য়ে,
সার্থক সঙ্গতিকে উপেক্ষা ক'রে,
প্রবৃত্তি-পাথেয় নিয়ে—
মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই উপাসনা ক'রে থাকে তা'রা ;
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক সমঞ্জসা
সক্রিয় বোধ-বিনায়নী তৎপরতা নিয়ে
তাদের বোধিসত্তাকে
নিয়ন্ত্রণ-বিনায়নে অর্থান্বিত ক'রে
বাস্তবিকতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না তারা ;
তাই, সেখানে সত্যের হামলা আছে,
নাই তা'র অর্থান্বিত বিভা ;
সিদ্ধিহারা অনর্থক বিভব
বিভূতিহীন জৃম্ভী-প্রতিভায়
নিজেকে মূঢ়ত্বেই অবশায়িত ক'রে তোলে ;
তাই, তোমার আরতি

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্মবিনায়নী পরিবীক্ষণা নিয়ে
অন্বিত সঙ্গীতির সার্থক সামঞ্জস্যে
সমাসীন হ'য়ে
বাস্তব চলনে যতই চলতে থাকবে,
সার্থকতার কৃতী-দীপনা
মঙ্গল-অর্ঘ্যে
তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চলবে তেমনি। ৫৭৯৮ ।
১৭।৩।১৯৫৪, রাত ৮-১০

তোমার সক্রিয় ইষ্টানুরতি
যদি ইষ্টার্থ-আহরণ-তৎপর হ'য়ে
না চলে—
হৃদ্য প্রীতি-প্রসন্ন প্রেরণা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,
ফুল্ল ক'রে সবাইকে,
অনুশীলনী যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত ক'রে,
এই সক্রিয় অনুধ্যায়িনী চলন হ'তে
যদি তুমি বঞ্চিতই থাক,
সম্ভবমত এই সামর্থ্যকে বাড়িয়ে
অনুশীলনী যোগ্যতাকে
যদি আহরণ না কর,
তোমাকে ব্যর্থই হ'তে হবে ;
বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে
তোমার বোধিকে বিক্ষত ক'রে তুলতে থাকবে—
অবশ, অলস, পরমুখাপেক্ষী,
অকৃতী, সংক্ষুব্ধ
একটা জীয়ন্ত শবের মতন ;
এই কৃতিদীপনা বা কৃতি-অনুরাগ
তোমার বোধিকে সজাগ রেখে
সক্রিয় তৎপরতায়
পরিবেশের প্রত্যেকের সঙ্গে

সার্থক সম্বর্দ্ধনী সঙ্গীতিকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলবে ;
এই ইষ্টার্থী-আহরণ আনবে
পরার্থ-পোষণী অনুপ্রাণন-প্রদীপ্তি,
আনবে নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি
ও প্রচেষ্টা,
আনবে অনুচর্য্যী উৎফুল্ল অনুবেদনী
অর্জ্জন,
আনবে ব্যক্তিত্বের বিশাল বোধায়নী বর্দ্ধনা,
আনবে কর্ম্মনিরতি
—একার্থ-উদ্যোগী উৎসৃজনী অনুগতি ;
এমনি ক'রেই প্রতিটি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি অনুবেদনী আহরণের ভিতর-দিয়ে
পরম সার্থকতার অন্বিত অনুবেদনায়
তুমি তোমার বোধি-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
বিশাল ক'রে তুলতে পারবে ;
ঐ একনিষ্ঠ অনুবেদনা
সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ নিয়ে
সব-কিছুকে সার্থক বিনায়নে অন্বিত ক'রে
বিশালে বিস্তার ক'রে তুলবে তোমাকে,
তোমার ব্যক্তিত্ব ভূমা হ'য়ে উঠবে,
বিরাট হ'য়ে উঠবে—
এই স্বরাট্-সংস্থিতিতে থেকেও। ৫৭৯৯।
১৭।৩।১৯৫৪, রাত ৮-২০

যা'রা আদর্শহীন,
শ্রেয়নিষ্ঠাহীন,
আদর্শ বা শ্রেয়-আনতি
যা'দিগকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলে নি,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর ক'রে তোলে নি,

তা'রা যেই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
দৃপ্ত প্রতিভাশালীই হো'ক,
আর, বিরাট বিভবেরই অধিকারী
হো'ক না কেন,
প্রবৃত্তির আকর্ষণ-উন্মাদনার হাত হ'তে
তা'রা এড়াতে পারে কমই,
ফলে, অপরাধপ্রবণ হ'য়ে ওঠে তা'রা প্রায়শঃ,
পরন্তু, ঐ প্রতিভা মানুষকে মুগ্ধ ক'রে
তা'দিগকে অপরাধপ্রবণ উন্মাদনায়
উস্‌কে তোলে,
বিভবীই হো'ক,
আর দৈন্য-দীর্ণই হোক,
বিকারগ্রস্তই হ'য়ে উঠতে দেখা যায়
তা'দিগকে সাধারণতঃ ;
ফল কথা, ঐ প্রতিভা
তা'দের চরিত্রকে বিনায়িত ক'রে তোলে না,
জীবন ও বর্দ্ধনার অনুশ্রয়ী অনুগতি হ'তে
তা'রা বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে,
অমনি ক'রেই ক্ষোভান্বিত জীবনের
অধিকারী হ'য়ে ওঠে তা'রা—
নিজের নিয়তি, অদৃষ্ট ও দুর্ব্বিপাক সৃষ্টি ক'রে ;
যাই কর আর তাই কর,
সম্‌ঝে চলো। ৫৮০০।
১৭।৩।১৯৫৪, রাত ৮-২৫

তুমিই শিক্ষকই হও,
অধ্যাপকই হও,
যে-পদ নিয়েই
তুমি শিক্ষকতার কার্য্যে
নিযুক্ত হও না কেন,

নিজে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
ছাত্র বা শিষ্যের প্রতি
হৃদ্য অনুবেদনী আকূতি নিয়ে,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতিকে ভূমি ক'রে,
এমনতরভাবে শিক্ষা দিও—
যা'তে আচার্য্যের প্রতি
শ্রদ্ধা ও প্রীতি-উদ্দীপনায়
আগ্রহ-আতিশয্যে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
তা'রা যোগ্যতার বাস্তব মূর্ত্তি লাভ করে ;
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
ঐ অমনতর অনুপ্রেরণা জোগাতে
এতটুকুও নিরস্ত থেকো না ;
ঐ অনুপ্রেরণা যা'তে প্রত্যেকটি
শিষ্য বা ছাত্রের হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে তা'কে—
সেদিকে বিশেষ নজর রেখো ;
শ্রেয়-শ্রদ্ধ অনুরতিই হ'চ্ছে
মানুষের দীপনকেন্দ্র,
আর, নানা স্থানে
নানা ছন্দে
বিহিত পরিবেষণে
পাঠ্যের ভিতর দিয়ে
ঐ শ্রদ্ধানুরতিকে
উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত করবার ধান্ধা
যেন তোমার লেগেই থাকে ;
আর, তোমার শিক্ষার কাঠামোই যেন হয় এমনতর
যা'তে প্রত্যেকের বোধবিভা
বিষয়কে ভিত্তি ক'রে
বিশ্লেষণ-তৎপরতায়

নন্দিত সুদর্শিতার সহিত
নির্দ্ধারণ করতে পারে—
সত্তাপালনী বা সত্তাপোষণী কী,
তা' কেন,
কেমন ক'রে,
অসৎই বা কী,
তা' নিরোধ করতে হয় কেমন ক'রে ;

প্রত্যেকটি বিষয়কেই
অমনি ক'রেই বিনায়িত ক'রে
তা'দের সম্মুখে ধ'রো—
আকৃষ্ট ক'রে তাদের হৃদয়কে,
বিন্যস্ত ক'রে তা'দের বোধিকে ;

এমনতরই মরকোচে
ফুল্ল উন্মাদনার সহিত
হৃদ্য পরিবেষণে
তা'দের মস্তিষ্ককে এমন ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা ভাল-মন্দ,
শুভ-অশুভ ইত্যাদিকে
সহজেই নির্ণয় ক'রে নিতে পারে,
আর, যা'-কিছুর শুভ-নিয়ন্ত্রণে
প্রয়োজনীয় যা'
তা' সংগ্রহ করতে পারে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
স্থিত-ধী হ'য়ে ;

নজর রেখো—
তোমার দৃষ্টান্ত ও চরিত্রই যেন
তা'দিগকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে,
আর, তোমার শিক্ষাপ্রণালী যেন
একঘেয়ে না হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে ;
এই অন্তরাসী হৃদ্য পরিবেষণের ভিতর-দিয়ে

দেখবে—
তা'দের ব্যক্তিত্ব কেমনতর বিভামণ্ডিত
হ'য়ে উঠছে,
তা'দের অন্তরস্থ সামসঙ্গীত
অর্ঘ্য-অন্বিত অনুবেদনায়
হোমদীপী সম্ভারে
আরতি-অর্ঘ্যে
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলছে ;
আর, ঐ অভিনন্দনা
তোমার অন্তর-দেবতা ঈশ্বরে
সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৫৮০১।
১৭।৩।১৯৫৪, রাত ৯টা

সৌজন্য ও আপ্যায়নী অনুচলন
খুবই ভাল,
কিন্তু স্বস্তিকে সংক্ষুব্ধ করা
ভাল নয়। ৫৮০২।
১৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-১২

যে যেমন ক'রে
যে-করণের ভিতর দিয়ে
তা'র পরিবেশ বা পরিস্থিতির ভিতর
যেমনতর ধারণার সৃষ্টি করে,
প্রতিক্রিয়ায় পায়ও তেমনই প্রায়শঃ। ৫৮০৩।
১৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-১৩

তোমার মুখ্য করণীয় যা',
তা'ই আগে নিষ্পাদন কর—
সুষ্ঠু ব্যবস্থিতিতে,
গৌণ যা' তা'কে তোমার অবস্থানুপাতিক

যেমনতর সম্ভব
তেমনি ক'রেই নিষ্পন্ন ক'রে তুলো। ৫৮০৪।
১৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

তোমার জীবনদাঁড়া যিনি,
তাঁ'র স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও নিরাপত্তার জন্য
যা'-কিছু করণীয়
তা'ই মুখ্য,
তা' বাদে আর যা'-কিছু করণীয়,
তা'কে গৌণ কর্ম্ম ব'লে বিবেচনা ক'রো,
এবং প্রয়োজন-অনুপাতিক
তোমার সাধ্যে যেমন কুলোয়,
তেমনি ক'রেই নিষ্পন্ন ক'রো তা'—
সমীচীনভাবে,
যা'তে তোমার মুখ্য জীবন-চলনার
সহায়ক হ'য়ে ওঠে তা'। ৫৮০৫।
১৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

সুকেন্দ্রিক, হৃদ্য
আরতি-তৎপরতা নিয়ে
সার্থক সঙ্গতির সহিত
যদি ইষ্টার্থে আহরণ-তৎপর না হও,—
বোধি, যোগ্যতা,
বিভব-অনুদীপনা
ও সার্থক অন্বিত চলনকে
বিকৃত বিন্যাসে
বিক্ষুব্ধ ও ব্যাহত ক'রে,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগকে
দমিত ও শ্লথ করে

নিজেকে বিমর্ষিত ক'রে তুলবে,
কৃতী-যোজনা হ'তে বঞ্চিত হবে তুমি। ৫৮০৬।
১৮।৩।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

শ্রেয়কেন্দ্রিকতা যেখানে যত শ্লথ
অর্থাৎ সুক্রিয় নয়কো,
প্রবৃত্তির প্রভাব সেখানে তত বেশী,
অপরাধপ্রবণতাও সেখানে তেমনতর। ৫৮০৭।
২০।৩।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

যা'রা অপরাধপ্রবণ
অর্থাৎ আরাধনাপ্রবণ নয়কো—
সুকেন্দ্রিক সংশ্রয়ী হ'য়ে,—
—তা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ হ'তে পারে না,
আবার, যা'রা অপরাধপ্রবণ হ'য়েও
ধর্ম্মভাবালুতাসম্পন্ন,
তা'রাও কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-আচার্য্যে
অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে না,
তাঁকে ধ'রে চলতে
ঐ অপরাধপ্রবণ প্রবৃত্তিতে সংঘাত আসলেই
তাঁকে ত্যাগ ক'রে
অনভিজ্ঞ তথাকথিত সৎনামধেয়
অশ্রেয়কে অবলম্বন করে,
যা'র কাছে তা'দের ঐ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়;
ঐভাবে তা'রা নিজেকে তো বঞ্চিত করেই,
অন্যকেও বঞ্চিত করতে ছাড়ে না,
তা'র কারণ, ভিতরে প্রবৃত্তির উদ্বেজনা
এমন থাকে,
যা'র দরুন শ্রেয়সঙ্গতিহারা হ'য়ে পড়ে,
ঐ প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়

আধ্যাত্মিক পরিচর্য্যার ভিতরও
তা'দের বঞ্চন-প্রবণতা ছাড়ে না ;
ওর একমাত্র প্রতিকার হ'লো—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তদনুচর্য্যী আত্মনিয়মনা । ৫৮০৮ ।
২০।৩।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

সাধারণতঃ অপরাধপ্রবণতার ভিত্তিই হ'চ্ছে
কাম-বৃত্তি,
তা'রই নানারকম বিক্ষোভের ভিতর-দিয়ে
অপরাধপ্রবণতা গজিয়ে ওঠে,
তাই, সেখানে
সক্রিয় শ্রেয়-প্রীতি দেখা যায় না ;
কিন্তু সক্রিয় শ্রেয়প্রীতি যেমন অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে,
অপরাধপ্রবণতাও তেমনি নিষ্ক্রিয়
ও নিস্তেজ হ'তে থাকে । ৫৮০৯ ।
২০।৩।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান যা'কে বলে,
তা'র দ্বারা যখন তোমার চরিত্র
বিনায়িত হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়,
ভক্তিকেও তখন থেকে তেমনি
উপভোগ করতে থাকবে,
আর, ভক্তিই হ'চ্ছে ঐশ্বরিক জ্ঞানের
ভোগদীপনী উপলব্ধি । ৫৮১০ ।
২০।৩।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৫

জীবের জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত জীন
যেমনতরভাবে সংঘাতসংক্ষুব্ধ
বা সংঘাতসন্দীপ্ত হ'য়ে

বিন্যাস লাভ করে—
বিকৃতি বা সংস্থিতি নিয়ে,
জীবনেও ঐ জাতীয় প্রবণতা বা লোলুপতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
দেখতে পাওয়া যায়,—
কোথাও অন্তঃকরণে চিন্তার ভিতর-দিয়ে,
কোথাও চিন্তা ও প্রকৃতির
সমন্বয়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে ;
বীজকোষ ও ডিম্বকোষের
সঙ্গতি যেখানে যেমনতর হ'য়ে ওঠে,
জীবনে প্রবণতাও
তেমনি কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠে,
সে হয় আরাধী অনুচর্য্যা-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
বা অপরাধ-অনুক্রমণায়
নিজের জীবনকে পরিচালিত ক'রে তোলে—
সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল অনুচলনের ভিতর-দিয়ে ;
ব্যক্তি, গোষ্ঠী, গোত্র ইত্যাদির
অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ-বিকৃতি
বা শুভ-সংস্কৃতি
যাই হো'ক না কেন,
তা'র মূল ওখানে ;
তাই, সুক্রিয় সুকেন্দ্রিক তপনিরতি-অনুচর্য্যা
উপচয়নী তৎপরতায়
জীবনকে যে-বিন্যাসে
নিয়োজিত ক'রে তোলে,
বোধি ও ব্যক্তিত্বকেও তা'
অমনতর ক'রে
উন্নতি-অনুগ ক'রে
উদ্বর্দ্ধন-অনুশ্রয়ী চলৎশীলতায়
প্রগতির পথে পরিচালিত ক'রে চলে ;
তাই, যদি শুভই চাও,

মাঙ্গলিক বৰ্দ্ধনাতেই যদি
তোমার ঈপ্‌সা আলম্বিত থাকে,
তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
শ্রেয়-অনুশ্রয়ী হ'য়ে,
অনুরতির আবেগ-উদ্দীপনায়
তদুপচয়ী কৰ্ম্মনিরত ক'রে তোল নিজেকে,
অশুভকে অতিক্রম ক'রেও
শিবসুন্দরই তোমার কাছে
সত্য হ'য়ে উঠবে। ৫৮১১ ।
২০।৩।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

তোমার সত্তা
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় অনুচৰ্য্যা নিয়ে
যেমনতর বিস্তার-বৰ্দ্ধনায়
তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে
উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারবে—
তোমারই রকমে,
অর্থাৎ তুমি নিজের বেলায়
যেমনতর চাও,
তেমনি ক'রে,
তোমার সহানুভূতি, সহৃদয়তা,
অনুকম্পী অনুবেদনা,
উৎসারণী আবেগও
সম্বৰ্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে তেমনি—
ঐ সত্তার অন্তর্নিহিত যোগাবেগের
যোগদীপনায় অনুরঞ্জিত হ'য়ে ;
দেখতে পাবে—
আরাধনাপ্রবণতা তোমার ভিতরে
ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'য়ে উঠছে,

আর, তা' যতই স্ফুটতর হ'য়ে উঠছে—
অপরাধপ্রবণতাও ততই শ্লথ হ'য়ে উঠছে,
খাঁক্‌তিতে আত্মনিবেদন ক'রে
অবসন্ন হ'য়ে উঠছে ;
কারণ, তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুকেন্দ্রিকতা লাভ ক'রে
শ্রেয়ানুদীপনায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে
যে-চর্য্যায়
তাঁর নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সম্পোষণায়
আত্মনিয়োগ করেছে,
ঐ নিয়োজনই ভূমায়িত হ'য়ে
অর্থাৎ বর্দ্ধনে বিস্তার লাভ ক'রে
অন্যকেও ঐ অমনতরভাবে
অনুভব ক'রে
অনুচর্য্যী অনুবেদনার বিভূতি-বিভবে
তোমাকে ঐ আরাধনাপ্রবণই ক'রে তুলবে,
তুমি বোধ করতে পারবে—
তোমার সত্তা চায় শুভ,
সক্রিয় অনুচর্য্যী শুভরোলে
পরিবেশকে মুখরিত ক'রে
তদনুগ অনুশীলনায়
তা'দিগকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলাই
হ'য়ে উঠবে তোমার জীবনের পরম যজ্ঞ,
আর, তুমি হ'য়ে উঠবে তা'র হোতা ;
ঈশ্বরই পরম হোতা। ৫৮১২।
২০।৩।১৯৫৪, বেলা ১০-৩০

তোমার সত্তা যত সঙ্কুচিত হ'য়ে রইবে,
আত্মসুখপ্ররোচী হ'য়ে রইবে,
প্রবৃত্তিগুলিও তোমার উপর

আধিপত্য করবে তেমনি—
সত্তার চেতনাবিভূতিকে বিমর্দ্দিত ও বিমর্ষিত ক'রে ;
আর, যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
অন্যের সত্তাকেও
তোমার সত্তারই অনুপ্রভা ব'লে
দেখতে পারবে,
বুঝতে পারবে,
ধরতে পারবে,
তোমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখগুলি
যেমনতরভাবে বোধ কর,
তা'দিগকেও তেমনি বোধ করতে পারবে—
তোমার নিজেরই মতন,
তাদের প্রতি সক্রিয় অনুচর্য্যায়
সেগুলিকে বিনায়িত করবার প্রবণতা
তোমাতেও উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে ;
আর, যদি নিজের শুভদ যা'
ভাল যা',
তা'তেই লুব্ধ হ'য়ে বেড়াও—
অন্যকে উপেক্ষা ক'রে,
তুমি ক্রমশঃই পরনিন্দক হ'য়ে উঠবে,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে তা'দের প্রতি,
তোমার সত্তানুশ্রয়ী যোগাবেগকে
পরিবেশের যে-সংঘাত
যেমনতর উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
প্রতিক্রিয়ায় তুমিও
চলতে থাকবে তেমনি ;
ফলে, তোমার বোধি-বিন্যাসিত ব্যক্তিত্ব
হীন চারিত্রিক বিভা
বিকিরণ ক'রে
অন্ধতমেই নিমজ্জিত হ'তে চলবে,
তুমি ঠকবে ;

তাই সাবধান !
এখনও সতর্ক হও। ৫৮১৩।
২০।৩।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

তুমি সাধুর খাঁজে চল,
বল—সুকেন্দ্রিক তৎপরতাই
তোমার জীবনের অধ্যাস,
কিন্তু যেখানে যা'কে দেখ,
তা'রই দোষ কুড়িয়ে-কুড়িয়ে
তোমার মগজ-ভাণ্ডারকে
বোঝাই ক'রে তুলেই চলেছ,
এর পরিণাম হ'চ্ছে এই যে
তুমি তো এখনই অসাধুমনা,
শীঘ্রই তুমি যদি অসৎকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ,
তা'তে বিচিত্র কিছুই নেই ;
তাই, সাবধান হও,
বোধিবীক্ষণী অনুচর্য্যায়
মানুষের অবস্থাকে অবলোকন ক'রে
যেমন ক'রে যে যা' করে,
বুঝে-সুঝে
ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে
যদি পার—
সদ্বিনায়নী অনুচর্য্যায়
তা'কে সুশীল-অনুশীলনী ক'রে তোল,
যোগ্যতায় সুসংযুক্ত ক'রে তোল,
আর, নিজেকেও অমনি ক'রেই
বিনায়িত ক'রে চলতে থাক—
সুকেন্দ্রিক হৃদ্য চালচলন ও অনুচর্য্যায়,
পূত মানবতার বিভব নিয়ে ;
সুখী হবে তুমিও,

সুখী হবে তা'রাও। ৫৮১৪।
২০।৩।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

তোমার গুরুজন যাঁ'রা—
তা'দের শুভকামী হও,
শুভ-অনুচর্য্যী হও,
কিন্তু যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম,
তাঁ'রই অনুসরণ কর,
যিনি তোমার আদর্শ,
যাঁ'র দিকে তাকিয়ে
তুমি তোমাকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারবে;
নয়তো, গুরুজনের ভিতরে
যে সমস্ত অসৎ-অনুদীপনা
বা অজ্ঞ অনুদীপনা লুকিয়ে আছে,
ঐগুলি তাঁ'দের অনিচ্ছাসত্ত্বেও
তোমাকেও কিন্তু বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলতে
কসুর করবে কমই,
অবিনায়িত স্বভাবের প্রকৃতিই এমনতর;
শত-সহস্র শুভ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও
তা'দের অজ্ঞ অনুপ্রেরণা
বিকৃত সংঘাতে
তোমাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবেই,
—যদিও তা'রা নিরন্তর
তা'দের ঐ অজ্ঞতাকে বিজ্ঞতা ব'লেই
মনে করতে থাকবে,
অবশ্য তাঁ'রা নিজেরা যদি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়তপা হন,
তাহ'লে অমনতর ভ্রান্তির সম্ভাবনা
সেখানে কমই;
মনে রেখো—
সত্তা চায় বাঁচতে,

সম্বর্দ্ধনার পথে নিজেকে অমৃতসিক্ত ক'রে তুলতে। ৫৮১৫।
২০।৩।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

শোন বলি!
ছোট্ট একটু কথা—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয় ব'লে
যাঁকে জান,
বা যাঁকে শ্রেয় ব'লেই ধারণা তোমার,
অমনতর সৎ বলে যাঁকে
বা যাঁদিগকে শ্রদ্ধা কর,
ভালবাস,
তাঁদের প্রতি সেবাপ্রবণ থেকে,
তাঁদের যে-কোন কাজেই
তুমি আত্মনিয়োগ কর না কেন,
সমগ্র দায়িত্ব নিয়েই তা ক'রো—
একটা উদ্‌যাপনী গোঁ নিয়ে,
ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদে
নিজেকে উদ্দীপ্ত রেখে;
এমনতর শুভ অনুচর্য্যায়
পালন-পোষণ-পূরণী অনুবেদনায়
নিজেকে সব কাজের ভিতর
ঐ ব্যাপারে ব্যাপৃত রেখে
তুমি ক'রে যাও,
কৃতিত্ব লাভ কর;
তোমার সেই কৃতিত্বই কিন্তু
তাঁদের প্রতি তোমার
শ্রদ্ধোৎসারিণী অবদান-অর্ঘ্য;
এই করার অনুবেদনী অনুপ্রাণতাকে
এমনি ক'রেই একটু একটু
বাড়িয়ে তোল—
পরিবেশের সংরক্ষণী অনুবেদনা নিয়ে,

তা' ব্যষ্টিগতভাবেই হো'ক,
সমষ্টিগতভাবেই হো'ক,

এমন ক'রে চল,—
যা'তে ঐ অনুবেদনাকে বাস্তবে
রূপায়িত ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
নিষ্পেষণী ধুক্কা হ'তে রেহাই দিয়ে
স্বস্তি-প্রসাদী ক'রে তুলতে পার ;

সুকেন্দ্রিক ঐ চলনা তোমাকে
কেন্দ্রায়িত বিস্তারে
বিশাল ক'রে তুলবে—
অটল বোধি-সম্পন্ন বাস্তব ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে ;

—প্রসন্নতার প্রসাদে
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তুমি ;

মনে রেখো—
ঐ শ্রেয়পুরুষ যাঁরা
তাঁরাও তোমার আচার্য্য,
তাঁদের সেবা মানেই হ'চ্ছে—
ঐ আচার্য্য-অনুধায়িনী সেবা,
ঐ সেবা তোমাকে
স্মিতগৌরবী ক'রে তুলবে ;

তাই, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
সব শ্রেয়পুরুষই
তোমার আচার্য্য,
তোমার গুরু,
পরিবেশের সৎ-সন্দীপনী শুভ-প্রেরণা,
সত্তার পালনপোষণী প্রবুদ্ধ প্রদীপ,
তাঁরা স্বতঃই দ্বন্দ্বাতীত—
পারস্পরিকতায়। ৫৮১৬।

২০।৩।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়—
যা'রা অপরাধ ক'রে গৌরব বোধ করে,
যা'দের আপশোষও হয় না,
অনুতাপও হয় না,
অপরাধ করতে পারলেই
তা'রা বেশ স্ফূর্ত্তি পায়,
—তা'দের অবস্থা কিন্তু সঙ্গীন ;

কোনক্রমে যদি তা'দিগকে
সক্রিয় আদর্শপরায়ণ ক'রে তুলতে পারা যায়,
আর, যদি ঐ জাতীয় সম্বেগকে উস্‌কে দিয়ে
অপরাধ-প্রবণতাকে
সৎ ও শুভপ্রসূ কর্ম্মে
নিয়োজিত করতে পারা যায়,

আর, এই নিয়োজনাতে
এমনতর ব্যাপৃত ক'রে রাখা যায়—
যা'তে তা'রা অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে তা'তে,
তাহ'লে বহুদিন ধ'রে এমনতর করতে করতে
হয়তো খানিকটা মোড় ফিরতেও পারে,
আর, যখনই তা'রা অপরাধ করে,
যদি কোনক্রমে
আপশোষ বা অনুতাপকে
উস্‌কে তুলতে পারা যায়,
ঐ উস্‌কানির ফলে যদি
তা'দের স্বতঃই ঐরকম হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ চলনের ভিতর-দিয়ে
সম্বেদনী সুনিয়ন্ত্রণায়
তা'দের যদি আদর্শপরায়ণ ক'রে তুলতে পারা যায়—
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত ক'রে,
তবে ঐ অপরাধপ্রবণতার হাত হ'তে
তা'রা অনেকখানিই রেহাই পেতে পারে ;
তাই, তা'দিগকে পরিচালনা করতে গেলে

বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে
সতর্ক দক্ষতায়ই
তা' করা ভাল ;
আর, আদর্শপরায়ণতাকে
গৌরবজৃম্ভী অনুপ্রেরণায়
তা'দের অন্তরে
এমনতরভাবে প্রোথিত ক'রে তোলা ভাল,
যা'র ফলে তা'রা
সক্রিয় অনুচর্য্যী আদর্শপরায়ণ
না হ'য়েই থাকতে পারে না,
আর, যতই এমন হ'য়ে ওঠে,—
অপরাধপ্রবণতার হাত হ'তে
ক্রমশঃ রেহাইও পেয়ে থাকে তেমনতর ;
আর, ঐ অপরাধপ্রবণ যা'রা,
তা'দিগকে এমনতরভাবে
ঘৃণা, ভৎ'সনা বা শাসন করা ভাল নয়—
যা'তে তা'দের শ্রদ্ধা প্রতিহত হ'য়ে ওঠে,
অমনতর করলেই
তা'দের ঐ অপরাধপ্রবণতাই
বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ ;
সৎ-এ সতর্ক সুনিয়োজন,
বাহাবা দেওয়া,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা,
অল্পেতেও অনেকখানি প্রশংসাপূত ক'রে তোলা,
গুণগানদীপ্ত ক'রে তোলা—
ইত্যাদি রকমে
তা'দিগকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পারলে
অনেকখানি ফল পাওয়া যায়। ৫৮১৭।
২১।৩।১৯৫৪, সকাল ৯টা

## কাছাড় জিলা-সৎসঙ্গী সম্মেলন-উপলক্ষে
## আশীর্ব্বাণী

সুকেন্দ্রিক হও,
তদনুগ আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
নিজেদের বিনায়িত ক'রে চল—
প্রগতির পরম চলনে,
উপচয়ী তৎপরতায়,
প্রীতি-উচ্ছল আগ্রহ-উন্মাদনা নিয়ে,
যোগ্যতার হোমহবনে,
সুসংহতির শুভ-সন্দীপনায়,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের উদাত্ত আহ্বানে ;
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হও—
সাত্ত্বিক অনুশাসনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে ;
এমনি ক'রেই তোমরা প্রতিপ্রত্যেকেই
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার কুশল চলনে
শতায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক। ৫৮১৮ ।
২১।৩।১৯৫৪, সকাল ১০টা

বাস্তব সঙ্গতিহারা
ধারণা-ধুক্ষিত যা'রা,
ঐ ধারণার রুচিকর যা'—
লোকের অমনতর কথাই
তা'দের প্রিয় হ'য়ে ওঠে,
আস্থাসম্পন্ন হয় তা'তেই—
তা' ঐ ধুক্ষার পরিপোষক হ'লেও। ৫৮১৯ ।
২১।৩।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫৯

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ-অনুধ্যায়িতা
যেখানে এক

ও সক্রিয়-নিয়মন-তৎপর,—
একতা বা সংহতির সম্ভাব্যতা সেখানেই। ৫৮২০।
২১।৩।১৯৫৪, বিকাল ৫টা

আদর্শহীন দুষ্ট বা ভ্রান্ত যা'রা,
তা'দের প্রতি ঘৃণ্য বা রুক্ষ্ব ব্যবহার
প্রায়শঃই
পরিশুদ্ধি-প্রদ হ'য়ে ওঠে না,
বরং তা'তে তাদের ঐ দোষ
পেয়েই ব'সে থাকে,
কারণ, শ্রেয়শ্রদ্ধাহারা উৎক্ষিপ্ত হৃদয়
ঐ প্রীতিহীন ব্যবহারে
দোষ বা বিচ্যুতির দিকেই
আরো আনতিপ্রবণ হ'য়ে ওঠে ;
তাই, তা'দের প্রতি হৃদ্য ব্যবহার ক'রো—
প্রীতি-অনুচর্য্যার সহিত,
যেখানে ভর্ৎসনা বা শাসনের প্রয়োজন,
সেই ভর্ৎসনাকেও
যতটা প্রীতি-অনুদীপনী ও হৃদ্য
ক'রে তুলতে পারবে—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, অনুচর্য্যায়,
তা'দের হৃদয়ও তোমার প্রতি
শ্রদ্ধানুষিক্ত হ'য়ে
ঐ দোষ বা ত্রুটি পরিহারে সচেষ্ট হ'য়ে
পরিশুদ্ধির দিকে এগুতে থাকবে তেমনি
—নিজেকে সার্থক নিয়ন্ত্রণে বিনায়িত ক'রে ;
দোষ বা ভ্রান্তি যেখানে
সাংঘাতিক আকার ধারণ করে,
শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন সেখানেই—
তা'র গতিবেগকে নিরুদ্ধ করতে। ৫৮২১।
২১।৩।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৭টা

অভ্যাস যতই তোমাতে
সিদ্ধি লাভ ক'রে
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,
হ'য়েও উঠবে তুমি তেমনি,
আর, মানুষ যে-বিষয়ে যতই হ'য়ে ওঠে—
আত্মীকৃত ক'রে তা'কে,—
সে তা'তে সচেতনও থাকে তত কম,
চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে তা' ;
এই হ'লো প্রকৃত হ'য়ে ওঠার
স্বাভাবিক লক্ষণ,
কারণ, তুমি যেমন হয়েছ বা হও,
তোমার সত্তাও তা'তে তেমনি
স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে ;
যতক্ষণ তা' বিকৃত না হয়,—
ঐ সাম্য চেতনা
সংক্ষুব্ধ হয় না ততক্ষণ,
তাই, স্বাভাবিকভাবে
স্বতঃ-দীপনায়ই তা' সক্রিয় হ'য়ে চলে—
তোমার অস্তিত্বের সহানুবর্ত্তিতায়,
তাই, তুমি অভ্যস্ত যেমন,
সহজভাবে বোঝ, কর, চল তেমনতরই—
তা'তে বিশেষভাবে সচেতন না থেকেও। ৫৮২২।
২১।৩।১৯৫৪, রাত ৭-৫৫

প্রীতি বা প্রাপ্তি-প্রত্যাশা
আনে সংসর্গ-সংশ্রয়িতা,
অবশ্য প্রীতিহীন প্রত্যাশা যেখানে প্রবল—
এবং বিনা সংসর্গেও
ঐ প্রত্যাশা যেখানে পরিপূরিত হ'তে পারে—
সেখানে সংসর্গ-স্পৃহা থাকে না,
আবার, সংসর্গ দেয়

সংসৃজনী প্রেরণা,
ঐ সংসৃজনী প্রেরণাই
আনে কর্ম্মব্যগ্রতা ও সংশ্রয়ী সম্বেদনা,
ঐ কর্ম্মসঙ্গীতির ভিতর-দিয়েই হয় আবার
সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা,
কিন্তু প্রীতি যেখানে
পূরণ-পোষণী নয়কো,
সেখানে প্রিয়ের সংসর্গ রুচিকর হ'লেও,
কর্ম্মসংশ্রয় না থাকায়
সম্বন্ধ দানা বেঁধে ওঠে না,
আবার, প্রীতিপ্রাণ
সক্রিয় সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
সম্বন্ধ যেখানে গ'ড়ে ওঠে,
ঐ সম্বন্ধই আনে বান্ধবতা,
ঐ বান্ধবতা যত সহানুভূতি-সন্দীপী
ও উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,—
ততই আত্মীয়তা গজিয়ে ওঠে সেখানে,
আর, ঐ আত্মীয়তাই আনে
পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনার সন্দীপনী সম্বেগ। ৫৮২৩।
২৪।৩।১৯৫৪, সকাল ৬-৩৬

সুকেন্দ্রিক হও,
অনুশীলন-অনুচর্য্যা-পরায়ণ হও,
যোগ্য হ'য়ে ওঠ,
উপার্জ্জন কর,
উপচয়ী হ'য়ে চল,
এমনি ক'রেই সার্থক সঙ্গীতিশীল হ'য়ে
এগিয়ে চল। ৫৮২৪।
২৫।৩।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১০

যাঁরা সুকেন্দ্রিক, সক্রিয়, সৎ-অনুধ্যায়ী সাধু,
তাঁরা ঐ সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তায়
আত্মনিয়মনী কুশল নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে
বোধদক্ষ, সার্থক সঙ্গতি-পরায়ণ
সম্বেগশালী চলনে
স্বতঃই শুভ-সুন্দরের
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে থাকেন,
আরাধনা-তৎপর হ'য়ে থাকেন,
তাই, দুষ্ট যা',
অপরাধপ্রসূ যা',
শাতন-অনুচর্য্যী যা',
বোধদৃষ্টির সমীক্ষু সন্দীপনায়
সেগুলি দেখতে পারেন,
বুঝতে পারেন,
উপযুক্তস্থলে বিনায়িতও ক'রে তুলতে পারেন—
সৎ-এ, শুভে, সুন্দরে ;

মোক্‌থা কথায়,
সাধু যাঁরা—
তাঁরা স্বভাবতঃই
ধী-দীপ্ত সক্রিয়তায়
শুভ-সুন্দরের উপাসক ;
কিন্তু বিকেন্দ্রিক, বিক্রিয়
ভাবালু সাধুনামধেয় যা'রা,
যা'রা কেন্দ্রায়ণী অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়মন-তৎপর নয়কো,
তা'রা প্রায়ই অপরাধপ্রবণ হ'য়ে থাকে,
আর, এমনতর মানুষই হ'য়ে থাকে
প্রায়শঃ
দম্ভী, নির্ব্বোধ, দুঃশীল সাহস-সম্পন্ন,
ক্রূরকর্ম্মা, দুর্ব্বিনীত,
পরার্থ-উপেক্ষী, সংকীর্ণ প্রবৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ,

হৃদয়হীন, সহানুভূতিহারা,
মূঢ়মতি, সন্দিগ্ধমনা ;
সক্রিয় শ্রেয়কেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী অনুশীলন
মূঢ় অবশ হৃদয়কেও
নিরাময়ী উদ্দীপনায়
স্বস্তি-প্রসাদ-তর্পিত ক'রে তুলতে পারে ;
ঈশ্বরই স্বস্তির পরম প্রসাদ,
দুষ্কৃতির শোধন-বহ্নি । ৫৮২৫ ।
২৫।৩।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৭টা

তুমি কা'কে কোন্ আচার-অনুশীলনে
কেমনভাবে পরিপালন করলে—
তোমার চলনার কোন্ ভূমিকায়
সে কী রূপ ধ'রে
কী তাৎপর্য্যে
তোমার পরিচর্য্যা করতে পারে,
সে-দিকে নজর রেখে চ'লো । ৫৮২৬ ।
২৭।৩।১৯৫৪, দুপুর ১-১৬

বিকেন্দ্রিক,
বিকৃত-চলন-অভ্যস্ত
অপরাধপ্রবণ যা'রা,
তা'রা সশ্রদ্ধ, সুনিষ্ঠ
আরাধী অনুচর্য্যীদিগকে
সাধারণতঃ অবজ্ঞা ক'রেই চলে,
আবার, ক্রূর কটাক্ষে
সমালোচনা করতেও কসুর করে না ;
সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ চলন-দীপনা
যা'দের চরিত্রে বিকীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
তাঁ'দিগকে সহ্য করাই
কঠিন হ'য়ে ওঠে তা'দের পক্ষে,

ঐ সশ্রদ্ধ সুনিষ্ঠ চারিত্রিক বিকিরণা
তা'দের হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-অভিভূতি-আবৃত অহংকে
বিক্ষুব্ধই ক'রে তোলে,
কারণ, ঐ নিষ্ঠা-সন্দীপ্ত চারিত্রিক বিকিরণায়
তা'দের বোধচক্ষুতে
নিজেদের বিকৃত চারিত্রিক রূপ ভেসে ওঠে,
ঐ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াকে
এড়িয়ে চলার অভিপ্রায়ে
তা'রা ঐ তাঁ'দের প্রতি
ভয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ ক'রেই
চলতে থাকে—
অন্ততঃ বাহ্য অভিব্যক্তিতে,
—যতক্ষণ পর্য্যন্ত
অনুতাপ-অনুদীপনায়
ঐ শ্রেয়ের প্রতি
সশ্রদ্ধ হ'য়ে না ওঠে—
তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুচর্য্যায় ;
নতুবা, ঐ আসুরিক প্রবৃত্তি-অভিভূতি
নানান খেয়ালের ভিতর-দিয়ে
তা'দের জাহান্নমের পথই
প্রশস্ত ক'রে তোলে। ৫৮২৭।
২৭।৩।১৯৫৪, রাত ৯-২৬

যা'রা অনুভবে অজ্ঞ,
বোধও তা'দের শ্লথ,
আবার, ঐ বোধ শ্লথ বলেই
ধী-ও তা'দের অর্থ-অন্বিত নয়কো,
তাই, ব্যক্তিত্বও তা'দের
জাগ্রত যোগ-দীপনা নিয়ে
চলতে থাকে না,
দোদুল ধুক্ষা নিয়ে

বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতারই
সেবা করতে বাধ্য হ'য়ে থাকে তা'রা
সাধারণতঃ। ৫৮২৮।
২৭।৩।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

আশ্রয়ের সেবাধৃতি নিয়ে
সুনিষ্ঠ, সার্থক জাগ্রত চলনে
যা'রা চলে,
তা'রাই শ্রদ্ধার অধিকারী হয়
অর্থাৎ শ্রদ্ধা তা'দের ভেতর স্বতঃস্ফূর্ত;
যা'দের শ্রদ্ধা নাই—
তা'রা স্নেহকেও উপভোগ করতে পারে না,
জীবন তা'দের তৃপ্তিহারা,
দাম্ভিক দৃম্ভাকে আশ্রয় ক'রে
তদনুগ চলন-তৎপর থাকতেই
বাধ্য হয় তা'রা,
তাই, তা'দের মিলন-অনুচর্য্যা
সংক্ষুব্ধ বা বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
বিমর্ষ ব্যর্থতায়
লাজুক বিক্ষোভে বিমুখই হ'য়ে থাকে। ৫৮২৯।
২৭।৩।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

পরোপকার মানেই হ'চ্ছে
যে-কোন প্রকারে
অন্যের সম্মুখীন হ'য়ে
অনুচর্য্যায় তা'র স্বস্তি-সম্পাদন করা,
যে-স্বস্তি ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
অন্বয়ী তৎপরতায়,
আর, যিনি পরাৎপর,
তিনিই ঈশ্বর। ৫৮৩০।
২৭।৩।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

যা'রা পেয়ে ধন্য না হয়,
স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিতে
কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে না যা'দের,
তা'দিগকে দিয়ে
যতই ধন্য হ'তে যাবে তুমি,—
ততই কিন্তু তা'দের
দাম্ভিক ইতর বৃত্তিগুলি
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তাই, তোমার ঐ অবদান
তোমাকেও অপকারে
জর্জ্জরিত ক'রে তুলতে পারে ;
মানুষকে স্বস্তি দাও,
কিন্তু অবিশ্বস্ততার প্রশ্রয় দিও না। ৫৮৩১।
২৭।৩।১৯৫৪, রাত ১০-৪০

সুকেন্দ্রিক, বিশাসিত
বৈশিষ্ট্যবান যাঁ'রা,
অস্তি-বৃদ্ধির শুভ-সন্দীপী
অনুপ্রেরক যাঁ'রা,
জীবনবৃদ্ধির অনুচর্য্যী অনুশীলনতপা যাঁ'রা,
তাঁরাই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল ভিত্তি ;
তাঁ'দিগকে শুভ-স্বস্তির নন্দন-দীপনায়
ধারণ-পালনী অনুচর্য্যায়
স্বচ্ছন্দ-চলনে
সলীল-স্রোতা ক'রে রাখতেই
যদি না পার,—
তোমার তথাকথিত রাষ্ট্রনায়কত্ব
অবমানিত বা লাঞ্ছিত তো বটেই,
তা'ছাড়া, বাস্তব ব্যক্তিত্বে
তুমি সুকেন্দ্রিক অনুদীপনা-হীন,
দক্ষ-বোধ-নিয়ন্ত্রিত বিন্যাস-হারা,

তোমার জীবন নীতিহীন,
চারিত্রিক শৌর্য্য-বিহীন,
ব্যর্থ তুমি,
বিধ্বস্তির সহচর তুমি,
নেতৃত্ব তোমার
প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
স্বার্থসন্ধিক্ষু,
কামতপা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ৫৮৩২।
২৮।৩।১৯৫৪, রাত ৮টা

যা'রা বিকেন্দ্রিক বোধ-দৃপ্তী
আত্মপ্রতারক,
অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়ক নয়কো,
সক্রিয় তৎপরতায়,
বাস্তবে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি-শালিন্যে,—
তা'রা সাধারণতঃ
দৃপ্তী-প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট,
স্বার্থসন্ধিক্ষু কামতপাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
আবার, অপরাধপ্রবণতাও
তা'দের ভিতরই
একটা বেকুব, বিশৃঙ্খল,
উদ্যম-দৃপ্ত,
বা অবসাদ-জর্জ্জরিত
অথবা পর্য্যায়ক্রমিক উদ্দীপ্ত ও অবসন্ন
দাম্ভিক রূপ ধারণ করে—
দেখা যায়। ৫৮৩৩।
২৮।৩।১৯৫৪, রাত ৮-১২

তুমি যে বিকেন্দ্রিক
বিকৃত চলনে চ'লেও

অহৈতুক অপ্রত্যাশিতভাবে
শুভ-বিকিরণাকে উপভোগ কর—
তা' কিন্তু তোমার কর্ম্মার্জ্জিত কিছুই নয়কো,
তোমার তা'তে কোন আধিপত্য নাই,
সুকেন্দ্রিক সার্থক কৃতী চলনের ভিতর-দিয়ে
তা' সংঘটিত হয় নি,
তুমি পাবেই তা'—
তেমনভাবে তোমাকে তুমি প্রস্তুত কর নাই,
অর্থাৎ হও নাই তেমন ;
যে শুভ সংঘটনকে উপভোগ করছ,
তা' পারিবেশিক সুক্রিয়ার শুভ-বিকিরণা,
যা'কে যে যেমন গ্রহণ করে,
ঐ গ্রহণের উপযুক্ত তেমনই
উপভোগ ক'রে থাকে,
তা'তে তোমার কৃতিত্ব নেইকো ;
তোমার ধৃতি,
তোমার সার্থক কৃতী চলন
তোমাকে এমনতর যোগ্য ক'রে তোলে নি,—
যা'তে সকল বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়েও
তোমার ঐ হওয়া
শুভ প্রাপ্তিতে
সলীল ও সাবলীল হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'তে তোমার কোন লাভ নেইকো ;
লাভ ঐটুকুই মাত্র—
অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে
পারিবেশিক সুক্রিয় কৃতিদীপনার
শুভ-বিকিরণার সাবলীল গতিকে
তুমি উপভোগ করছ বা করেছ তেমনতর—
যতখানি তা'র আওতায় এসেছ,
যা' সবাই উপভোগ ক'রে থাকে
চলনের অতর্কিত মুহূর্ত্তে,

পারিবেশিক অশুভকেও
মানুষ ভোগ ক'রে থাকে ঠিক অমনতর ক'রে ;
পারিবেশিক শুভ বা অশুভ বিকিরণা
অমনি ক'রেই
প্রত্যেকের জীবনকে স্পর্শ করে ;
তাই, তুমি তোমার সুকেন্দ্রিক শুভ চলনকে
সাবলীল সন্দীপনায়
এমনতর কৃতী ক'রে তোল,
যা'র ফলে, তুমি
মাঙ্গলিক হওয়ার সু-অভিব্যক্তির সুবিকিরণায়
সপারিপার্শ্বিক নিজের জীবনকে
সন্দীপিত ক'রে চলতে পার—
অশুভের নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে
শুভের সুবিনায়নে
বিহিত সুযোগ গ্রহণ ক'রে ;
হ'য়ে ওঠ অমনতরই—
বাস্তব চলনের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক সার্থক অনুচলনে ;—
ঈশ্বর তোমার পাওয়াকে মঞ্জুর করবেন—
ঐ মাঙ্গলিক পারিজাত উপঢৌকনে। ৫৮৩৪।
২৭।৩।১৯৫৪, সকাল ৭-৪০

প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট অহং
রঙ্গিল দম্ভ-বিকিরণায়
প্রিয়নিষ্ঠ অনুরতি ও অনুগতিকে
বিসর্জ্জন দিয়ে
যে-কর্ম্ম বা যে-কথার ভিতর-দিয়ে
চ্যুতিকে যখনই ব্যক্ত ক'রে তুলুক না কেন,
বুঝে রেখো—

ঐ পথেই তা'র বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা,
তা'র ঐ রঙ্গিল প্রবৃত্তি-মর্ষিত বৃত্তি
অন্বিত তৎপরতায়
প্রিয়ের সেবায় নিয়োজিত হয় নি,
তাই, তা'র অমনতর অভিব্যক্তি ;
প্রবৃত্তি যা'র যেমনই হো'ক না কেন,
তা যদি শ্রেয় বা প্রেয়ের সেবায়
উপচয়ী অনুক্রিয়তায় নিয়োজিত হয়,
ঐ অনুরঞ্জনা রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে
অভিনিবেশী সার্থক সুক্রিয় তৎপরতায়,
অন্বিত সঙ্গতিতে,
ফলে, বৃত্তিগুলি বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
পর্য্যায়ী অর্থান্বিত অনুক্রমণায়,
বোধিকে সার্থক সমাহারী সঙ্গতি-সম্পন্ন ক'রে,
ব্যক্তিত্বও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
সুক্রিয় অনুচলনী আত্মবিনায়না নিয়ে,
ঐ শ্রেয় প্রেয়-প্রতিষ্ঠ প্রেরণার পরম তাৎপর্য্যে ;
যেখানে তা' হয় নি,
চ্যুতি তদনুগ প্রণালী প্রস্তুত ক'রে
সেই পথেই অহংকে নিষ্ক্রান্ত ক'রে চলে—
বিচ্ছেদ-ছিন্ন বেকুব সংঘাতে,
আত্মমর্দ্দনী সত্তাসংঘাতী
সংক্ষুব্ধ, মূঢ়ত্বের সেবা-সংশ্রয়ে ;
ফল কথা, তোমার যে-কোন প্রবৃত্তিই
থাক্ না কেন,
তা'কে শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী প্রিয়-প্রতিষ্ঠায়
ব্যাপৃত ক'রে না তুললে
তোমার চলছে না—
এমনতরভাবে তাঁতেই যদি
বিগলিত না ক'রে তোল তা',
তাহ'লে ঐ প্রবৃত্তিই তোমাকে

ক্ষোভ, দুঃখ ও জাহান্নম-স্পর্শী ক'রে তুলবে। ৫৮৩৫।
২৯।৩।১৯৫৪, বিকাল ৪-২০

সুবিনায়িত সামঞ্জস্যের ভিতর
যদি কোথাও কোন ব্যতিক্রমও থাকে,
আর, তা' যদি শুভসুন্দর-সম্বৰ্দ্ধনী হয়,
প্রসাদ-প্রেরণী হয়,
ঐ ব্যতিক্রমও তখন
সৌন্দর্য্য-সন্দীপী হ'য়ে থাকে,
উপভোগ্য হ'য়ে থাকে। ৫৮৩৬।
২৯।৩।১৯৫৪, বিকাল ৪-৪৫

হৃদ্য বিনীত গম্ভীর হও—
স্মিত আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
জাগ্রত থেকে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে ;
এগিয়েও সেইদিকে নজর রেখে,
পিছিয়েও তা'রই রক্ষণায়—
প্রীতি-উচ্ছল স্নেহল চর্য্যা নিয়ে ;
তোমার পক্ষে উপযুক্ত করণীয় যা'
তা' করতে একটুও ত্রুটি ক'রো না—
তা' যাই হো'ক না কেন,
হৃদ্য সম্ভারে
ললিত ক'রে তা'কে ;
আর, তোমার প্রত্যেকটি চলনা
প্রত্যেকটি বলনা
প্রত্যেকটি করনা
যেন বিহিত চারিত্রিক বিকিরণায়
তোমার প্রিয়পরম যিনি
তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—
তাঁ'রই স্বার্থে,

তাঁ'রই প্রতিষ্ঠায়
প্রতিটি অন্তরকে
উৎফুল্ল-আনতিপ্রবণ-শ্রদ্ধাবিকচিত ক'রে। ৫৮৩৭।
২৯।৩।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১০

অভিযুক্তের প্রতি
তোমার অনুশাসন-সম্ভূত শাস্তি
যদি তা'র সান্ত্বনা ও স্বস্তিকে
স্ফীত ক'রেই না তুলল—
সহ্য, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার
উচ্ছল আবেগ-অনুবেদনা নিয়ে,
ঠিক বুঝে রেখো—
ঐ অনুশাসন প্রয়োগ করতে হ'লে
অভিযুক্তের অন্তঃকরণে
যে নিরাকরণী সম্বেগকে উস্‌কে তুলতে হয়,
তা' কিন্তু হয়ই নি ;
ঐ শাস্তি তা'র সান্ত্বনার কারণ হবে না,
স্বস্তির কারণ হবে না,
পরিশুদ্ধি আসবে না তা'তে তা'র,
বরং সে আরও গভীরভাবে
ঐ পাপ-প্রবণতা নিয়েই চলতে থাকবে,
যা'র ফলে
তুমিই হ'য়ে উঠবে
সপরিবেশ তা'র
বহুবিধ দুঃখের কারণ। ৫৮৩৮।
২।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-২৮

যা'কে একবার ক্ষমা করেছ,
মুক্তি দিয়েছ,
যতক্ষণ না সে পুনরায় ঐ অপরাধ করে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত

সাত্ত্বিক নীতি-অনুক্রমণায়
তুমি তা'কে অপরাধী ব'লে গণ্য করতে পার না,
যদি কর,
তুমি তা' হ'তেও বেশী অপরাধী,
কারণ, তুমি ক্ষমা করবার পর,
সে দোষ না-করা সত্ত্বেও
যদি অমনতর আচরণ কর,—
ঐ আচরণ বিশ্বস্ততাকে লাঞ্ছিতই ক'রে তুলবে ;
মনে রেখো—
ক্ষমার অনুচর্য্যা
নিয়মনী অনুক্রিয়তায়
তোমাকেও ক্ষমালাভের যোগ্য ক'রে তুলবে
সমীচীন ক্ষেত্রে ;
তাই বলি ! ক্ষমা কর, কিন্তু ক্ষতি ক'রো না। ৫৮৩৯।
২।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৭

অন্যের শুভ-সম্পাদনী অনুচর্য্যায়
যা' তুমি কর নি
বা করতে পার না,
অন্য হ'তে তা' পাওয়ার প্রত্যাশাও
তুমি রাখতে যেও না,
অচরিতার্থ চাহিদাই হ'চ্ছে
দুঃখের জীবন। ৫৮৪০।
২।৪।১৯৫৪, সকাল ১০-৫২

তুমি অন্যের প্রতি
যেমন ব্যবহার করবে,
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক
পরোক্ষভাবেই হো'ক—
বিশেষতঃ শুভ-অনুচর্য্যা নিয়ে,
অন্যের নিকট হ'তেও কিন্তু

তেমন প্রত্যাশা করতে যেও না,
পেলে খুশী হ'য়ো ;
তুমি মানুষের ভালই ক'রো—
যেমন তোমার সাধ্যে কুলায়,
সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ;
কেউ যদি তোমার প্রতি
কোন কুৎসিত ব্যবহারও করে,
তুমি তা'র প্রতি
যথাসম্ভব সমীচীন ব্যবহারই ক'রো—
সতর্ক, সাধু ন্যায্যতায়। ৫৮৪১।
৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৬টা

যা'রা যেমনতর সতর্ক, সাবধানী
সুব্যবস্থ চলনে চ'লে থাকে,
তা'দের জীবনে ত্রুটিও ঘটে থাকে
তেমনি কমই। ৫৮৪২।
৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৬-৫

তোমার প্রীতি যেমনতর
দক্ষ অনুচর্য্যা নিয়ে চলতে থাকবে—
অবাধ উপচয়ী সম্বেগে,
তোমার জীবনও
বাস্তব দক্ষতায়
সার্থক বিনায়নে
যোগ্যতার অধিকারী হ'য়ে উঠবে তেমনই। ৫৮৪৩।
৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৬-৭

উদার হওয়া ভাল,
কিন্তু আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সঙ্গতিশীল অনুক্রিয় অন্বিত বন্ধন

ত্যাগ করা ভাল নয়। ৫৮৪৪।
৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৩০

শুধু দার্শনিকতার বিতণ্ডা বা আলোচনা
নিয়ে থাকলেই
কিন্তু ধর্ম্মাচরণ হয় না
বা ধার্ম্মিক হওয়া যায় না,
ধর্ম্মের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
সুক্রিয় ইষ্টানুধ্যায়িতা
বা সুক্রিয় আদর্শানুরাগ,
যে-অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সহিত
আত্মনিয়মন বা আত্মবিনায়ন
জীবনের মুখ্য-সম্বেগ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' করতে গেলেই
কৃষ্টির প্রয়োজন
বা আত্মকর্ষণের প্রয়োজন,
সংস্কৃতির প্রয়োজন;
ঐ কর্ষণ বা সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে
বোধবিনায়নী তৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সার্থক অর্থনা নিয়ে
বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চলতে থাকে;
তাই, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
সক্রিয় অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে
মানুষ যে অমৃত আহরণের দিকে
চলতে থাকে—
অবিদ্যা যা'-কিছুকে জেনে
সেই বিদ্যা দিয়ে

অমৃতস্পর্শী হ'তে,
অমৃত উপভোগ করতে,
বাস্তব বিভূতির ধারণ-পালনক্ষম হ'য়ে
সত্তার ধৃতি-কর্ষণায়,—
তা'ই হ'চ্ছে আসল ধর্ম্মাচরণের রূপ,
আর, অমনতর যাঁ'রা
তাঁ'রাই ধার্ম্মিক বা ধর্ম্মাত্মা ব'লে
অভিহিত হ'য়ে থাকেন ;
তুমি লাখ বিতণ্ডা নিয়ে থাক,
যদি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত চলনে চ'লে
জীবনকে বা সত্তাকে
ঐ অমনতর ব্যক্তিত্বে
উদ্ভিন্ন ক'রে না তোল,
সে ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা
একটা বাত্‌কে বাত ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
তাই বলি—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-আদর্শ-পরায়ণ হও,
কৃষ্টিপথে সত্তার ধৃতিকে নির্দ্ধারণ কর,
ব্যক্তিত্বকে অমনতর নিয়ন্ত্রণে
বিনায়িত ক'রে
ধীমান ক'রে তোল,
ধীর ক'রে তোল,
বর্দ্ধনার পথে সার্থক হ'য়ে ওঠ—
অমৃত আহরণে ;
আর বল—
'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা !
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' ৫৮৪৫।
৩।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

যদি ধৰ্ম্মাচরণই করতে চাও,
বা তত্ত্বদ্রষ্টা ও জ্ঞানী হ'তে চাও,
তাহ'লে প্রথমেই হ'তে হবে তোমাকে
সুনিষ্ঠ আদর্শ বা ইষ্ট-পরায়ণ—
সুক্রিয় রাগ-আবেগ-অন্তরাসী হ'য়ে,
সুসন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
বীক্ষণ-উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি ও চিন্তায় অধিষ্ঠিত থেকে ;
তোমার পক্ষে বা সত্তার পক্ষে
যা' শুভদ
সম্বৰ্দ্ধনী
তা'কে তো দেখতেই হবে,
বুঝতেই হবে,
জানতেই হবে—
সার্থক অর্থন-সঙ্গতি নিয়ে,
আবার, অশুভ যা',
দুঃখের যা',
যা' তোমার সত্তাকে দীর্ণ
ও ছিন্নভিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ অমনতর দৃষ্টি নিয়ে
তা'কেও দেখতে হবে,
বুঝতে হবে,
জানতে হবে ;
আর, এই দেখা, বোঝা, জানার
বিনায়িত ধীয়ের
অনুচৰ্য্যী চৰ্চ্চায়
কোথায় কি ক'রে তা'কে
নিরোধ করা যায়,

কোথায় বা নিয়ন্ত্রিত করাই সমীচীন,
কিংবা, নিয়ন্ত্রণ বা বিনায়নে
শুভদ ক'রে তুলতে পারা যায়—
তা'ও সুবীক্ষণী তৎপরতায়
বোধগম্য ক'রে তুলতে হবে ;
বাস্তবে সেগুলির যথাপ্রয়োজন
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে
শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বকে বিনায়িত ক'রে
বা মিটিয়ে
নিজের ব্যক্তিত্বকে
ধী-বিনায়িত জ্যোতিষ্মান ক'রে তুলে
অমৃত আহরণে চলতে হবে,
এগিয়ে যেতে হবে—
এই অস্তিত্বকে নিয়ে
অনন্তের পথে,
অসীমের আলিঙ্গনে,
সচ্চিদানন্দের শুভ হোম-আহুতিতে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ;
—আর, এইই হ'চ্ছে
জীবনের পরম সার্থকতা ;
ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই অন্বিত সঙ্গতির পরম অর্থনা,
ঈশ্বরই পরাৎপর। ৫৮৪৬।
৩।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪০

পর্য্যায়ী প্রাচীন সূত্র-সঙ্গতির
আপূরণী সংস্কৃতি—
যা'র অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমার এই জৈবী-সংস্থিতির
উদ্‌ভব সংঘটিত হয়েছে,
ঔপাদানিক বিনায়নায়

যে তপদীপ্ত রক্তস্রোত
তোমার ধমনীতে প্রবাহিত হ'য়ে
প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে
তোমার সত্তাকে জীবনে অধিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে,
পূর্ব্বতন ঋষির অনুপ্রেরণায়,
পিতামাতার সুকেন্দ্রিক মিলন-অভিসারের ফলে,
শ্রদ্ধানুচর্য্যী অনুনয়নী
সুকেন্দ্রিক অনুগতির ভিতর-দিয়ে
যা' তোমাতে এখনও বিদ্যমান—
তা'কে কলুষিত হ'তে দিও না কিছুতেই ;
তা'কে কলুষিত হ'তে দেওয়া মানেই হ'চ্ছে—
ঐ স্রোতকে বিড়ম্বিত ক'রে
পাতিত্যের প্রলুব্ধ আলিঙ্গনে
নিজে কৃষ্টিহারা হ'য়ে
ঐ পূর্ব্বতন হ'তে
বিচ্যুতি লাভ করা,
অর্থাৎ পতিত হওয়া ;
তোমার ঐ সাত্ত্বিক পর্য্যায়-অনুশ্রয়ী
জীবনধারাকে কৃতঘ্ন ক'রে তুলে,
তা'কে যতই ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ
ক'রে তুলতে থাকবে,—
তোমার অন্তর-দেবতা
রোরুদ্যমান হ'য়ে চলবেন ততই,
তাই, কিছুতেই তা' করতে যেও না—
যা'তে নিজে নষ্ট পাও,
বা তোমার শোণিত-সন্তানদের ভিতর
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয় ;
নিরত আরতি-অভিনিবেশের সহিত
ঐ রক্ত-স্ফুরণাকে উপাসনা করাই হ'চ্ছে
তোমার আভিজাত্যের উপাসনা,
যে আভিজাত্যের অভিজাত সন্তান তুমি ;

আর, এই জীবনব্রতে
উপাসনা-তৎপর থেকে
বা থাকতে
যদি স্ত্রী-পুত্র
ও অশেষ ঐশ্বর্য্যকেও
ত্যাগ ক'রে যেতে হয়
—যা' ঐ আভিজাত্যেরই অবদান,
তা'ও তোমার পক্ষে শ্রেয় ;
সংস্কৃতিকে ব্যাভিচার-বিক্ষুব্ধ
হ'তে দিও না,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
প্রাচীন আপূরণী অন্বিত আরতিকে
বিক্ষুব্ধ হ'তে দিও না,
সার্থক অর্থনা নিয়ে
তাঁরই অনুসেবায়
সক্রিয় তৎপরতায়
তুঙ্গ হ'য়ে চলতে থাক,
অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতার
বাস্তব আহরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ,
ঐ রাখার উপর দাঁড়িয়ে
হওয়ায় বেড়েই চল—
আরো হ'তে আরোতরে ;
যত নির্য্যাতনই আসুক,
আর দুঃখই আসুক,
আর, যাই কিছু আসুক না কেন,
তা'কে অতিক্রম ক'রে
ঐ জৈবী-সংস্থিতির
জ্যোতিষ্মান বিভূতি-বিভবে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে একদিন,
বাঁচবে তুমি,
বাঁচবে তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি,

সাথে-সাথে
বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়ে
বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমার
রাষ্ট্র—
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যে,
স্বর্ণ-ভবিষ্যতের আবাহন-গীতি নিয়ে,—
তোমার জীবন-প্রবাহ
সামগানে উচ্ছলিত হ'য়ে
জীবন্ত প্লাবন জাগিয়ে তুলবে ;
তাই, ওঠ, জাগ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বরেণ্যের
অনুসরণ কর,
অমৃত লাভ কর। ৫৮৪৭।
৪।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

যথার্থ কথাকেই সত্য ধ'রে নিয়ে
শুধু তা'রই একটা মূঢ় অনুশীলন
নিয়ে চললেই যে
তুমি একটা বড় মানুষ হবে,—
তা' কিন্তু নয়কো,
আর, মিথ্যা-কথার ধুরবাজী চাল নিয়ে
একটা আড়ংবাজী খেলোয়াড় হ'য়ে চললেই,
নির্ব্বোধ হামবড়াইয়ের অনুচর্য্যায়
জীবন অতিবাহিত ক'রে চললেই
যে, তুমি বড় মানুষ হ'য়ে উঠবে,
তা' কিন্তু নয়কো ;
তুমি সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বকে বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক সৎ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
সত্তার সংশ্রয়িতায়
যথার্থ যা'-কিছুর
তৎ-হিতি-নিয়মনে,

বাস্তব সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক গণহিতী তৎপরতায়
বহুদর্শিতার সুচয়নী ধী নিয়ে
অনুদীপনী দর্শনের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেককে তা'র বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অনুধাবন ক'রে
আদর্শানুগ অন্বিত সঙ্গতির সুচালনে
তা'র বিহিত নিয়ন্ত্রণে,
সার্থক অর্থনায় উপনীত হ'য়ে
অর্থকে পরমার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে
পর ও অপরের ব্যূহ ভেদ ক'রে
পরাৎপরে যতই
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে—
ধারণপালনী ধৃতির উদাত্ত অনুশীলনে
যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে,—
তোমার মনুষ্যত্ব সুদীপ্ত সেখানে ততই,
আর, তাইই অমৃত পন্থা। ৫৮৪৮।
৪।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৪০

নিত্য যা' তা'র উপর দাঁড়াও,
আর, যা'-কিছু পাও—
সুবীক্ষণী অন্বিত সঙ্গতির
অনুচয়নী ধৃতিবীক্ষণায় চয়ন ক'রে
ঐ নিত্যতেই
তোমার সত্তাকে সংস্থিত ক'রে তোল,
সংহিত ক'রে তোল,
ঐ সত্তায় দাঁড়িয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুনয়নে
অনিত্য যা'-কিছুকে
সম্যক্ দর্শনে
সৎ-অনুপোষণী ক'রে
সপরিবেশ নিজেকে

স্থিতিশীল ক'রে তোল,
নিত্যকে উপেক্ষা ক'রে
অনিত্যের উপাসনায়
নিজেকে মূঢ় ক'রে তুলো না ;
তোমার তপ,
সুক্রিয় সুদর্শন
সুবিনায়নী তৎপরতায়
নিত্যের আহরণ-পোষণায়
সত্তাকে সুদৃঢ় ক'রে তুলুক—
বর্দ্ধন-তৎপরতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
নিত্য মানেই হ'চ্ছে—
সতত-সংস্থিতিবান স্মৃতিচেতনা,
আর, তাইই অমৃত,
আর লভ্যও তাই তোমার। ৫৮৪৯।
৪।৪।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

আপূরয়মাণ তিনিই—
যিনি স্তোম-দ্যোতনায়
প্রাচীনের পূরণ-প্রগতি-সূত্রে
সপরিবেশ নিজেকে
বর্দ্ধনায় প্রীত ক'রে তোলেন—
অনুপ্রেরণী অনুবেদনার অনুশীলন-তৎপরতায়
যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত ক'রে সবাইকে,
সার্থক সুকেন্দ্রিক অর্থনার অনুবাহক হ'য়ে—
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে। ৫৮৫০।
৪।৪।১৯৫৪, সকাল ১০-৪০

বিকেন্দ্রিক, প্রীতিহীন
বা অলস প্রীতি-সম্পন্ন যা'রা
বা স্বার্থ-সংকীর্ণ যা'রা—

সন্ধিৎসু দূরদৃষ্টিহারা তা'রা,
তাই, প্রায়শঃ অসতর্ক চলনে চ'লে থাকে,
অসতর্ক চলন
সত্তার প্রতি
অবিবেকী কৃতঘ্ন অপরাধ ;
অমনতর চলন যা'দের,
অজ্ঞতায়ই অধিষ্ঠিত তা'রা—
বিশেষতঃ সত্তার পোষণ-বর্দ্ধন ব্যাপারে । ৫৮৫১ ।
৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১১-২৫

ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমে
অনুরতিসম্পন্ন হ'লেই
যে অন্যের প্রতি ঘৃণাপ্রবণ হ'তে হবে,
বা অরাতি-বুদ্ধিসম্পন্ন হ'তে হবে—
তা' কিন্তু একেবারেই অলীক কথা ;
সৃজন-প্রগতি
বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমণায়
ব্যষ্টিবিনায়নী সিসৃক্ষু উদ্‌গমে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে
প্রতিটি ব্যষ্টিতেই
জীবন-প্রবাহ-প্রদীপনা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হয়েছে
বা হ'তে চলেছে—
তুমি যা'কে সৎ মনে করছ তা'তেও,
তোমার পক্ষে অসৎ যা' তা'তেও ;
তাই, তোমার পক্ষে অসৎ যেগুলি
সেগুলিকেও বিনায়ন-তৎপরতায়,
নিরোধ বা নিয়মন-তৎপরতায়
যতই তোমার সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পারবে,—
তোমার বোধিও
সক্রিয় অনুদীপনায়
ঐ তাৎপর্য্যে

অর্জ্জন-সন্ধিৎসু হ'য়ে
পুষ্টি লাভ করতে থাকবে ততই,
ব্যক্তিত্বও ওরই অনুক্রিয় হ'য়ে চলতে থাকবে ;
ঐ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা
যতই সলীল হ'য়ে উঠবে তোমাতে,—
ঘৃণ্য ব'লে কাউকে বা কিছুকে
বিসর্জ্জন দেওয়ার
প্রয়োজনও হবে তত কম ;
তবে যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তম,
যিনি তোমার পরম আচার্য্য,
প্রিয়পরম যিনি,
তোমার মুখ্য জীবন-জ্যোতিষ্ক তিনিই ;
দুনিয়ায় যা'-কিছু করবে,
যা'-কিছু ভাববে,
যেমন চলনে চলবে,
যা'-কিছু আহরণ করবে—
উপচয়-তৎপর বিবর্দ্ধনী
অনুসন্ধিৎসা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
—ব্যয়-বিনায়নে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার অনুবর্ত্তনায়
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
আরোতে যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
—তা' কিন্তু ঐ
প্রিয়পরমের স্বার্থে অর্থান্বিত হ'য়েই,
অনুক্রিয় হ'য়েই,
আরতি-অনুদীপনা নিয়ে ;
তোমার পিতাকে ভালবাস,
মাতাকে ভালবাস,
ভাই-বন্ধুকে ভালবাস,

গুরুগরীয়ান যাঁরা, তাঁদিগকে ভালবাস—
ঐ অন্বিত অর্থনার সার্থক সঙ্গীতি-শালিন্যে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে,
প্রিয়-প্রতিষ্ঠার
সক্রিয় প্রবোধনা নিয়ে
সপরিবেশ নিজেকে
ঐ একায়ন-অনুবন্ধনী
উপচয়ী আলিঙ্গন-অনুবেদনায়
সম্বন্ধান্বিত ক'রে
সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে ;
এমনি ক'রে চলতে থাক,
তোমার সব বৃত্তি
তাঁতেই সার্থক হ'য়ে উঠুক,
সব সত্তাই তাঁতে অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক,
সব ব্যষ্টি, সব বৈশিষ্ট্যই
শিষ্ট আচার-অনুশীলনে
সার্থক সংহিত অনুদীপনায়
তাঁতেই উচ্ছল হ'য়ে উঠুক,
সপরিবেশ তুমি অমৃতপন্থী হ'য়ে ওঠ ;
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি—
তিনিই ঈশ্বরের মূর্ত্তন-অভিব্যক্তি,
তিনিই পরাৎপর,
সর্ব্বার্থের সার্থক সমাধি তিনিই,
তিনিই পরম মুখ্য ;
তাই, ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমকে
যে জীবনে মুখ্য ক'রে তোলে নি,—
সে তাঁর শিষ্যত্বের
যোগ্য হ'য়ে ওঠে নি তখনও । ৫৮৫২ ।
৪।৪।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫৭

শুধু বৈজ্ঞানিক হ'লেই
চলবে না কিন্তু,
বিজ্ঞানের সুসন্ধিৎসু অনুশীলন-তৎপরতায়
তা'র সার্থক অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
তোমাকে বিজ্ঞান-আচার্য্যে
উপনীত ক'রে তুলতে হবে ;
এই সুকেন্দ্রিক সুসন্ধিৎসু
সম্যক্ বোধিবীক্ষণার
অনুশীলনী আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক পরিবেদনায়
তোমাকে বিজ্ঞানবেদী হ'য়ে উঠতে হবে ;
সুকেন্দ্রিক সার্থক স্মরণ-চলনে চ'লে
জ্ঞানবৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
বিধির পরিদর্শনী প্রক্রিয়াকে জেনে
অনুশীলন-তৎপরতায় তা'কে আয়ত্ত ক'রে,
সত্তার অনুপোষণায়
শুভ যা'
তা'কে সুচয়নী অর্থনায় আহরণ ক'রে,
অশুভকে সুদূরদৃষ্টির
অনুবেদনী পরিবীক্ষণায়
সুস্পষ্টভাবে জেনে,
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বৈধী বিনায়নায়
তা'কে নিরোধ ক'রে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
বা বিনায়িত ক'রে
বস্তুর উপকরণ ও ঔপাদানিক বিশেষত্বের
বিশেষ বিন্যাসকে
তোমার স্মৃতিচেতনায় এনে
তোমার নিরন্তর স্থায়িত্বের
অভিসারী চলনের সহায়ক ক'রে,

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে,
বৈশিষ্ট্যের বাস্তব-অভিব্যক্তিকে
অন্তরাসী সন্দীপ্ত আগ্রহে
সম্যক্‌ভাবে দেখে
তা'র বৈধী সূত্রকে আবিষ্কার ক'রে,
একানুদীপ্ত পরিবেশনায়
সবাইকে তা'তেই পরিস্রুত ক'রে
বর্দ্ধনার অধিকারী করতে হবে যা'-কিছুকে—
শুভদ যা',
সম্বর্দ্ধনী যা',
স্মৃতিচেতনার অভিসারী যা',
যা' বা যিনি সেই রস-স্বরূপ—
নন্দ-বিকীরণী বিভায়
তা'তেই বা তাঁ'তেই সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে,
সচ্চিদানন্দের বিভব-অনুদীপনায়
বিভূতিসম্পন্ন ক'রে সবাইকে,
বর্দ্ধনার যাজ্ঞিক সমিধ হোমবহ্নিতে
পূত ক'রে তুলে সবাইকে ;
ঐ অন্বিত সঙ্গীতিশালিন্যে
প্রতিটি বস্তুর বৈধী অনুক্রিয়ার
উচ্চেতনী অনুদীপনাকে আবিষ্কার ক'রে
জীবনকে যদি তা'তেই
প্রভূত ক'রে তুলতে না পারলে,
তোমার বৈজ্ঞানিকতা কিন্তু তখনও
একটা বাতুল রহস্য নিয়েই চলছে ;
তাই, নজর রাখতে হবে—
অসংলগ্ন বাতুল প্রবোধনায় বিবুদ্ধ হ'য়ে
জীবনকে বাতুল ব্যতিক্রমে
বিভ্রান্ত না ক'রে তোলে কেউ ;
তোমার দায়িত্ব
জীবন-দীপনার প্রতি কত বিশাল,

বিশাল হ'য়েও যিনি অণোরণীয়ান্—
তিনিই তা' জানেন ;
তোমার অনুক্রিয় অনুচলন
সপরিবেশ তোমার
স্বস্তিপ্রদ হ'য়ে উঠুক,
সম্বর্দ্ধনার হোমদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
প্রত্যেককে জীবন, আয়ু ও উদ্বর্দ্ধনার
অধিকারী ক'রে তুলুক,
তোমার ঈশিত্ব সার্থক হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকটি জীবনে,
সাম-সম্ভার তোমাকে অভ্যর্থনা করুক ;
ঈশ্বর যা'-কিছু প্রত্যেকের ভিতরই
পরম সাম-দীপনা,
প্রতিটি ব্যষ্টি-হৃদয়ে
তিনি সামসঙ্গীত। ৫৮৫৩।
৪।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

মূঢ় যা'রা—
তা'রাই মূর্ত্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে
সত্তাবিহীন বাদ-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হ'য়ে চলে ;
মূর্ত্ত যা',
ব্যক্ত যা',
যে-ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক বিকিরণায়
গুণের বিচ্ছুরণ হ'য়ে থাকে,
গুণকেন্দ্র সেই ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে—
ঐ মূর্ত্ত বিগ্রহ,
অন্তঃকরণে তাঁরই প্রতিষ্ঠা কর,
তদনুরীতি ও অনুক্রিয় তৎপরতায়
লোকজীবনে ঐ গুণগুলি
ক্রমশঃই জীবন্ত হ'য়ে উঠবে ;

দ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে
যেমন দর্শনের কোন মূল্য থাকে না,
দ্রষ্টাতেই যেমন দর্শন নিহিত থাকে,
ঐ দ্রষ্টায় অনুরতি
ও তাঁর প্রতি অনুগতিও
আবার তেমনি
মানুষকে
সেই দর্শনের অধিকারী ক'রে তোলে। ৫৮৫৪।
৪।৪।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

পূর্ণের বিশেষত্ব যা'ই হো'ক না কেন,
তা'র দাঁড়া বা রূপ যা'ই হো'ক না কেন,
ঐ পূর্ণ হ'তে যা'ই উদ্ভূত হ'য়ে থাকে,
সে তা'তেই পূর্ণ,
এমনি ক'রেই প্রতি পূর্ণ হ'তে
ঐ অনুশাসনে আত্মনিয়মন ক'রে
যে যেখানে যেমনভাবেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে,
যেমনতর বৈশিষ্ট্য নিয়েই হো'ক না কেন,
তা'ও কিন্তু পূর্ণ ;
তাই, পূর্ণ কিন্তু কাউকেও
অপূর্ণ ক'রে দেন নি,
অন্তর্নিহিত উৎস-স্রুত চাহিদাছন্দে
যে যেমন ছন্দায়িত হ'য়ে উঠেছে,
তা'র অভিব্যক্তি পূর্ণতায়
তেমনতরই হ'য়ে উঠেছে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
ঈশ্বরই পূর্ণ,
ঈশ্বরই পরম উৎস। ৫৮৫৫।
৪।৪।১৯৫৪, রাত ১০টা

তুমি যদি মানুষের বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা
ও তৎপ্রসূত বিভবের অন্বিত সমাবেশকে
বোধায়নী উপলব্ধি নিয়ে
সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে না পার,—
তোমার জীবনে যোগ্যতা
সুদক্ষ সম্বৃদ্ধি নিয়ে
কখনও জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। ৫৮৫৬।
৫।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-৪৫

নিরপরাধের প্রতি
নির্য্যাতনী দণ্ড
অপরাধ-সংক্রামকতারই
দক্ষ অগ্রদূত,
কারণ, তা'র,
ও তা'তে প্রীতিসম্পন্ন পরিবেশের
নিপীড়িত সাত্ত্বিক সম্বেগ
সুযোগ পেলেই
দিশেহারা জৃম্ভী প্রতিক্রিয়ায়
আত্ম-সংরক্ষণী প্রতিকারের পথ খোঁজে। ৫৮৫৭।
৫।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-৫৫

যা'রা অপরাধপ্রবণ—
তা'রা প্রায়শঃই
বিকেন্দ্রিক অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকে,
ক্রূর কঠোর তা'দের অন্তঃকরণ,
সহানুভূতি-স্নায়ু তা'দের
অবশভাবাপন্ন হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
আর, যাদের ব্যক্তিত্ব
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
স্ফুরণ দীপনায় উদ্‌গতিশীল হ'য়ে চলেছে—

তা'রা প্রায়শঃ সুকেন্দ্রিক,
তাদের বোধানুদীপনা সাম্যভাবাপন্ন,
ব্যক্তিত্ব তাদের সুবিনায়িত,
জমাট অকম্পিত অনুগতি-সম্পন্ন,
সাত্ত্বিকতা-সম্বুদ্ধ,
শুভ-কর্ম্মা,
সহানুভূতি-প্রবণ,
কারণ, তাদের সাড়াপ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছ,
নিয়ন্ত্রণশীল ধী
স্বাভাবিক অনুচলনে
ধৃতি-বিনায়নীই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ ;
সুকেন্দ্রিক দক্ষ কুশলকর্ম্মা যা'রা,—
তা'রাই লোকের জীবন-সম্পদ। ৫৮৫৮।
৫।৭।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

বিকেন্দ্রিক শ্লথ-সন্ধিৎসু
বা শ্লথ-সক্রিয়
আবেগ-উদ্যমহারা,
কল্পনা-বিলাসী যারা,—
তা'রাই প্রায়শঃ
অজ্ঞ অনুগতি-সম্পন্ন হ'য়ে থাকে ;
এই অজ্ঞতার অনুশাসনই হ'চ্ছে
অসতর্ক অনিয়ন্ত্রিত এষণা,
এরাই আবার সাধারণতঃ
আকস্মিকতাবাদী হ'য়ে থাকে,
আর, তা' ঐ অজ্ঞতারই
অনুশাসন-অবদান,
যা'র ফলে মানুষ
ক্রিয়াশিথিল তাত্ত্বিকতা নিয়েই
চলতে থাকে,

দুনিয়ার প্রত্যেকটি ব্যষ্টির অন্তরে
উপ্তও ক'রে থাকে তাই,
তীক্ষ্ন, খরতৃপ্ত ধী নিয়ে চলা
তাদের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা—
এমনতর ধারণায়
কার্য্যকারণ-সম্পর্ককে
তা'রা এড়িয়ে চলতে চায়,
কার্য্যকারণের সূত্র-সঙ্গীতির অভিনিবেশী অনুধ্যায়িতা
তা'দের কাছে কষ্টকর লাগে ব'লেই
তা'রা অমনতরই হ'য়ে থাকে ;
তাই, তা'রা অজ্ঞ চলনেই
অবশায়িত হ'য়ে চলে,
তাদের বোধিদৃষ্টি
কার্য্যকারণ-সূত্রকে অবলোকন ক'রে
চলতে পারে না,
অজ্ঞতায় অবশ হ'য়ে থাকার প্রেরণা
তা'দিগকে মুহ্যমান ক'রে রাখে ব'লে
সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও
তা'রা স্বীকার করতে চায় না,
যদিও সত্তার আত্মরক্ষণী আবেগের সাথে-সাথে
ঐ অভিনিবেশ কিছু-না-কিছু
প্রতিটি জীবনে উদ্‌ভিন্ন হ'য়ে চ'লেই থাকে ;
এই সতর্ক চলনের বুদ্ধি
অস্তিবৃদ্ধির আকূতি-আবেগের
স্বতঃ-উৎসারণায়
বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার আকাঙ্ক্ষা
যা'র যা'র মতন,
কারও কম নয়কো,
কিন্তু বিকৃতবাদের পাল্লায় প'ড়ে
মানুষের ঐ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রবৃত্তি
অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ওঠে,

তাই, তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে
চলতে বাধ্য হ'য়ে থাকে তা'রা ;
মানুষের ভুল হ'তে পারে
ত্রুটি হ'তে পারে,
কিন্তু আত্মবিনায়নী প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে
আকস্মিকতাবাদের কাছে
আত্মসমর্পণ করাই
তা'র মস্ত অপরাধ,
ফল কথা, মানুষের ধী-দৃষ্টি
যতই খরতর হ'য়ে উঠবে—
বাস্তব প্রস্তুতি নিয়ে,
নিয়তিও পেছিয়ে যেতে থাকবে ততই ;
তাই বলি—
সুকেন্দ্রিক হও,
সুক্রিয় হ'য়ে চল—
ত্বরিত নিষ্পাদনী আবেগ নিয়ে,
সতর্ক, সন্দীপনী সন্ধিৎসায়,
নিজে বাঁচ,
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ যোগ্যতার আসনে
আসীন হ'য়ে
সবাইকে অস্তিবৃদ্ধির তুকে
সজাগ ক'রে রাখ,
তা'রাও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
বেঁচে
বর্দ্ধনার বিজয়-লাস্যে
সচ্চিদানন্দকে উপভোগ করুক ;
ঈশ্বরই সচ্চিদানন্দ,
ঈশ্বরই পরম বশী,
ঈশ্বরই অন্তরের জাগ্রত যাগ-অনুদীপনা। ৫৮৫৯।
৬।৪।১৯৫৪, সকাল ৯টা

তুমি তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
উদ্বর্দ্ধনী উপচয়ের জন্য,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার জন্য,
বিবর্দ্ধনী প্রসার-প্রদীপনার জন্য,
সংরক্ষণী নিরোধ ও আত্মবিনায়নী
প্রস্তুতির জন্য
ভেদ-নিরসন ও ভৃতি-পরিবেশনার জন্য,
এক-কথায়, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত
অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠার জন্য
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ইষ্টানুধ্যায়ী অনুচলন নিয়ে
যখন যেখানে যা' করলে
তা' সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে,
তা' করতে
অনতিবিলম্বে যা' যা' করণীয়
বাস্তবে সেগুলিকে নিষ্পন্ন ক'রেই চ'লো—
যা'র ফলে, ছন্ন ছিন্নতা
স্বচ্ছন্দতাকে কখনই বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে
না পারে,
সম্বর্দ্ধনার উচ্ছ্বাস অনুবেদনা নিয়ে
অনুপ্রেরণী আবেগে
সসমষ্টি প্রত্যেকেই
শুভ-আলিঙ্গন-অনুশ্রয়ী
সক্রিয় তৎপরতায়
বোধবর্দ্ধনার অনুশীলনী যোগ্যতাকে
সবার ভেতরেই উপ্ত ক'রে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত বর্দ্ধনার পথে
সুচারু চলনে চলতে পারে ;
এ করতে
ছোট্টই কিছু হো'ক,

আর বড়ই কিছু হো'ক,
যা'-কিছু করণীয়
তা'র একটুও বাকী রেখো না,
আর, এ করণগুলি
অটুট নিশ্চয়তায় সমাবিষ্ট হ'য়ে
শুভ-বেষ্টনীর পরিক্রমায়
দিগ্বলয়কে অতিক্রম ক'রেই
যেন চলতে থাকে—
দূর হ'তে দূরে,
আরো আরোর পথে,
নইলে, ঐ প্রস্বস্তির জন্য
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার জন্য
বাধ্য হ'য়ে সেগুলি করতেই হবে—
অনেকাংশেই,
কিন্তু সে-করার ফলগুলি হবে সংকীর্ণ ;
সময়মত যা' ক'রে যা' হ'তো,—
অসময়ে তেমনতর কিছু ক'রেও
সেই ফলের অধিকারী হ'তে পারবে না,
তুমিও বঞ্চিত হবে,
বঞ্চিত হবে তোমার পরিবেশের প্রত্যেকেও। ৫৮৬০।
৬।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

মনে রেখো—
ভ্রান্তিজৃম্ভী নেতাই
দুঃসময়ের আবাহক,
তাই, যিনি নেতা—
সুকেন্দ্রিক অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তিনি যদি জনগণকে
তাঁ'র স্বার্থ ক'রে না তোলেন,
আত্মনিয়ন্ত্রক না হন,
অস্তিবৃদ্ধির পুরোধা না হন,

আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
পূজারী না হ'য়ে
অন্য কিছুর বন্দী হ'য়ে চলেন—
যা' তাঁর ঐ আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত চলনকে
আপুষ্ট বা আপূরিত ক'রে না তোলে—
এমনতরভাবে,
মনে রেখো—
তমসা অদূর হ'তেই এগিয়ে আসছে,—
একটা অন্ধযুগের
অমানুষ যুগের
প্রবর্ত্তনা নিয়ে ;
সাবধান !
সুকেন্দ্রিক সমীক্ষু চলনে চলতে
এতটুকুও পেছ-পাও হ'য়ো না,
স্মরণ রেখো—
ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ,
অচ্যুত আরতিই তাঁর প্রেরণাবাহী,
তদনুগ অনুক্রিয়তাই হ'চ্ছে
তাঁর বিভব-সন্দীপনী
ধারণপালনী
আশিস্-ধারা । ৫৮৬১ ।
৬।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৫

মানুষের চ্যুতিবিহীন সুকেন্দ্রিক সুক্রিয়তা
উপচয়ী আবেগ নিয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুধ্যায়িতায়
তৎ-তপী অনুচর্য্যায়
যতই চলতে থাকে,—
অজ্ঞতার আবরণও
উন্মোচিত হ'য়ে ওঠে ততই,

বোধদৃষ্টি ঝলক-দীপনায়
লহমায় ঝম্ ক'রে দেখে ফেলে—
অন্তর্নিহিত বাস্তবতার বৈধী বিনায়ন যা'
একটা কৃতি-দীপনী অনুপ্রেরণা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সম্বেগশালী
শুভ-প্রয়াসী
ঈশ্বরের বৈধী ধারণ-পালনী
বৈধী রচনার সার্থক চয়ন হ'তে
তা' আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
আমি বুঝি—
ওকেই প্রত্যাদেশ ব'লে থাকে,
এই প্রত্যাদেশ সত্তার ধৃতিকে
বিধায়নী পোষণায়
পরিপুষ্ট ক'রে তুলে থাকে,
যা' শুভ-সন্দীপী আকূতিপ্রবল
অজ্ঞতা-অপসারী চমক-ভাঙ্গা দর্শন রূপে
হাজির হয় ;
তা'র মরকোচগুলি-সহ
যে-বাণীর আবির্ভাব হয়—
প্রেরণা-প্রদীপ্ত হ'য়ে,
আমরা তা'কেই ঈশ্বরের বাণী বলে থাকি ;
মানুষের ভিতর যিনি প্রেরিতপুরুষ,
ক্ষেমতপা যিনি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুধ্যায়িতায়
ধায়ন-তৎপর যিনি,
অন্বিত সঙ্গতির সার্থক অর্থনা নিয়ে
ঐ বাণী তাঁদের হ'তেই
নিঃসৃত হ'য়ে থাকে—
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের
পুষ্টি-পরিপোষণী প্রভাবরূপে—
প্রাচীনের সঙ্গতিসূত্রে সংগ্রথিত হ'য়ে,

আর, তা'কেই আমরা বলে থাকি
আপ্তবাক্য, ঋষিবাক্য
বা ঋষি-দর্শন,
যা' অজ্ঞতার আবরণকে উন্মোচিত ক'রে
বর্দ্ধনপ্রেরণার উদাত্ত ঋক্ নিয়ে
আবির্ভূত হয় প্রেরিতের কাছে ;
সেই প্রেরিতই হ'চ্ছেন—
ঈশ্বরের বরণীয় তীর্থ ;
তাই, ধর্ম্মের প্রাণই হ'চ্ছে—
ঐ প্রেরিত,
ও ঐ প্রত্যাদিষ্ট বাণী,
আর, কৃষ্টি হ'চ্ছে—
তাঁ'র অনুজ্ঞাবাহী অনুশীলন,
যে-অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
জীবন ও যোগ্যতা যোগন-অর্থনায়
প্রদীপ্ত হ'য়ে চলে,
তাই, সেগুলি শাশ্বত হ'য়েও
চির-নবীন,
কারণ, সত্তার অভিব্যক্তি ও বিন্যাসের
আহুতির সাথেই
এগুলি সংগ্রথিত হ'য়ে চলে—
জীবনে, যোগ্যতায়—
তা' তুমি জান বা না জান ;
এই হ'চ্ছে বাস্তব বিজ্ঞান,
যা' ঋষির ভিতর-দিয়েই
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
ঈশ্বরই পরম আরাধ্য,
ঈশ্বরই পরম তপ,
তাঁ'র প্রেরণাই প্রদীপ্ত প্রবুদ্ধ ধর্ম্মবাণী,

তিনিই বাক্-ব্রহ্ম। ৫৮৬২।
৬।৪।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

কা'রও কাছ থেকে কোনপ্রকার
সুবিধা নিতে গেলে
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখ—
তোমার রকম-সকম বা চাল-চলনে
তা'র যেন কোনপ্রকার অসুবিধা
বা কষ্ট না হয় ;
তাহ'লে সে কিন্তু ক্রমে-ক্রমে
তোমার প্রতি বীতরাগ হ'য়ে উঠবে ;
ভুলো না—
অন্যের অসুবিধাপ্রদ যতই তুমি হ'য়ে পড়বে,
সুযোগ ও সুবিধাও
মিলবে তোমার ততই কম। ৫৮৬৩।
৬।৪।১৯৫৪, বেলা ১১-২৫

পাতা মানেই হ'চ্ছে পালনকর্ত্তা,
ঈশ্বরই পরম পাতা,
ঐ ঈশ্বরত্বেই নিহিত আছে—
ধাতা ও পালয়িতার সঙ্গতিস্রোত,
এই পালন-প্রবণতা
তাঁ'রই আশিস্-উৎসারণায়
যেখানে স্বতঃ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—
তিনিই পিতা,
তাই, সবার কাছেই
পিতা পরম শ্রদ্ধেয়,
আরতি-অনুচর্য্যার জীয়ন্ত বিগ্রহ ;
পতিও আবার তেমনি,
পালন-প্রদীপনা পতিতে

স্বতঃ-উৎসারণশীল ব'লে
তা'কে পতি ব'লে অভিহিত করা হয়,
আর, তিনিই স্বামী,
অর্থাৎ যাঁ'তে স্ব এর স্ব-ত্ব
নিহিত থাকে ;
তাই, পতিই বল,
স্বামীই বল,
আর প্রভুই বল,
শ্রদ্ধোৎসারিণী অনুচর্য্যার যোগ্য
জীয়ন্ত দেবতা তাঁরাই,
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যী অনুশীলনার
তীর্থক্ষেত্র তাঁ'রাই ;
আবার, মানুষের প্রিয়পরম যিনি,
যিনি প্রেরিত পুরুষোত্তম,
সব্যষ্টি সমষ্টির
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক ধারণ-পালনী প্রবর্ত্তনা
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
স্বতঃ-উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে যাঁ'তে,
পোষণপূরণী আকূতি-উন্মাদনায়
আচরণ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
যিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন,
তিনিই পুরুষোত্তম,
তিনিই পরম আচার্য্য,
তিনি সব যা'-কিছুরই
আপূরণী দ্যোতনা,
জীয়ন্ত বিগ্রহ,
তিনি সবারই সত্তা-সম্বর্দ্ধনার মুখ্য প্রেরণা ;
এই সক্রিয় মুখ্য তৎপরতা নিয়ে
তাঁতে যে সংশ্রয়ান্বিত
সেইই তাঁ'র যোগ্য,

সন্ধিৎসু প্রীতি-উৎসারণায়
অনুচর্য্যী অনুশীলন-অনুগতির
পদ্মলাস্য নিয়ে
মঙ্গল-আরতির সেবা-তৎপরতায়
তাঁর অনুজ্ঞাবাহী যা'রা
তা'রাই কিন্তু ধন্য ;
কারণ, তা'রাই—
পিতাই হউন,
পতিই হউন,
স্বামীই হউন
বা অন্য গুরুজন যিনিই হউন
বা স্নেহের পাত্র যেই হো'ক,
সবারই আপূরণী হ'য়ে ওঠে,
আপোষণী হ'য়ে ওঠে,
আপালনী হ'য়ে ওঠে ;
তাই, তিনি সবারই শ্রেয়
সবারই প্রেয়,
বাঞ্ছিতও তিনি সবারই,
কেউ যদি তাঁকে উপেক্ষা ক'রে
বা গৌণ ক'রে
আর কাউকে মুখ্য অনুদীপনা নিয়ে
ভালবাসে,—
তা'র জীবনে খাঁক্‌তিই থেকে যায়,
আর, ঐ খাঁক্‌তির দরুণ
তা'র পালনপোষণী সম্বেগ
উদ্‌ভ্রান্তই হ'য়ে চলে। ৫৮৬৪।
৬।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

নিজেদের অভিযোগ-নিরাকরণ-মানসে
যখনই কোন বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়
কাউকে মধ্যস্থ মনোনীত করে—

নিরাকরণী বিচারের উদ্দেশ্যে,
সাধারণতঃই ঐ মধ্যস্থে
বিচারকের ক্ষমতা ব'র্ত্তে থাকে,
এবং ঐ মধ্যস্থের অভিমতই
বিচারকের অভিমত ব'লে
গণ্য হওয়া উচিত ;
তা'র বিচারে
যদি বিশেষ কোন পক্ষ
বা উভয় পক্ষ
সন্তুষ্ট না হয়,
তাহ'লে তা'রা অন্য যা'কে উপযুক্ত মনে করবে
তা'কে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করতে পারে,
কিন্তু বিচারে
পূর্ব্ব-মনোনীত মধ্যস্থ
যে-অভিমত ব্যক্ত করেছে যে বিষয়ে—
বিহিত বাস্তব সার্থক সঙ্গতির সহিত,
নিরপেক্ষ অনুধ্যায়িতা নিয়ে,—
সেই বিষয়ে অন্য মধ্যস্থেরও উচিত
ঐ অভিমত বিবেচনা ক'রে দেখা,
এবং সমীচীনভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ ক'রে
ঐ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়কে
স্বস্তি-সম্বন্ধান্বিত ক'রে তোলা ;
শাসন-সংস্থার ও জনসাধারণের
শাসন-সংস্থা কর্ত্তৃক নিয়োজিত বিচারকের প্রতি
যেমন করণীয়,
ঐ মধ্যস্থ বিচারকের প্রতিও তেমনি করণীয় ;
মীমাংসা ও মিলন-সন্দীপক মধ্যস্থ
সবারই শ্রদ্ধার্হ,
এই মীমাংসার আকৃতি নিয়ে
সে যে-স্থলে যেমনতর বিহিত মনে করে,
তা'ই সে যা'তে করতে পারে—

এমনতর স্বাধীনতাও
তা'র থাকাই শ্রেয় ;
আবার, এ কথাও মনে রেখো—
বিচার-বিকৃতি
বিচারকের অপরাধ ব'লেই গণ্য। ৫৮৬৫।
৬।৪।১৯৫৪, রাত ৯-১৩

তোমার সহানুভূতি যদি
সক্রিয় না হ'য়ে উঠলো,
মনে রেখো—
তোমার হৃদয় তখনও
কাপট্যের অন্তরালে,
আর, ঐ কপটতা তোমাকে
তোমার সত্তার নিকটেও
অবিশ্বস্ত ক'রে তুলেছে,
আর, ঐ লক্ষণই বলে দেয় যে,
অজ্ঞতার দিগ্বলয় থেকে
শাতনের হাতছানি
তোমারই অজ্ঞাতে
তোমাকেই বিবশ ক'রে
অবলুপ্তির দিকে
আকৃষ্ট ক'রে তুলছে। ৫৮৬৬।
৬।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

সুকেন্দ্রিক, সুক্রিয়
সার্থক সঙ্গতিশীল
ধারণপালনী সম্বেগই হ'চ্ছে—
ঐশ্বর্য্য,
এই সুক্রিয় ধারণপালনী সম্বেগ হ'তে

যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তা'ও কিন্তু তাই। ৫৮৬৭।
৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

তোমার হবেই বা কী ?
পাবেই বা কী ?—
তুমি যদি সুকেন্দ্রিক সুক্রিয় তৎপরতায়
কেন্দ্রানুগ অনুচলনে
আত্মনিয়ন্ত্রণ না ক'রে চল,
তোমার পালয়িতা যিনি,
কেন্দ্র যিনি,
তাঁ'র পরিপোষণ যদি তোমার
মুখ্যই হ'য়ে না উঠে থাকে—
তদনুপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী
কর্ম্মনিষ্পাদনার ভিতর-দিয়ে,
তাঁ'কে যদি পরিচর্য্যী অনুক্রিয়তায়
পরিপালনই না কর,
তোমার সত্তাসম্বেগকে
কৃতিদীপনায় উচ্ছল ক'রে না তোল,
অনুশীলনী কর্ম্মনিরতির ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি যোগ্যতাকে আহরণ না কর,
তোমার অনুচর্য্যা
তোমার পরিবার-পরিবেশকে যদি
স্বস্থ সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায়
বাস্তবভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে না তোলে,
তোমার অভিব্যক্তির অনুক্রিয়তাকে
সুকেন্দ্রিক লোকপ্রীতিব্যঞ্জক
যদি নাই ক'রে তুলতে পার,
তোমার সম্বর্দ্ধনী সম্বেগকে
ফুল্ল-সন্দীপনায়
চলৎশীল ক'রে যদি না রেখে থাক—

স্বস্তি ও উদ্বর্দ্ধনায়
সদাচার-সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে ?—
আবার বলি—
এমনতরই যদি চলতে থাক,
তবে তুমি হবেই বা কী ?
আর পাবেই বা কী ? ৫৮৬৮ ।
৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

অবিশ্বস্ততায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে যতই,—
জীবন ও প্রস্বস্তিকেও
হারাতে হবে ততই,
লোক-অনুকম্পা হ'তেও
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে তেমনি । ৫৮৬৯ ।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৬-৫০

কোন্ অপরাধে কোথায়
কী অনুশাসন প্রয়োগ করতে হয়,
সে-অপরাধের উদ্ভবই বা কী ক'রে হ'লো,
তা' অনুশাসনের বা শাসনদণ্ডের
উপযুক্ত কিনা,—
ইত্যাদি বিবেচনা যা'র না থাকে,
তা'র বিচারকের আসন গ্রহণ করা
একটা লোকবিড়ম্বনা ছাড়া কিছুই না ;
কারণ, আরাধনার আশপাশেই
অপরাধ চলাফেরা করে,
যেমন সৎ-অভিদীপনার পিছনেই
অসৎ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,
আলোর আশেপাশেই যেমন
অন্ধকার অবস্থান করে ;
অপরাধকে ব্যাহত ক'রে
সেখানে আরাধী অনুচর্য্যাকে

এগিয়ে দিতে হয়,
অসৎকে নিরোধ ক'রে যেমন
সতের প্রতিষ্ঠা করতে হয়,
অন্ধকারকে অপসারণ ক'রে যেমন
আলোর বিস্তার করতে হয় ;
এমনতর স্থলে হয়তো
ঐ অপরাধ-নিরাকরণী প্রচেষ্টা
ও বাস্তব অপরাধের অভিব্যক্তি
প্রায়শঃ একরকমই হ'য়ে থাকে,
কিন্তু বিবেচনা না ক'রে
ঐ অপরাধ-নিরাকরণী আচরণকে
অনুশাসনের আওতায় নিয়ে
তা'রই নিরাকরণে
যদি শাস্তিপ্রয়োগ করা হয়,—
তা'তে আরাধনাই ক্লিন্ন হ'য়ে পড়বে,
সে-শাসন সর্ব্বনাশেরই
হোম-আহুতি হ'য়ে উঠবে ;
এই সহজ জ্ঞান যা'র নাই,
লিপিবদ্ধ অনুশাসনের খতিয়ান নিয়েই
যা'র বিচারকের কাজ করতে হয়,—
এমনতর বিচারক লোকনির্য্যাতক ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
অনুকম্পাহীন অনুশাসন-প্রয়োগ
শাতনেরই সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়না,
যা' ব্যষ্টিজীবনের ভিতর-দিয়ে
জাহান্নমেরই রাজপথ সৃষ্টি করে ;
তাই, অনুকম্পায় অনুভব কর,
অভিযুক্ত আশ্বস্ত হো'ক,
অভিযোক্তা অনুকম্পী হ'য়ে উঠুক,
অপরাধ অপরাধ কিনা
বা আরাধনার অন্তরায়-নিরোধী,—

তা'কে নির্দ্ধারণ কর,
বিচারকে ঐ পথেই
নিয়োজিত ও নিষ্পন্ন ক'রে
শাস্তিই হো'ক—
আর স্বস্তিই হো'ক—
তা' প্রয়োগ ক'রে
স্বচ্ছন্দতাকে আবাহন কর,
নয়তো বিচার
বিভ্রাটেরই আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে,
সাবধান! ৫৮৭০।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-৪৫

তুমি লাখ বেদান্তসূত্র
ধর্ম্মসূত্র বা ভক্তিসূত্র পরিবেষণ কর,—
তা'তে দুনিয়ার কিছুই হবে না,
যদি ঐ পরিবেষণ
বেদমানব বা জীয়ন্ত ধর্ম্মপ্রতীক
বা ভক্তিপ্রতীক যিনি
তাঁকে কেন্দ্র ক'রে না হয়,
ঐ জীয়ন্ত জীবনের চরিত্র-বিকিরণাতেই আছে,—
বোধিদৃষ্টিতেই আছে—
বেদ, ধর্ম্ম বা ভক্তিসূত্র,
যে-সূত্র প্রাচীনকে বিনায়িত ক'রে
সার্থক অন্বয়ে সুসম্বদ্ধ ক'রে
পরস্পর পরস্পরের ক্রমান্বয়ী আপূরণে
ঐ চরিত্রে
ঐ মানবে
সুদীপ্ত হ'য়ে
লোকজীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে;
বরং ঐ জীয়ন্ত জীবনকে বাদ দিয়ে
ঐ সূত্রের সরঞ্জামে যতই

লোকজীবনকে
উদ্বেজিত ক'রে তুলবে,—
সঙ্গতিহারা বিচ্ছিন্ন দুঃস্থ-আবেগী হ'য়ে
অনুশীলন ও যোগ্যতাকে পরিহার ক'রে
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতায়
দিশেহারা হ'য়ে উঠবে তা'রা ততই ;
পার তো ভাল কর,
ভাল করতে গিয়ে
মন্দ যত না কর,
ততই ভাল ;
তোমার প্রতিষ্ঠা-প্রলোভনে
ঐ কচকচি নিয়ে
যতই ঘোরাফেরা করবে—
সুনিষ্ট সুকেন্দ্রিক চরিত্রহারা হ'য়ে,
সবাইকে ঐ বিচ্ছিন্ন-চরিত্র ক'রে
তোমার সংঘাত তুমি ততই সৃষ্টি ক'রে চলবে ;
তুমি ঐ কেন্দ্রপুরুষকে
যতই প্রতিষ্ঠা ক'রে চলবে
পূর্ব্বতনের আপূরণী সার্থক বিনায়না নিয়ে,—
তোমার নিজেরও প্রতিষ্ঠা লাভ হবে
তেমনতর ;
মনে রেখো—
পূর্ব্বতনের পারস্পরিক আপূরণী সূত্র—
বর্ত্তমানের বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁকে যদি পরিবেষণ কর,
পূর্ব্বতন আপূরিত হ'য়ে উঠবেন স্বতঃই ;
অন্ধকার আলো সৃষ্টি করতে পারে না,
কিন্তু আলোর প্রকৃতিই
অন্ধকার বিদূরিত করা। ৫৮৭১।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-১০

কৃতজ্ঞতা কৃতিদীপনায়
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে না যেখানে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় না যেখানে—
সক্রিয় হ'য়ে,
সংকীর্ণতাই সে সত্তায় বসবাস ক'রে
প্রবৃত্তিকে শাতনতন্ত্রী ক'রে তোলে। ৫৮৭২।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৩০

তুমি যাঁ'রই অনুগত হবে—
অচ্যুত অনুরতি নিয়ে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মনিয়মনায়,
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে,
তাঁর ধৃতি ও ভাবানুকম্পিতা
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ বোধ-উন্মাদনায়
সেই জ্ঞানবিভূতিকেও
উপভোগ করবে তুমি তেমনি ;
তাই, বেত্তাতে আত্মনিবেদন কর,
তদনুগ তাত্ত্বিক দৃষ্টি
ঐ অনুভূতির তত্ত্বমূর্ত্তিকে
প্রকট ক'রে তুলবে তোমার কাছে। ৫৮৭৩।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৪২

প্রত্যয় আছে,
নিষ্ঠা আছে,
বিশ্বাস আছে,
কিন্তু তদনুগ কৃতিদীপনা নাই,
আবেগ-উদ্যমী উপচয়ী অনুচর্য্যা নাই,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
প্রত্যয় সেখানে মূক,
বিশ্বাস সেখানে বধির,

নিষ্ঠা সেখানে খঞ্জ—
বাস্তবতায়। ৫৮৭৪।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় সম্বেগশালী
যে যত কম,—
সময়নিষ্ঠাও তা'র তত শিথিল। ৫৮৭৫।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-২২

শিষ্যত্ব যা'র যত স্বতঃ
ও সম্বেগশালী,
সক্রিয় অনুচর্য্যাপরায়ণ,—
নিয়ন্ত্রিত ও অনুশাসিতও
সে তেমনতর স্বতঃই,
বিশ্বস্তও হয় সে তেমনতর—
বোধিদীপনা নিয়ে। ৫৮৭৬।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

সুনিষ্ঠ, কৃতী,
নিষ্পাদনপ্রাণ সাধু—
যা'রা যেমন,
বোধিও তা'দের তেমনতর সহজ,
প্রীতিও তেমনি অনুকম্পাপ্রবণ স্বতঃই। ৫৮৭৭।
৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

তোমার প্রবৃত্তিজৃম্ভিত চাহিদা
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে
যোগাবেগকে উস্‌কে তুলে,
বোধিকে বিলসিত ক'রে
কামনার উন্মাদনায়
ইচ্ছাকে যেমনতর সক্রিয়ভাবে

নিয়োজিত ক'রে তোলে,
তুমি করও তাই,
ঐ প্রবৃত্তিচাহিদা-আদিষ্ট তুমি
অমনি ক'রেই
তোমাকে অমনতর ক'রেই তুলে চলেছ,
তাই, চলার ভিতর-দিয়ে
হ'য়েও উঠছ তেমনি,
আর, অমনতর হওয়ায়
যা' পেতে পার,—
পাচ্ছও কিন্তু তা'ই,
এমনি ক'রেই তোমার ইহকাল
পরস্রোতা হ'য়ে চলতেই থাকবে—
জীবনের এপারে ও পরপারে,
আর, অমনি ক'রেই
তোমার সত্তানিহিত ঈশী-সম্বেগও
তাইই মঞ্জুর করবেন ;
যতদিন না তুমি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় সম্বেগ-সম্বুদ্ধ অনুবেদনা নিয়ে
আরতি-উন্মাদনায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে চলছ—
তোমার যা'-কিছু বৃত্তি,
যা'-কিছু চাহিদা,
যা'-কিছু কর্ম্ম দিয়ে
তাঁরই অনুচর্য্যায় আত্মবিনায়িত ক'রে
বোধিকে তদনুগ অন্বয়ে
অন্বিত ক'রে তুলে
সেবানুচর্য্যায় ঐ শ্রেয়-কেন্দ্রকে
উপচয়ী ক'রে তুলে,—
ততদিন ধ'রেই
তোমার জীবনগতি

অমনতরই ক্রমাগতিসম্পন্ন হ'য়ে
নানা রকমারিতে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলে
হ'য়ে উঠবে তেমনতরই ;
এই এমনতর হওয়াই মায়া,
দুরত্যয় এই মায়া হ'তে
তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না,
ঐ প্রবৃত্তি-চাহিদা
যতক্ষণ বা যতদিন না
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুচর্য্যায়
সুনিব্বর্ন্ধ সম্বেগের সহিত
সক্রিয়ভাবে তদর্থে
উপচয়ী বর্দ্ধনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠছে ;
আবার, এই সর্ব্বতঃ সুকেন্দ্রিক
বিবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনই হ'চ্ছে যোগমায়া—
যে পরিমাপনী প্রবৃত্তি তাঁতেই যুক্ত ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
তিনিই পরম দৈবত,
তিনিই হওয়ার অনুস্যূত স্রোত-উৎস ! ৫৮৭৮ ।
৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-২৩

তুমি তোমার ধারণামাফিক,
কিংবা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নন—
এমনতর উপলব্ধিবিহীন তথাকথিত আচার্য্যের
নির্দ্দেশ-অনুক্রমণায়
ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ হ'য়ে চলছ,
আর, মনেও ভাবছ যে তুমি ঈশ্বরপরায়ণ,
কিন্তু যখনই

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তমে
কিংবা মহাপুরুষে
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুচর্য্যায়
তদর্থে আত্মনিয়মন ক'রে
তৎকর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
কৃতি-উৎসারণায়
তাঁকে উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী সেবায়
সুপ্রসন্ন ক'রে তোলবার
চিন্তা এসে পড়লো,
বা কেউ বললো,
তখনই যদি তোমার প্রবৃত্তিনিহিত অহং
হীনদীপনায় বিমুখ ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে,
কিংবা
'ঈশ্বরলাভের জন্য আবার গুরু লাগবে কেন ?
সোজাসুজিই তো তাঁকে ডাকা যায়,
অন্তরে ভক্তি থাকলেই হ'লো'
অথবা
'সব গুরুই তো সদ্‌গুরু'—
ইত্যাদি কথার অবতারণা ক'রে
এড়িয়ে যেতে চায়,
তখনই বুঝো—
তোমার ঐ ঈশ্বর-চাহিদা
বা ঈশ্বর-অনুসেবনী প্রবৃত্তি
একটা ভুয়োবাজি ছাড়া কিছুই নয়কো,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
সুযুক্ত অনুদীপনা নিয়ে
ইচ্ছার উদ্‌গতি-আবেগে
আপূরক কাউকে গ্রহণ করতে চায় না,
তা'র মানে হ'চ্ছে—

তোমার প্রবৃত্তির অনুজ্ঞা
যা' তোমার সত্তাকে উপভোগ ক'রে
ভ্রান্তি-বিঘূর্ণিত ক'রে তুলে,
নানা রকমে বিনায়িত ক'রে চলছে,
তা'র হাত এড়িয়ে
ঐ প্রবৃত্তিকে শ্রেয়-অনুসেবক ক'রে তোলাই
তোমার পক্ষে সর্ব্বনাশ বলেই মনে হয়,
—তোমার শক্তি শ্লথ,
স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ তোমার চলন,
প্রবৃত্তি অনিয়ন্ত্রিত,
বোধি অবিনায়িত, বিকেন্দ্রিক,
শ্রেয়ানুশ্রয়ে পরাঙ্মুখ ;
আর, এই অস্বীকারই বলে দেয়—
তুমি পারবে না,
ভুগবে,
সে-ভোগ আত্মপ্রসাদরিক্ত হ'য়ে
ভালুক নাচাবে তোমাকে,
আর, তুমি তা'তেই মস্‌গুল হ'য়ে আছ,
তাই, লাখ উন্মাদনায় ছুটেও
এক উন্মাদনায়
বহুকে অর্থনায় একাগ্র করা
তোমার ধাতে জুটে আসে নি এখনও ;
তাই বলি !
তুমি পণ্ডিত হ'লেও মূর্খ,
সরল হ'লেও বেকুব,
কৃতী হ'লেও ছন্ন,
ধীমান হ'লেও বধির,
নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে দেখ,
যা' ভাল বোঝ
তাই কর। ৫৮৭৯।
৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৫৬

প্রবণতা যা'র যেমন,
তা'র চলন, আলোচনা
ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে চলতেও থাকে তা'—
তেমনই । ৫৮৮০ ।
৯।৪।১৯৫৪, রাত ১-১৫

আগ্রহ-উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ সক্রিয়তায়
যা' ক'রেই থাক বিহিতভাবে,
তাইই তুমি পার ;
আর, করার বাহানায়
কল্পী ভাবালুতার উদ্দীপনা নিয়ে
নিষ্ক্রিয় আবেগ-উন্মাদনায়
শ্লথ চলনে করতে যাও যা',
তা'কে সম্পন্ন করতেও পার না,
হয়ও না তা',
এক-কথায়, তা' পারার সম্বেগ
তোমাতে সহজভাবে ফুটন্ত হ'য়ে নেই,
তাই, তা' পারও না ;
যারা পারে,—
অমনি ক'রেই পারে,
আর, যা'রা পারে না,—
অমনি ক'রেই তা'রা চলে। ৫৮৮১ ।
৯।৪।১৯৫৪, রাত ১০-১৫

তুমি কী চাও ?
সে-চাহিদা কি সুক্রিয় তৎপরতায়
সম্বেগশালী হ'য়ে
তোমার জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে ?
তুমি কি তোমাকে সুকেন্দ্রিক ব'লে

সক্রিয়ভাবে আত্মপ্রসাদ
অনুভব ক'রে থাক ?
তুমি শ্রেয়কেন্দ্রিক ব'লে
স্মিত-তর্পণায়
অন্তরে কি পরিতৃপ্ত আছ ?
যদি থেকে থাক,—
তোমার শ্রেয় যিনি,
আদর্শ বা ইষ্ট যিনি,
তাঁ'র অনুজ্ঞা বা চাহিদাগুলিকে
ত্বরিত উপচয়ী তৎপরতায়
কেমন ক'রে কতখানি
নিষ্পন্ন করতে পেরেছ
বা পেরে থাক ?
আর, তা' সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্গতিসম্পন্ন
সার্থকতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সর্ব্বগত সার্থক বিনায়নে
শুভ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে কিনা ?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
তোমার চাহিদা-আপূরণের প্রদীপ্তি
তোমাতে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ;
ফল কথা, তোমার স্বকেন্দ্রিক তৎপরতা
যত আবিল,
অর্থাৎ আত্মস্বার্থ-সংক্ষুব্ধ
প্রবৃত্তি-চাহিদা-উদ্‌যাপনের ভিতর-দিয়ে
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞাকে
যতই সুফল ক'রে তুলতে চাচ্ছ,—
ততই কিন্তু তা'
সুসম্পন্ন না হওয়ার দিকেই
নেতিয়ে পড়তে থাকবে,
যা'র ফলে, তোমার প্রত্যাশাও
আপূরিত হবে না,

ঐ আদর্শ-অনুজ্ঞাকেও
নিষ্পন্ন করতে পারবে না,
একটা বিচ্ছিন্ন বিকৃতির
আচ্ছন্নতা নিয়ে
জীবনকে পরিচালিত করতে হবে তোমার ;
তাহ'লে,
তুমি যা' চাও,
তা' লাভ করবার
গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ঐ সুকেন্দ্রিক সুক্রিয় কর্ম্ম-তৎপরতা,
যা' সব দিক বিবেচনা ক'রে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
না হওয়ার কারণগুলিকে
এড়িয়ে বা নিরোধ ক'রে
সুনিষ্পন্নতায়
হওয়াকে আবাহন ক'রে থাকে ;
ঐ শ্রেয়-অনুজ্ঞা
তড়িৎ-দীপনায়
যতই অমনতরভাবে
নিষ্পন্ন করতে পারবে,
আর, তোমার চাহিদা
যতই তাঁতে একান্ত হ'য়ে উঠবে,
আপূরণী তৎপরতায়
তোমার চাওয়াটা
পাওয়াতেও সুগম হ'য়ে উঠবে তেমনি ;
এই হ'চ্ছে
চাহিদাকে সুঠাম নিষ্পন্নতায় পেয়ে
বোধি ও ব্যক্তিত্বের অনুশ্রয়ী সঙ্গমে
অনুশীলনে
যোগ্যতায় সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠার পথ ;
যদি চাও,

এমনতরই ক'রে চল,
তাঁতেই বিভোর হ'য়ে থাক,
পাওয়া তোমাতে বিভোর হ'য়ে
শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ঐশ্বর্য্যের উদ্‌গমে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবে। ৫৮৮২।
৯।৪।১৯৫৪, রাত ১১-২০

তোমাকে যে সহানুভূতির ভঙ্গী নিয়ে
ভাল বলে,
তা'কে তোমার ভালই লাগে,
যে ভাল বলে,
ভাল করে,
তোমার তা'কে আরো ভাল লাগে,
আবার, দরদীর মত অনুচর্য্যাপরায়ণ,
সহানুভূতিসম্পন্ন
বা ইষ্টার্থ-সমন্বয়ী সৌহার্দ্দ্য-আপ্যায়নায়
যে তোমার ভাল করে,
বাক্য, ব্যবহারে ভালবাসে তোমাকে,
সে যদি তোমার মঙ্গলার্থে
ভৎ'সনাও করে,—
তা'কেও তুমি এড়িয়ে থাকতে পার না,
তাকে ভালবাস খুবই ;
যা'র ভালবাসা
তোমার মঙ্গলের জন্য
শাসন, ভৎ'সনা,
এমনকি, দুর্ব্ব্যবহার করতেও ছাড়ে না,
তা'র সেই শাসন, ভৎ'সনা ও দুর্ব্ব্যবহারও
হজম ক'রে
তা'র প্রীতিমুগ্ধ হ'য়ে থাক তুমি ;
তোমার উপচয়ে,
তোমার স্বার্থে

যে স্ফীত হ'য়ে ওঠে,
তোমার স্বার্থের অপচয়ে
নিজের অপচয় ব'লে যে মনে করে,
তা'কে তুমি তোমার আপনজন ব'লে
গ্রহণ না করতে পারলেই
তোমার কষ্ট হয় ;
তাহ'লে ভেবে দেখ—
তোমার দুনিয়ার প্রতি চাহিদা
যদি এমন হয়,
তবে সকলেরই চাহিদাও তাই,
যেমনটি পেলে তুমি সুখী হও—
পরের প্রতি তুমি যদি তেমন না কর,
তা'দের যদি অমনতর না দাও,
তাহ'লে তা'দেরও কিন্তু ভাল লাগে না,
কষ্ট হয়,
তাই, যে কেউই হো'ক না,
তা'র কাছে যদি ভালই চাও,
তা'র ভাল কর,
ভাল বল,
সহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ
আপ্যায়না নিয়ে চল তা'র প্রতি ;
এই হ'চ্ছে প্রকৃতির বৈধী রচনা,
তুমি যেমন করবে,
পাবেও তুমি তেমনি প্রায়শঃ । ৫৮৮৩ ।
১০।৪।১৯৫৪, রাত ১২-২৫

তুমি হাজার ঐশ্বর্য্যে
ঐশ্বর্য্যবান হও,
তা'তে যদি দুনিয়ার কেউ
খুশী না হয়,
শ্রদ্ধা, প্রীতি, ধন্যবাদে

প্রসাদ-দীপ্ত হ'য়ে না ওঠে,—
তুমি ঐ ঐশ্বর্য্যে
খুশী হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তৃপ্তও হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তবেই বুঝে দেখ—
তোমার সমৃদ্ধি যদি কাউকে
সমৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'র সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে,
ঐ সমৃদ্ধি সার্থক হ'য়ে উঠবে তখনই,
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে তখনই,
ঐ স্বতঃস্বেচ্ছ অনুবেদনী অবদান
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে তখনই,
নয়তো, হ'য়েও হবে না,
পেয়েও পাবে না ;
তোমার অর্থ পরার্থে সার্থক হ'য়ে
পরমার্থ লাভ করবে অমনি ক'রেই । ৫৮৮৪ ।
১০।৪।১৯৫৪, রাত ১-৭

## নববর্ষ-স্বস্তিতীর্থ-মহাযজ্ঞ উপলক্ষে
## পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের
## আশীর্ব্বাণী।

আজ নবীন বৎসরের জন্মদিন,
নবীন দীপনা নিয়ে
বর্ষ নবীন রূপে
দুনিয়ার বুকে
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠলো,
জন্ম নিল—
সবিতার ভাস্বর-দীপনায়
আত্মবিকাশ ক'রে ;
প্রভাতের মলয়-হিল্লোল
দীপন-দ্যোতনায়
স্মিত-গৌরব-উজ্জ্বলতা নিয়ে
তমসার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
নবীন-স্পন্দনায়
উচ্ছল উজ্জ্বলায়
আবির্ভূত হ'য়ে উঠলো—
স্বাগতম্ কিরণ-স্পন্দনে
স্বস্তি-অনুকম্পী
যাগ-তীর্থের
দ্যোতন-দোলায়
হেলেদুলে
নর্ত্তন-হিল্লোলে
দেবপ্রভায় উদ্দাম হ'য়ে;
এমনই হয়,
ঐ সবিতা প্রত্যহই প্রভাতে
অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে
আত্মপ্রকাশ করে,

প্রত্যহই করে সে অমনই ;
এমনতর করার বার্দ্ধক্য
ঘটনার বর্ষণ-বেদনা নিয়ে
বিষয় ও বস্তুর
কর্ষণ-সংহতির
মহান তৎপরতায়
বার্দ্ধক্যের জীবনরোলের ভিতর-দিয়ে
নবীনে আবির্ভূত হ'য়ে উঠলো,
—তাই আজ নববর্ষ,
নবীনের উদ্ভব আজ ;
এই নববর্ষের প্রথম পদক্ষেপই
যেন হ'য়ে থাকে
তোমাদের সবারই—
স্বস্তি-তীর্থ মহাযজ্ঞ ;
স্বস্তি-তীর্থ-মহাযজ্ঞ মানেই হ'চ্ছে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
অস্তিত্বের আপূরণী অনুবেদনা নিয়ে
বর্দ্ধন-দীপ্তিতে
যা'-কিছু বাধাবিপত্তিকে এড়িয়ে,
শুভ পদক্ষেপে,
আয়ুষ্কর ভাস্বর দীপনায়
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
প্রতিটি নিজে
সংহতির উদ্দাম আলিঙ্গনে
সুকেন্দ্রিক চলনে
বলে, বর্ণে, বিজয়ে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলার
প্রেরণাকে আঁকড়ে ধ'রে
জীয়ন্ত চলনে চলা ;
তাই চল,
হৃদয়ের যা' কিছু আছে,

অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে
অমৃতের পায়ে অর্ঘ্য দাও—
স্বস্তি-মন্ত্র-পূত ক'রে,
বর্দ্ধনার সামগানে
অমৃতের উৎসারণী অনুবেদনায়
সপারিপার্শ্বিক নিজেকে
পূতপ্রদীপ্ত ক'রে ;
এই অর্ঘ্যের আলম্বনী কেন্দ্রই হ'চ্ছেন—
সেই প্রিয়পরম
প্রেরিত পুরুষোত্তম—
যিনি সবারই
জীবন-তারকা,
জীবন-প্রেরণা ;
তাঁকে আঁকড়ে ধর—
হৃদয়ের অন্তস্তলে
নিবিড় আলিঙ্গনে,
যোগাবেগের জীবনবন্ধনকে সুদৃঢ় ক'রে,
তদনুশ্রয়ী নিয়মন-তৎপরতায়,
অনুগ পদক্ষেপে,
অনুগতি ও অনুরতির
যাগ-জৃম্ভণী অনুচলনে,
বোধি ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
চল,
ওরে চল,
এই চলনে চল—
শ্রেয়-অনুচর্য্যী উন্মাদনার
আবেগ-উৎকণ্ঠ
বিশাল প্রদীপ্তি নিয়ে,
অনুশীলন-তৎপরতায়
বর্দ্ধনার যোগ্যতাকে
আহরণ করতে করতে ;

এতটুকুও কসুর ক'রো না এতে,
মনে রেখো—
বাঁচতেই হবে তোমাকে,
বাঁচিয়ে রাখতেই হবে সবাইকে,
আর, এই বাঁচাবাড়ার ভিতর-দিয়েই
নবীন জন্মের আরাধনা করতে হবে,—
যা'তে তোমাদের জাতক
ঐ নবীন দীপনায়
সম্বুদ্ধ সন্দীপ্তির
ঋক্-প্রসূ জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে জন্মে—
ঐ তোমাদেরই অঙ্কে ;
আর, তা'রাও যেন
ধারণে, পালনে
ঐশী-যোগ্যতা আহরণ ক'রে
অঢেল প্লাবনে
বর্ষণ করে—
ঐ অমৃতময়ী জীবনবর্দ্ধনী
অনুশীলন-তৎপর যাগমন্ত্র,—
যা' প্রত্যেককে যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তোলে ;
তাই, ওঠ,
জাগ,
বরেণ্যদের প্রতি
জীবন-অঞ্জলি নিয়ে,
করণ-সূত্রে
তাঁদের বহুদর্শিতার শ্রুতিমালায়
নিজেকে বিভূষিত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক প্রিয়পরমে
উৎসর্গ ক'রে নিজেকে,—
অভিনিবেশ-নন্দনায়
নন্দিত ক'রে
প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে

প্রতিপ্রত্যেককে ;
শোন,
কান পেতে শোন—
প্রতিটি ছন্দের প্রতিটি স্পন্দন
কি চঞ্চল রণনে
ছুটে চলেছে—
মহাস্রোতা উৎসারণ-আবেগে !
ঐ চঞ্চলের প্রতিটি তরঙ্গকে
প্রতিটি বীচিকে
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত ক'রে
ধীকে বিশাল ক'রে তোল,
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
ভূমা ক'রে তোল ;
তোমাদের মন্ত্র হো'ক স্বস্তি,
তন্ত্র হো'ক বর্দ্ধনা,
চলন হো'ক একায়নী,
আর, অনুশীলনই হ'য়ে উঠুক
ইষ্টায়নী বিবর্ত্তনা—
বন্দনার বৈশালী বিনায়নে
বিবৃদ্ধির সাম-সঙ্গীতে ;
চল,
আরো চল,
আরো এগিয়ে চল—
উত্তাল অনুদীপনায়,
সুকেন্দ্রিক, তৎপর
সুক্রিয় অনুবেদনা নিয়ে,
অসৎ-নিরোধী অনুবেদনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
বর্দ্ধনদীপনায় নিয়ন্ত্রিত করতে করতে,—
পরিস্থিতি, পরিবেশের

যা'-কিছু সবাইকে অমনই ক'রে,
নিজে অমনই হ'য়ে ;
আর, এই জীয়ন্ত চলন
তোমাদিগকে চিরায়ু ক'রে রাখুক,
তোমাদের জাতক,
আত্মীয়-পরিবার,
সব যা'-কিছু নিয়ে
চিরায়ু হ'য়ে থাক—
সংহতি ও স্বস্তির
সার্থক সুসঙ্গত
পারস্পরিক প্রীতি-আলিঙ্গনে
প্রবুদ্ধ ক'রে সবাইকে,
প্রতিপ্রত্যেককে,
পরস্পরের অনুচর্য্যী অনুচারী ক'রে সবাইকে,
প্রতিপ্রত্যেককে ;
তোমাদের পরিবার,
তোমাদের সমাজ,
তোমাদের রাষ্ট্র
ঐ তালেই তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলুক—
বৰ্দ্ধনার শরদ-সঙ্গীতে ;
যিনি আমার একান্ত,
যিনি আমার প্রিয়পরম,
যিনি আমার পরমপিতা পরমেশ্বর,
তাঁ'র চরণে একান্ত প্রার্থনা—
তোমরা সুখে থাক,
স্বস্তির অধিকারী হও,
নিৰ্ব্ব্যাধি হও,
চিরায়ু হ'য়ে বেঁচে থাক—
তোমাদের যা'-কিছু সব নিয়ে ;
অনুশাসন-অনুসরণ
তোমাদিগকে স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলুক,

সম্বর্দ্ধনার অধিকারী ক'রে তুলুক,
সমীচীন অনুচলন
তোমাদিগকে সাধু ক'রে তুলুক—
সুনিষ্পাদনী অভিসার-অনুদীপনায় ;
আর, স্বস্তি, শান্তি ও স্বধা
তোমাদের সত্তায় অন্বিত হ'য়ে
প্রিয়পরমে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
পুরুষোত্তম-পরিবেদনায় ;
বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আবার বল—'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
আকণ্ঠ ঘোষণায় বল—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্' । ৫৮৮৫ ।
১০।৭।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

ইষ্টীতপা আচার্য্য-নিদেশ
অপরিপালিত হ'য়ে চলে—
যেখানে যেমন,
ভবিষ্যৎও এগোতে থাকে সেখানে তেমনি—
দুরত্যয় দুর্ব্বিপাক সমভিব্যাহারে । ৫৮৮৬ ।
১০।৪।১৯৫৪, বেলা ১১টা

প্রিয়-প্রীতিকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের সুখ-প্রত্যাশায়
বা ভাল লাগার প্রলোভনে,
তুমি যা'কেই অনুচর্য্যা করতে
যাও না কেন,
তা'ও কিন্তু একদিন
দুঃখদই হ'য়ে উঠবে । ৫৮৮৭ ।
১০।৪।১৯৫৪, বেলা ১১-৫৫

সুকেন্দ্রিক অন্বয়ী তৎপরতায়
অন্তরের প্রীতি-উৎসারণী অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
যে চিদায়িত বাস্তব মূর্ত্তির
অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে,
যা'কে ঐ চিদায়িত অনুবেদনা নিয়ে
স্পর্শ করতে পার,
বাক্যালাপ করতে পার যা'র সঙ্গে,
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিক্ষেপ দিয়ে
উপভোগ করতে পার যা'কে,
তা' তোমার চেতন-দীপনী
চিদায়িত জগতেরই অনুব্যঞ্জনা ;
যা' দিয়ে বোঝা যায়
তোমার চেতনস্রোতা জীবনধারা
চিৎ-বাস্তবতার অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমার চেতন-জীবনে
তদনুগ পারিবেশিক বাস্তবতার
সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্ত অনুক্রমে
তোমার ইন্দ্রিয়গোচর হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, এটা তোমার চেতনদ্যোতনী
চিন্ময় জগতেই সংঘটিত হ'য়ে থাকে কিন্তু ;
যদিও তোমার বোধি
চিতি-অভিব্যক্তির চেতনা-স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে,
তখনও তা' সর্ব্বসঙ্গতি-অনুক্রমে
তত্ত্বায়িত হ'য়ে ওঠে নাই কিন্তু—
তাহাত্বেরই সার্থক সুষ্ঠু সঙ্গতি-সম্পন্ন
উপলব্ধি নিয়ে ;
প্রীতি-উচ্ছল সুক্রিয় সুকেন্দ্রিক
তৎপরতা নিয়ে চলতে থাক—
অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
আরোর অভিযানে,

তত্ত্বধী তোমাতে ধীর অনুবেদনায়
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
চিদ্-অণুর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী
রকমারি পরিক্রমা ও পরিণয়নের
বিহিত অনুধাবনে। ৫৮৮৮।
১০।৪।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪৫

অন্তঃকরণ যা'র স্বার্থসন্ধিৎসু,
প্রত্যাশা-আবিল,
ইষ্টার্থী অনুচর্য্যা তা'র
শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তা'তে কৃতার্থও
হ'য়ে উঠতে পারে না সে,
আর, ইষ্টার্থ-অনুসেবনী সম্বেগ
উদগ্র যা'র যেমন—
সক্রিয় তৎপরতায়,
তা'র প্রকৃতি
কৃতিসম্বেগের আত্মপ্রসাদে
কৃতিত্বেরও অধিকারী হ'য়ে ওঠে তেমনই। ৫৮৮৯।
১০।৪।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

অসৎ অর্থাৎ সত্তাকে যা' ব্যাহত করে,
তা' যেখানে তোমার অনুভবযোগ্য নয়,
অর্থাৎ তুমি যখন সৎ-অসতের বাইরে,
হতাহতের প্রশ্নও সেখানে তোমার
অনুভবের বাইরে। ৫৮৯০।
১০।৪।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

এগিয়ে চল—
অনুশীলন-সন্ধিৎসা, উদ্যম

ও উপযুক্ততায়
নাছোড়বান্দা থেকে। ৫৮৯১।
১১।৪।১৯৫৪, সকাল ১০টা

অনুশাসন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে উপযুক্ত ক'রে তোল,
আশীর্ব্বাদের অধিকারী হবে। ৫৮৯২।
১১।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

যেই অনুশাসন মেনে চলে,
সেই আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয়। ৫৮৯৩।
১১।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

সুকেন্দ্রিক আদর্শ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
সক্রিয় তৎপরতায়,
তদনুশীলনী আবেগ-উচ্ছল অনুচলনে
নিজেকে তৎপর ক'রে তুলতে পারবে যতই—
তদ্-আপূরণী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
আত্মপ্রসাদ নিয়ে,
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে,—
ঐ বাস্তব চলনাই
তোমার চরিত্রকে
তদ্-দীপনায় প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে ততই—
বোধি ও ব্যক্তিত্বের
সমন্বয়ী সার্থকতায় ;
এই হ'লো চরিত্রচর্য্যার তুক্। ৫৮৯৪।
১১।৪।১৯৫৪, রাত ৯টা

যিনি তোমার শ্রেয়,
যাঁকে তোমার জীবন-প্রদীপ ব'লে
গ্রহণ করেছ,

তোমার চাহিদা বা প্রবৃত্তি
যা'-কিছু থাক্ না কেন,
সবগুলিকে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত তৎপরতায়
সার্থক সমাধানে
তদনুচর্য্যায় নিয়োজিত ক'রে
সার্থক হও ;
তোমার মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদা
ও স্বার্থ-গৌরব-আকাঙ্ক্ষা,
যাই কিছু বল না কেন,
সেগুলির পরম সার্থকতাই
যেন হ'য়ে ওঠে তাঁতে ;
তাঁর আদেশ, নিদেশ, উদ্দেশ্য,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার সংরক্ষণী
সব যা'-কিছু নিয়েই
তুমি ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠ,
আর, তা'কে সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতায়
সমাধান ক'রে তোল ;
ঐই তোমার জীবনের
তপশ্চর্য্যা হ'য়ে উঠুক,
সেই বৈষ্ণবকবির ধারায়
আমিও বলছি—
মনে ভাব,
করও তেমনি—
'তোমারই গরবে
গৌরব মোর
সুন্দর তব রূপে,
তোমারই স্বার্থ
আমারই অর্থ
নন্দিত যশোধূপে'। ৫৮৯৫।
১১।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

সুকেন্দ্রিক, সুক্রিয়, দায়িত্বকুশল
সমন্বয়ী তৎপরতায়
ধারণপালনী সম্বেগের সহিত
সুব্যবস্থ বিনায়নে
যোগ্যতার অনুশীলনী অনুদীপনা নিয়ে
মানুষের পোষণ-পূরণী যে যেমন,
কর্ত্তৃত্বও স্বতঃ-উৎসারণায়
ন্যস্ত হ'য়ে ওঠে তা'র উপরে তেমনই ;
দাম্ভিকতার অনুচর্য্যা নিয়ে
কর্ত্তৃত্বের দাবী করলেই
তা' যে হ'য়ে ওঠে তা' নয়কো,
তা' যে পাওয়া যায় তা' নয়কো,
আর, পেলেও তা' টেঁকাই কঠিন। ৫৮৯৬।
১২।৪।১৯৫৪, সকাল ৬-৪

করা না-করার উপর
যেমন পাওয়া বা না-পাওয়া নির্ভর করে,
না-করা থাকলে
পেলেও তা' যেমন জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
তেমনি বস্তুকেও যদি
অধি-আত্মিক শীলন-সৌষ্ঠবে
বিনায়িত ক'রে,
তা'কে উৎসে সার্থক ক'রে
তোলা না যায়,—
তবে বস্তুর উপর অধিকার লাভ হ'লেও
তা' জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
এবং ঐ অধিকারের উপর
আমাদের কোন আধিপত্য থাকে না,
আর, তা'কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রে
যোগবিনায়নায় বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ ক'রে
বিবৃদ্ধও হ'য়ে উঠতে পারি না,

কারণ, বাস্তবতা জীয়ন্তই হয় আত্মিকতা দিয়ে,
বস্তু ঐ আত্মিক অনুনয়নেরই পরিণতি,
তাই, আত্মিকতা বাদ দিয়ে
বাস্তবতার কোন দামই থাকে না,
বস্তুর বিশেষত্বই দাঁড়িয়ে আছে—
তা'র অন্তর্নিহিত ধৃতিযোগন-বিবর্ত্তনার উপর,
যা' তা'কে বিশেষে
রূপায়িত ক'রে তুলেছে,
আর, ঐ ধৃতিযোগী চলনই হ'চ্ছে
তা'র আত্মিকতা ;
আবার, আদর্শকে বাদ দিয়ে
আমরা যখন বিষয় বা বস্তুকে
বিনায়িত করতে চাই—
আদর্শ-অন্বিত না ক'রে
সার্থক নিয়ন্ত্রণে,—
আমাদের সৃষ্টিও তখন হয় অনাসৃষ্টি,
কারণ, মূর্ত্ত আদর্শই হলেন আত্মিকতার উৎস। ৫৮৯৭।
১২।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-২০

আচার্য্য-নিদেশ
যা'দের কাছে মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি সর্ব্ব-সম্বেগে,
সুদক্ষ অনুশীলনী তৎপরতায়
যা'রা তা'কে যথাসময়ে
নিষ্পন্ন বা নির্ব্বাহ করতে পারে না—
তাচ্ছীল্যের উচ্ছল ব্যভিচারে,
যোগ্যতা তা'দিগকে কি ক'রে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলবে ?
ব্যর্থ বিবিদিষা ক্লীত-লাঞ্ছনায়
তা'দের ব্যক্তিত্বকে যে বিভবহারা ক'রে তুলবে
তা'তে আর সন্দেহ কী ?
তাই, আচার্য্য-নিদেশ পরিপালনে

স্থবির হ'য়ে থেকো না,
তৎপর হও,
তাচ্ছীল্য ক'রো না কিছুতেই,
ঐ সম্বর্দ্ধনায় পদক্ষেপ ক'রে চলতে থাক,
দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত হ'য়ে চলতে হবে না। ৫৮৯৮।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

যা'দের কর্ম্মানুশীলন
সুব্যবস্থ কৃতী সম্বেগে চলে না,
তৎসঞ্জাত ক্লেশ
যা'দের কাছে সুখের ব'লে মনে হয় না প্রায়শঃ,
যোগ্যতাও তা'দিগকে সম্বর্দ্ধনায়
অভিনন্দিত ক'রে তোলে না,
তাই, দুঃখও তা'দের দুর্ব্বার হ'য়েই
চলতে থাকে,
পরমুখাপেক্ষী তা'দের হ'তেই হয়,
মানুষের আন্তরিক সম্ভ্রম হ'তে
বঞ্চিতই হ'তে দেখতে পাওয়া যায় তাদের,
তাই, শত চেষ্টায়ও দুঃখ ও দরিদ্রতার হাত হ'তে
তা'দিগকে রেহাই দেওয়া
অন্যের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে কমই। ৫৮৯৯।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৪৯

যা'তে যা'র যোগ্যতা নাই—
করণ-কৌশলও নাই তা'তে তা'র,
দক্ষ নয় সে তা'তে,
আর, যোগ্যতা যা'র সঙ্গতিহারা,
সর্ব্বতোমুখীন সার্থকতায় সুদীপ্ত নয়,
প্রকৃষ্ট নয়,
সেই যোগ্যতাও কিন্তু
অন্ধ ও খঞ্জের মতনই

নিষ্পন্নতা ও সমাধানে
সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতায়
সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না ;
তাই, যা' করবে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বতোভাবে সুনিষ্পন্ন ক'রে চ'লো,
পূর্ণতার আশিস্-অনুশাসনে
পূর্ণত্বেই প্রবাহিত হ'য়ে চলতে থাকবে। ৫৯০০।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ৯-১৫

সুকেন্দ্রিক, সুক্রিয়, সম্বেগশালী
সেবামুখর অব্যভিচারী একভক্তিপরায়ণ জীবন
লাস্য-নন্দনায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত ক'রে
ঈশ্বর-অনুবেদ্য আত্মনিবেদনে
মানুষকে অপূর্ণের ভিতরেও
পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলতে পারে ;
ভক্তির সিংহাসনে ঈশ্বর আসীন থাকেন,
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই আধিপত্য। ৫৯০১।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

যা'রা বাস্তবতাকে পরিহার ক'রে
অব্যক্ত-অন্বেষী হ'য়ে থাকে,
আবার, যা'দের বাস্তবতা
অব্যক্তে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
যা'দের আত্মিক শক্তি
বাস্তবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নি,
আবার, যা'দের মূর্ত্তি
আত্মিক বিনায়নে

জীবনে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
নির্ব্বিশেষ সবিশেষে সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে নি যা'দের,
আবার, বিশেষও যা'দের
বৈশিষ্ট্য-বিনায়নে
নির্ব্বিশেষে অর্থসঙ্গীত নিয়ে
নিরন্তর হ'য়ে ওঠে নি,
তা'রা না ভক্ত, না জ্ঞানী, না বিজ্ঞানী। ৫৯০২।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

যা'রা যত অপকৃষ্ট,
বিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন, বিকৃত-সম্বেগী,—
দাম্ভিক হীনম্মন্যতাও
তা'দের তেমনি। ৫৯০৩।
১২।৪।১৯৫৪, রাত ১০টা

যে ঐশী নিদেশ বা প্রেরণা
ধারণপালনী অনুকম্পায়
শীলন-বিন্যাসে
সত্তায় সংস্থিত হ'য়ে
যে-রূপে সংগঠিত হ'য়ে উঠেছে—
জীবন-চলনার উপযোগী হ'য়ে,
যে বিনায়ন-ব্যবস্থায়
পালন-পোষণ-পরিপূরণায়
প্রয়োজনমাফিক তা'কে যেখানে যেমনতর ক'রে
সত্তাসঙ্গত ও সত্তাসন্দীপী ক'রে তুলেছ,
তা'র ব্যবচ্ছেদ, ব্যভিচার বা বিকার
সংঘটিত যতই করবে,
তা'তে তোমার সত্তাও
তদ্-অনুপাতিক প্রাণন-প্রসাদ হ'তে
বঞ্চিত হ'য়ে উঠবে,
তাই, তা'কে পরিরক্ষণী,

পরিপোষণী,
পরিপূরণী অনুচর্য্যা নিয়ে
আত্মবিনায়নী অনুচর্য্যায়
বিহিতভাবে বিধায়িত ক'রে রাখ—
চিৎ-চেতনার প্রাণন-প্রদীপনায়,
স্বস্তি, স্বধা ও শান্তির
অন্বিত সুক্রিয়ায়,
সুসন্ধিৎসু অসৎ-নিরোধী তাৎপর্য্যে ;
তা'তে তুমি জীবন-বর্দ্ধনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
অন্বয়ী তর্পণা নিয়ে ;
ঈশ্বরই পরম দৈবত,
ঈশ্বরই ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ঈশ্বরই দৃপ্ত প্রাণন-প্রদীপনা । ৫৯০৪ ।
১৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৬-২০

বস্তু ও তা'র অন্তর্নিহিত আত্মিকতার
সার্থক সুক্রিয় সঙ্গতিসম্পন্ন
যে-অনুবেদনা,—
তা'ই হ'চ্ছে মানুষের পরম বিভব,
ঐ জ্ঞানই জ্ঞান,
কারণ, বস্তুসত্তা ও তা'র আত্মিকতা
অবিভাজ্য,
এবং এর একটাকে বাদ দিয়ে
অন্যটার অস্তিত্ব অচিন্তনীয় । ৫৯০৫ ।
১৩।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-৩০

ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত যিনি,
যিনি প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
ঈশ্বরের জীয়ন্ত আশিস্-বিগ্রহ যিনি,

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ স্বতঃই,
কিংবা তদ্-অনুরাগ-নিষ্যন্দী
আত্মবিনায়নী অনুশীলনায়
নিজেকে যোগ্য ক'রে তুলেছেন—
এমনতর আচার্য্য যিনি,
তাঁতে ভজনানন্দ-অনুবেদনা নিয়ে
ভাব-নিবন্ধ হ'য়ে ওঠ ;
আর, অমনতর চলনচর্য্যার অনুশীলনে
নিজেকে বিনায়িত করতে থাক—
ঐ সুকেন্দ্রিক ভাব-অনুবদ্ধ অনুকম্পিতা নিয়ে,
লোক-অনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ—
ঐ পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে,
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে ;
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে প্রতিপ্রত্যেকেরই
অস্তিবৃদ্ধির অনুপ্রেরণ-কেন্দ্র হ'য়ে চলতে থাক—
যত পার—বাস্তব কর্ম্মে,—

তোমার অভাব
ভাবে ভরপুর হ'য়ে
বিভবে বিপুল হ'য়ে উঠবে ;
দুঃখ-দুর্দ্দশার চিন্তায়
নিজেকে যতই জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে,—
দুঃখ-ধুক্ষাই তোমাকে পেয়ে বসবে,
আর, ঐ অভিভূতি
সংকীর্ণ-স্বার্থী ক'রে
অভাব-অনুধ্যায়ী ক'রে তুলবে তোমাকে ;
তাঁ'র ঐ অনুপ্রেরণী একটি নিদেশও
যদি জীবনে প্রতিফলিত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে,—
পরমার্থ
প্রাণন-অভিসারে
তোমাকে আলিঙ্গন করবে ;

ঈশ্বরই পরম দৈবত,
ঈশ্বরই পরমার্থ,
ঈশ্বরই ভাববিভব। ৫৯০৬।
১৩।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

স্ব-এর ছন্দায়িত
ধৃতিপোষণী অনুচলনই হ'চ্ছে—
স্বাধীনতা,
অর্থাৎ যে-আচরণে
স্ব
ধারণ-পালনী চলনে
অবাধ হ'য়ে চলতে পারে,
তা'ই স্বাধীনতা। ৫৯০৭।
১৩।৪।১৯৫৪, রাত ১১-২০

ইষ্টার্থ-অনুপোষণী
সুক্রিয় সর্ব্বতঃ-শুভদ নিষ্পন্নতাই
পুণ্য,
বিচ্ছিন্ন, অপকর্ম্মা, অশুভদ যা',—
তাই পাপ। ৫৯০৮।
১৪।৪।১৯৫৪, সকাল ৫-৩৪

অন্তরের কামনা যদি
পূর্ণ করতে চাও,
সমীচীন সুব্যবস্থ নিখুঁত করণে
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে চল,
এই হ'চ্ছে কামনার আপূরণী পন্থা। ৫৯০৯।
১৪।৪।১৯৫৪, সকাল ৯টা

তোমার আগ্রহ-সম্বেগ
কতটা সুকেন্দ্রিক ও তেজালো,

তা' বুঝতে পারবে—
কতখানি বাধায়
তা' ব্যাহত হয় বা না হয়
তা'ই দিয়ে,
আর, এর শ্লথতা বা তীব্রতার উপর
নির্ভর করছে—
তোমার সুক্রিয় সম্বর্দ্ধনা
বা তা'র অপলাপ ;
তোমার ঐ আগ্রহ-সম্বেগ
তেজালোই যদি থাকে,
নিপুণ ক'রে তোল তা'কে,
আর, যদি কম থাকে,
তবে তা'কে বাড়িয়ে তোল—
সুকেন্দ্রিক নিয়মন-অনুশীলনায়,—
সার্থক হবে। ৫৯১০।
১৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

সম্বেগ যা'দের শ্লথ,
অথচ যা'রা সুকেন্দ্রিকতার
বাহানা নিয়ে চলে—
কল্পনাবিলাসী তৎপরতায়,
কৃতিদীপনা যা'দের দোদুল্যমান—
অথচ কৃতার্থতার অভিশাপ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
মূঢ় দম্ভের এতফাঁক নিয়ে চলতে থাকে,
নিবিষ্টতাহারা নিবেশ-আবেশও তা'দেরও
মূঢ়তাশ্রয়ী হ'য়ে
লম্পট কাপট্যে
তা'দিগকে ব্যভিচার-ধুক্ষিতই ক'রে থাকে,
ফলে, ব্যর্থই হ'য়ে থাকে তা'রা। ৫৯১১।
১৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১১টা

নির্জ্জনতপাই হও,
আর, জনসমাগম নিয়েই বসবাস কর,
সুকেন্দ্রিক আরতিনিষ্ঠ
অচ্যুত শ্রেয়চর্য্যী অনুবেদনায়
অনুধ্যায়িনী আবেগে
কৃতি-উদ্যমে
আত্মনিয়মনী বিনায়নে
যদি আরতি-অনুসেবনী না হ'য়ে ওঠ,
তোমার বিক্ষুব্ধ সাধনা
অভিদীপনী অব্যর্থতাকে এড়িয়ে
ছন্ন অসিদ্ধিকেই
আহরণ ক'রে চলবে,
তুমি সিদ্ধার্থ হ'য়ে উঠতে পারবে না । ৫৯১২ ।
১৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১২-১০

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমে
অনুগতিসম্পন্ন না হ'য়ে
ঈশ্বর-অনুসরণ ক'রে থাকে,
তা'রা ঈশ্বরকে তো ভালবাসেই না,
তাছাড়া, পুরুষোত্তমে সুকেন্দ্রিক না হওয়ায়
তা'দের পুরশ্চরণও ব্যর্থ হয়,
অভিশপ্ত কাপট্য তা'দের সাথীয়া হ'য়ে
তা'দিগকে শাতন-সৌধের দিকেই
পরিচালিত ক'রে থাকে । ৫৯১৩ ।
১৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১২-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি,
তাঁ'র প্রতি আরতি-নিবদ্ধ অনুরাগ
যা'দের অনুগতিকে অবাধ ক'রে তুলেছে,

আর, তদনুগ কৃতিদীপনার
অনুগতি-অনুসরণে
বিনায়িত হ'য়ে
উচ্ছল তপনায়
যা'রা সলীলস্রোতা,

ঈশ্বর ব'লে
তা'রা কিছু বুঝুক বা না-বুঝুক,
ঐ সুকেন্দ্রিক আরতি-রাগলাস্য-অনুরঞ্জিত
ভজন-দীপনায়

তা'রা যা'-কিছুকে
সুসঙ্গত সার্থকতায়
সুদীপ্ত প্রতিভায়
ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত ক'রে
বোধিসত্তায়
প্রসাদনন্দিত অনুবেদনায়
স্বতঃ-সাধিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে। ৫৯১৪।
১৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১২-২৫

যে বৃত্তির প্রভাবে
যে অবমর্ষিত হ'য়ে থাকে,
তা'র বিরুদ্ধ সংঘাত
তা'র সম্মুখে উপস্থিত হ'লেই
সে ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে তা'তে—
নিজের অস্তিবৃদ্ধির আকূতিকে
মূহ্যমান ক'রেও,

এমন-কি, তা'র জন্য
শ্রেয় ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না,
তাই, ধুক্ষাদীর্ণ জীবন তা'দের
কণ্টকাকীর্ণই হ'য়ে থাকে;

তাই, সবার পক্ষে শ্রেয় যা',
নিজের পক্ষে শ্রেয় যা',

অর্থাৎ অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষণী যা',
তা'কে গ্রহণ ক'রো—
তা'—
প্রিয়তর অন্যকে
অর্থাৎ অস্তি-বৃদ্ধির অনুপোষণায় সংঘাত হানে
—এমন কিছুকে অবজ্ঞা ক'রেও। ৫৯১৫।
১৪।৪।১৯৫৪, বিকাল ৪টা

যা'রা প্রত্যাশা-আবিল হীনম্মন্যতার
প্রভাব-পরিক্রমায়
নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে রাখে,
তা'দের চলনরীতিই হ'চ্ছে—
এক-আদর্শ-নিরতির বাহানা নিয়েও
ভিন্ন-ভিন্ন প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের সঙ্কীর্ণতাকে বজায় রাখা ;
তাই, প্রসাদ-নন্দনায়
আত্মবিস্তার করতে পারে না তা'রা,
তা'দের বোধপ্রকৃতিকে যতই উস্‌ক টেনে
বিস্তার-বেদনায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল না কেন,
তাদের ঐ হীনম্মন্য প্রবণতাই
তা'দিগকে সংক্ষুব্ধ ক'রে
সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
এতে ব্যক্তিত্ব প্রসার লাভ করে না,
বোধিও বিনায়ন-বিস্তারে
বিভবমণ্ডিত হয় না—
অর্থান্বিত সঙ্গীত-সহকারে ;
এর নিরাকরণী পন্থাই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী যা'-কিছু,
ইষ্টার্থ-অনুপ্রিয় যা'-কিছু,
তা'র উদ্‌যাপনে

বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক সুবিন্যাসী বিহিত ব্যবস্থায়
নিষ্পন্নতার কৃতি-সম্বুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে
অন্বয়ী তৎপরতায়
প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহযোগী ক'রে তোলা—
নিজে সুক্রিয় তৎপরতায়
সার্থকতার উদাহরণ সৃষ্টি ক'রে ;
নয়তো, তুমি যে তিমিরে,
সেই তিমিরে,
অন্ধকারের অন্ধ অনুবেদনায়
হীনম্মন্যতার পূজারী হ'য়ে থাকার
প্রলোভন এড়িয়ে
কিছুতেই প্রসাদ-তর্পিত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
ঈশ্বরই পরম প্রসাদ,
ঈশ্বরই নন্দনার নিঃশ্রেয়-উৎস,
তিনিই যোগন-দীপনা,
কল্যাণস্রোতা তিনিই। ৫৯১৬।
১৪।৪।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩০

শিক্ষা তোমার যা'ই হো'ক না কেন,
অল্পই হো'ক্
আর বহুই হো'ক্,
তা' যদি অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির সার্থকতায়
পোষণদীপনী সুপরিক্রমায়
অর্থান্বিত হ'য়ে না উঠলো—
শ্রেয়-অনুদীপনী বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
তা' কিন্তু অন্ধ ও বধির,
সে শিক্ষা তোমার জীবনে
মূঢ়ত্বের তমোবিঘোষণী পতাকা। ৫৯১৭।
১৫।৪।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪০

ভাব যা'র যত পাকা,
অভাব তা'র তত ফাঁকা। ৫৯১৮।
১৫।৪।১৯৫৪, রাত ৭টা

সুকেন্দ্রিক হও,
স্বস্তিপ্রসু অনুচর্য্যা নিয়ে চল,
কাউকে অশান্ত ক'রে তুলো না,
ধুক্ষাপীড়িত করতে যেও না,
আর এই হ'চ্ছে—
স্বস্তি বা শান্তির সুগম পন্থা। ৫৯১৯।
১৬।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫৫

আগে নিজে ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অনুচলনে
আত্মবিনায়ন কর—
অচ্যুত, অক্লান্ত ক্রমাগতি নিয়ে,
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে,
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
কর্ম্মদীপনী অনুচলনে,
সমীচীন সুব্যবস্থ অনুনয়নী তৎপরতায়,
সার্থক সন্দীপনী স্ফুরণ-দীপনায়;
আর, এই হ'চ্ছে আসল মরকোচ
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার নিজের পরিবার-পরিবেশকে
সুশৃঙ্খল তৎপরতায়
সার্থক অনুবেদনা নিয়ে
আপ্যায়নী উৎসারণায়
পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্বন্ধে
স্বতঃই সম্বন্ধান্বিত ক'রে তুলতে পারবে;
তুমি নিজে বিশৃঙ্খল,
আর সবাইকে সুশৃঙ্খল হবার দাবী করছ,
তা'ও কি হয়?

তুমি যা' চাচ্ছ,
তোমার চরিত্রই তা' ভেঙ্গে দিচ্ছে,
ঐ বিশৃঙ্খলাই সংক্রামিত হ'য়ে উঠছে সবাতে,
তাই, অমনতর চলনে চললে
ব্যর্থ-মনোরথই হ'তে হবে তোমাকে ;
তুমি তোমার পরিবার-পরিবেশের কাছে
যেমন চাও,
তোমার মন-মতন
তা'রা যতটুকু হো'ক বা না হো'ক আপাততঃ,
তুমি স্বতঃ-শীলন-তৎপরতায়
তেমনতর হ'য়ে ওঠ তা'দের প্রতি ;
ধৃতিমুখর কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
যখন হ'য়ে উঠবে অমনতর বাস্তবে—
সুকেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে,—
পাওয়াও এগিয়ে আসবে তেমনতর
তোমার দিকে—
ক্রম-অগ্রগতিতে,
নয়তো, হয়রানি ছাড়া
আর কিছুই হবে না,
এই হ'চ্ছে আসল কথা ;
বোঝ, ভাব,
যেমন চাও, তা'ই কর। ৫৯২০।
১৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৫

যেখানেই যাও না কেন,
প্রথমেই তোমার চোখ দিয়ে দেখে নাও,
কান দিয়ে শুনে নাও,
নাক দিয়ে আঘ্রাণ নাও,
বিহিত যা' মুখ দিয়ে বল,
এমনি ক'রেই তোমার চারদিকটা

বোধে এনে ফেল,
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অর্থনা নিয়ে
তা'কে বিনায়িত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে, উপযুক্ত অনুচর্য্যায়,
হৃদ্য উৎসারণা নিয়ে,
যখন যে-পরিবেশের মধ্যে থাক
তা'দিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল
অমনিভাবে ;
খামখেয়ালী করতে যেও না,
পরিস্থিতিতে যা' আছে
পরিস্থিতির রকমমাফিক
সেগুলিরও বিহিত বিন্যাস ক'রে ফেল—
সত্তাপোষণী শোভন-দীপনায়,
দেখবে—
এই বিন্যাস-বিনায়নায়
সবাই তোমার সত্তা-সহযোগী হ'য়ে উঠবে ;
তোমার অনুপ্রেরণা
তা'দিগকে যত
বেদন-তৎপর ক'রে তোলে—
ফুল্ল স্ফুরণে,
সাংঘাতকে এড়িয়ে,—
ততই ভাল,
আবার, সংঘাতকে
তোমার শুভ-প্রেরণায়
প্রবুদ্ধ যত ক'রে তুলতে পার,
কর্ম্মানুদীপনায় প্রদীপ্ত যত ক'রে তুলতে পার,
ততই মঙ্গল ;
বোধবান যা'রা,
তা'রা এমনিই ক'রে থাকে,
যত বেশী এমনতর বিনায়নায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে উঠবে,

তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগকেও
ততই তা'রা
পোষণ-স্ফুরণে
পরিস্ফুরিত ক'রে তুলবে ;
তা' না হ'লে
দেখলে না,
শুনলে না,
বুঝলে না,
একটা খামখেয়ালী চলনে
যা'রা সংহত ছিল
তা'দিগকে বিশৃঙ্খল ক'রে তুললে—
এর ভিতর দিয়ে কি কখনও
বিহিত ফল লাভ হয় ?
বরং, তোমার পোষণী উপাদান
যা' দানা বেঁধে উঠতে পারতো,
তা' ভেঙ্গেই যায় ;
মনে রেখো—
ছন্ন চেষ্টা ব্যর্থই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৫৯২১।
১৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-২৫

ঈশ্বর সবারই ধৃতি—
তা' প্রতিটি বৈশিষ্ট্যে
বিশেষ রকম হ'য়েও,
তাই, ধর্ম্ম'ও এক, অদ্বিতীয়—
ব্যষ্টিগতভাবে বৈশিষ্ট্যে বিশেষ হ'য়েও
সমষ্টিতে সার্ব্বজনীন সুসঙ্গত সার্থকতায়,
এর ব্যতিক্রম যেখানে যেমন,
শাতনী অনুদীপনার প্রভুত্বও
সেখানে তেমন। ৫৯২২।
১৭।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

ঋত্বিকই হো'ক,
পুরোহিতই হো'ক,
অধ্বর্য্যু, যাজকই হো'ক,
তা'রা যদি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
আত্মবিনায়ন-তৎপর না হ'য়ে,
প্রবৃত্তির লুব্ধ দীপনায়
খামখেয়ালী চলনে চলে,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সৎ-আপূরণী না হ'য়ে ওঠে,
সংহতিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
বিরুদ্ধ গুচ্ছ সৃষ্টি করার
প্রচেষ্টা নিয়ে চলে,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে অবদলিত ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোলুপতায়
সারমেয়-দৃষ্টির অনুসরণ করে,—
এমনতর স্থলে যদি কেউ
তা'দের অনুসরণ ক'রে চলে,
ধুক্ষা-দীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাই তাদের বেশী ;
অমনতর ঋত্বিক, পুরোহিত, অধ্বর্য্যু বা যাজক যা'রা
তা'রা যদি প্রায়শ্চিত্ত-বিনায়নে
নিজেদের পরিশুদ্ধ ক'রে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
বিভিন্ন গুচ্ছগুলিকে
পারস্পরিকতায় সদাপূরণী ক'রে
যজমানের উন্নতি-বিধায়ক চলনে চলেন,
তা'তেই শুভ-সুন্দরের
প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে ;
খামখেয়ালকে বিদলিত ক'রে
ইষ্টসন্দীপী খোশ-খেয়ালেই
তাঁ'রা যদি চলেন,

সেই চলনই সবাইকে
উদ্বর্দ্ধন-অনুদীপনায়
পূরণ-প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে ;
তাই, যদি কোথাও,
অমনতর সংহতি-বিরোধী চলন দেখ,
ঐ হ্যাপায় প'ড়ে
সদনুচলনকে ব্যর্থ ক'রে তুলো না,
অর্থাৎ ইষ্টার্থ-অনুচলনকে
ব্যাহত ক'রো না ;
তোমাদের অন্তঃস্থ ঈশী-দীপনা
শাতনকে নিরস্ত ক'রে তুলুক,
অধোমুখ ক'রে তুলুক,
আর, তোমাদের প্রতিপ্রত্যেকের হৃদয়
সবিতোজ্জ্বল ধৃতি নিয়ে
শুভ-বিকীরণী হ'য়ে উঠুক ;
ঈশ্বরই শুভ-সুন্দর। ৫৯২৩।
১৭।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

যেখানে দেখবে—
কেউ আপূরণী শ্রেয়কে সমর্থন না ক'রে,
তা'র উপচয় বা অপচয় বিবেচনা না ক'রে
তৎ-পরিপন্থী কাউকে সমর্থন করছে,
বা সে যা'তে উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
বাক্যে, ব্যবহারে
তেমনতর প্রচেষ্টাপরায়ণ হ'য়েই চলছে—
যা'র ফলে, ঐ শ্রেয়ার্থই বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই বুঝে নিও যে,
সে অন্তরে শ্রেয়ার্থ-প্রয়াসী নয়কো,
প্রত্যাশা-বিলোল অসরল লুব্ধ আবেগের
বশবর্ত্তী হ'য়েই
অবাঞ্ছিতভাবে ঐ অমনতর

ব্যবহার ও প্রচেষ্টা নিয়ে চলছে,
অমনতর দেখলেই,
নিজেকে সামাল ক'রে রেখো। ৫৯২৪।
১৭।৪।১৯৫৪, রাত ১২টা

তোমার চলন, বলন, ব্যবহার
সর্ব্বতোভাবেই যেন
আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,
তাঁরই স্বার্থ বা অর্থনাকে
আপূরিত ক'রে তোলে,
আপোষিত ক'রে তোলে,
আপালিত ক'রে তোলে—
সুসঙ্গত অন্বিত তৎপরতায়,
নিজেকে অমনতরই বিন্যায়িত ক'রে তোল,
ঠকবে কমই,
নিঃশ্রেয়-পোষণার মাধ্যমে
তুমিও আপোষিত হবে। ৫৯২৫।
১৮।৪।১৯৫৪, রাত ১২-৫

যাদের ব্যক্তিত্ব লোকপাবনী যোগ্যতায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,
তা'রা প্রেরিত প্রিয়-পুরুষোত্তমে
একভক্তিপরায়ণ হ'য়ে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
জাগৃহি-দীপনা নিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেই থাকে ;
লোকপাবনই তা'দের ভোগ,
লোকপাবনই তা'দের সুখ,
লোকপাবনই তা'দের তৃপ্তি নন্দনা ;
তাই, তা'রাই যোগ্য,
তারাই পারে,

আর, যা'রা প্রত্যাশাবিলোল—
আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'রই ফন্দীফিকির নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—
তা'রা সময়সেবী দোলন-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন,
সুকেন্দ্রিক ধারণপালনী সম্বেগহারা হ'য়েও
তা'রা চায় নেতৃত্ব,
তা'রা চায় মন্ত্রিত্ব ;
আত্মপ্রতিষ্ঠ বিভব-জৃম্ভী
অনুচর্য্যা নিয়ে চলে তা'রা,
নয়তো, তথাকথিত লোকসেবার
দায়িত্বহীন বাহানায়
নিজেকে পরিচিত করবার
ফন্দীবাজী নিয়েই চলে থাকে,
কথার গাথা নিয়ে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত অনুচর্য্যী কর্ম্মনিরতি বাদ দিয়ে
বর্দ্ধিষ্ণু হবার প্রলোভনে
ভাঁওতা বা চালবাজী নিয়েই ঘুরে বেড়ায় ;
তা'দের সুকেন্দ্রিকতা নেই,
তা'দের ব্যক্তিত্বই অযোগ্য,
প্রভুত্ব-প্রত্যাশী,
তাই, তা'রা পারে না,
তা'দের ব্যক্তিত্বের কাঠামোই অমনতর ;
তা'দের অন্তরের যোগাবেগও
অনর্থপোষণী খোরাক নিয়েই
অনিশ্চিত চলনায় চলতে থাকে,
ধী তা'দের বিনায়িত নয়,
আদর্শ-স্বার্থী হ'য়ে চলে না তা'রা ;
তা'দের ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতা
যা'র দ্বারা ব্যাহত হয়,
লাখ শুভ হ'লেও
তা'কে অবজ্ঞা ক'রে

অপলাপে নিষ্পেষিত করতে
একটুও দ্বিধা করে না তারা ;
এমনতর বিযোজনী যোগ্যতা-সম্পন্ন যা'রা,
তা'দের হ'তে সাবধান হওয়াই শ্রেয় । ৫৯২৬ ।
১৮।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৫

সে-অনুশাসনকে অনুসরণ ক'রো না—
যা' সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সত্তাসঙ্গত নয়কো,
আর, তাঁকে অনুসরণ করতে যেও না—
যিনি তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত সঙ্গীত নিয়ে
আপূরণী নয়কো ;
আবার, তেমন তাত্ত্বিকতার ভাঁওতায়
আত্মবিক্রয় করতে যেও না—
যা' সুকেন্দ্রিক সুক্রিয়
তপ-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
বোধি ও ব্যক্তিত্বকে
বিজ্ঞ ক'রে তোলে না ;
আবার, যে-যোগ তোমাকে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় ক'রে তোলে না,
অলস কল্পনা-বিলাসী ক'রে তোলে,
ভজন-প্রদীপনী সার্থকতায়
তোমাকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রে
প্রেরণাপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে না,
তেমনতর যোগতপা হ'তে যেও না । ৫৯২৭ ।
১৮।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

শান্তিই যদি চাও,
অচ্যুত প্রীতি-দীপনা নিয়ে

সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তদনুক্রিয় অনুগতির সহিত
অনুচর্য্যী অনুশীলনায়
নিজেকে সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তোল,
সর্ব্বতঃ-সুসঙ্গত সমীচীনতা নিয়ে
তাঁ'রই পালন-পোষণ-পরিচর্য্যায়
নিজেকে আপূরিত ক'রে তোল ;
এই অনুশীলনার ভিতর-দিয়েই
অন্তরে সমত্বের প্রতিষ্ঠা হবে,
আর, সমত্বই তোমাকে
শান্তিতে, স্বস্তিতে
অধিষ্ঠিত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বরই স্বস্তি-উৎস,
ঈশ্বরই শান্তিস্রোতা—
সমত্বের সাম্য-প্রতিভা। ৫৯২৮।
১৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

যোগ্য হও—
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
উৎসে উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ;
বাঁচ—
জীবনকে সমীচীন স্বতঃস্রোতা ক'রে ;
যে যেমন যোগ্য,
জীবনও তা'র তেমনি ভোগ্য। ৫৯২৯।
১৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪৭

অচ্যুত আনতি নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'র অনুজ্ঞাবাহী হও,

ত্বরিত খরদীপনায়
সুনৈপুণ্যে
তাঁর অনুজ্ঞা যা',
তা' সমাধানে নিষ্পন্ন ক'রে তোল ;
আত্মপ্রসাদী অনুগতি-প্রদীপ্ত
প্রসাদ-প্রবুদ্ধ নিয়মনায়
ত্বরিত যোগ্যতার অনুশীলনে,
নিজেকে অমনতরই
সমাধান-সন্দীপ্ত ক'রে তোল ;
ব্যর্থতাকে অতিক্রম ক'রে
সার্থকতাকে আহরণ কর,
আর, এমনতর চলনাই হ'লো—কৃতিবীর্য্য,
আর, কৃতিত্বই হ'চ্ছে পরম প্রসাদ ;
ঈশ্বরই কৃতিস্রোতা,
ঈশ্বরই পরম-প্রসাদ,
ঈশ্বরই নিষ্পন্নতার স্বতঃ-সৌধ। ৫৯৩০।
১৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৫১

তোমার দয়া যদি
দাম্ভিকতায় আত্মপ্রকাশ না ক'রে
বিনয়ী অনুচর্য্যায় পরিস্ফুরিত হ'য়ে ওঠে,
ঐ অনুচর্য্যাই
দয়াকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে। ৫৯৩১।
১৯।৪।১৯৫৪, রাত ১১-১০

আদর্শ ও কৃষ্টির
সার্থক অন্বিত বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মের অভ্যুত্থান,
তত্ত্বদৃষ্টি ও বিজ্ঞানবোধ
সমীচীন সমীক্ষায়
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিক্রমে

ধর্ম্মকে ব্যবস্থ ও বিনায়িত ক'রে তোলে,
আর, এই ধর্ম্ম চিরদিনই
সক্রিয় ও সত্তাপোষণী,
অস্তিত্বের ধৃতি-সম্বেগবান,
অর্থাৎ ধর্ম্ম তা'ই
যা' সত্তাকে ধারণ করে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে,
তাই, সে চির-চক্ষুষ্মান,
বিবর্ত্তনের সক্রিয় সন্দীপনা ;
ধর্ম্মানুবেদনা যেখানে নিষ্ক্রিয়,—
তা' ভাবালুতার ভণ্ড অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৫৯৩২।
২১।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

তোমার সত্তার স্বস্তি-অনুশাসনে
নিজেকে পরিশাসিত ক'রে তোল—
শরীর ও চিত্তের
বাস্তব বিনায়নী তৎপরতায়,
আধ্যাত্মিক অনুবেদনার সুসঙ্গত শুভ-শালিন্যে,
প্রবৃত্তিগুলিকে তদনুশাসনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
আর, এই হ'চ্ছে
সত্তাসমন্বিত ব্যক্তিত্বের
প্রাকৃতিক অনুশাসন ;
তোমার ব্যতিক্রমী চলনায়
বিক্ষুব্ধ হ'য়ে
কেউ তোমাকে শাসিত ক'রে চলবে,
দণ্ডিত ক'রে চলবে,
এতে কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা
ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে,—
যা'র ফলে,
তোমাকে প্রকৃতির অঙ্কে

একটা অসহায় গর্ভস্রাবের মতন
পরিস্থিতির ঘূর্ণিবাত্যায়
ছন্নতার অভিশাপ-গ্রস্ত হ'য়ে চলতে হবে ;
তাই বলি—
তুমি তোমাকে
বিশ্বাসিত ক'রে তোল,
বিনায়িত ক'রে তোল—
পরিবেশের প্রতি অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক অর্থনায় সন্দীপিত থেকে ;
আর, তোমার বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বকে
এমনি ক'রেই
পৌরুষ-দীপনায়
সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে তোল,
আর, এই হ'চ্ছে
তোমার প্রকৃত স্বাধীনতা। ৫৯৩৩।
২৩।৪।১৯৫৪, বেলা ১১টা

জ্ঞানই বল,
বিজ্ঞানই বল,
আর, দর্শনের তাত্ত্বিক তূর্য্যনিনাদই বল,
যা' মানুষের বৈশিষ্ট্য-বিধায়নী নয়কো,
পূরণ-পোষণী নয়কো,
জীবনীয় সঙ্গীতশীল নয়কো,
তা' যতই জমকালো হো'ক না কেন,
তা' অস্তিবৃদ্ধির মাঙ্গলিক কিছুতেই নয়,
তাই, তা'র জলুষে
আত্মভোলা হ'য়ে
দিশেহারা ভ্রান্তি-ঘূর্ণিতে
অপলাপকে আমন্ত্রণ করতে যেও না ;
শ্রেয় তাই,
যা' মানুষের অস্তিবৃদ্ধির

বিনায়ক,
আপোষক,
আপূরক,
আপালনী বৰ্দ্ধনায়
জীবনকে যা'
অমৃতপন্থী ক'রে তোলে ;
ঈশ্বর মঙ্গলময়,
তিনিই স্বস্তি-স্রোতা,
সব কিছুরই অর্থনা তিনিই। ৫৯৩৪।
২৩।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৩

প্রস্তুতি যা'দের বিলম্ব-বিলম্বিত,
অব্যবস্থ ও বিন্যাসহারা,
দুর্দ্দশা ও আশাভঙ্গ
তা'দের জন্য অপেক্ষা ক'রেই থাকে প্রায়শঃ। ৫৯৩৫।
২৪।৪।১৯৫৪, বেলা ১১-৫

নিষ্ক্রিয় বা স্বল্পাক্রিয়
বাচক অনুরতি
বিকৃত অনুগতিরই ভাবালু তৎপরতা,
তাই, তোমার একায়নী অনুরতি যেমনতর,—
যথাসম্ভব
বাক্যে ও কৰ্ম্মে
তা'র সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দিতে
কিছুতেই ভুল ক'রো না ;
ভুললে সুযোগ হারাবে। ৫৯৩৬।
২৫।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

যে চায়—
বঞ্চনা তা'র পিছু নিয়ে থাকে,
যে চায় না,

দেওয়ায় আপ্রাণ,—
প্রাপ্তি তা'র আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে নিয়ে আসে। ৫৯৩৭।
২৫।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৫০

সুখের লোভ যেখানে থাকে—
দুঃখ সেখানে হানা দেয়,
আবার, শ্রেয়প্রীতির খাতিরে
দুঃখের পরোয়া যেখানে নেইকো,—
সুখ সেখানে হেসে দাঁড়ায়—
ক্রমাগতিতে
বাপের কোলে মেয়ের মতন। ৫৯৩৮।
২৫।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৫৫

যা'রা বিকেন্দ্রিক,
যা'দের ব্যক্তিত্ব
ক্লীব ধী নিয়ে বসবাস করে,—
তা'দের জানা যা'-কিছু
বিপরীত শোনায়
বিকৃত হ'য়ে ওঠে ;
আর, তা'দের শোনাও
বাস্তব দেখাকে
বিক্ষুব্ধ ও বিরঞ্জিত ক'রে তোলে—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক ;
শোনা, জানা ও দেখার মধ্যে
পারস্পরিক সঙ্গতি স্থাপন
এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বাস্তবের পরিচিতি-লাভ
তা'দের পক্ষে সুদুষ্কর ;
অর্থাৎ শোনা, জানা বা দেখায়
বাস্তবতা থেকে
কোথায় কতটুকু খাঁক্‌তি বা বাড়তি আছে,

তা' নিরূপণ করা
তা'দের পক্ষে সুকঠিন,
তাই, স্থিতধী হওয়াও
সুদূরপরাহত তা'দের ;
এমনতর ক্লীব ধী-সম্পন্ন বিদ্বদ্ব্যক্তিও
দুর্ভাগ্যে দোদুল্যমান হ'য়েই চলতে থাকে। ৫৯৩৯।
২৬।৪।১৯৫৪, সকাল ৭-১০

তপশ্চর্য্যা যতক্ষণ পর্য্যন্ত
বৈধানিক উপকরণ বা উপাদানের
বিহিত বিন্যাস না আনে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তা' স্থায়ী হয় না,
সুসিদ্ধ হয় না,
আবার, সুসিদ্ধ ও স্থায়ী হ'লে
তা' কোনক্রমে বিশীর্ণ হ'য়ে গেলেও
পুরশ্চরণী তপস্যায়
পুনরায় সুসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাব্যতা থেকেই যায়—
অবশ্য তা'র জৈবী-সংস্থিতিতে
যদি কোন ব্যতিক্রম না ঘটে থাকে। ৫৯৪০।
২৬।৪।১৯৫৪, বিকাল ৫-৪০

তুমি ছাত্রই হও,
শিষ্যই হও,
সাধক বা তপস্বীই হও,
তোমার প্রথম ও প্রধান আত্মনিয়মনী অনুচর্য্যাই হ'চ্ছে—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজেকে তরতরে ক'রে রাখা,
যা'তে তোমার আচার্য্যের
যে কোনপ্রকার অনুজ্ঞাই হো'ক না,
তা' তুমি সম্যক্‌ভাবে মাথায় নিয়ে

অর্থাৎ বোধে এনে
উপাদান বা উপকরণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক
বিহিত বিনায়নায় নিষ্পন্ন ক'রে তুলতে পার,
বা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
উপচয়ী শুভ-সন্দীপী সার্থকতায়
ত্বরিত অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তোমার যোগ্যতা
পরিস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
তোমার ধী-সমন্বিত ব্যক্তিত্বকে
বর্দ্ধনদীপ্ত ক'রে রাখবে ;
আর, এমনতর অন্বিত অনুচর্য্যা-পরায়ণ
যতই হ'য়ে উঠবে তুমি,
নিয়মানুবর্ত্তিতাও তোমার অন্তরে
সুযুক্ত সার্থকতায়
সহজ হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি,
তুমি কৃতী হ'য়ে উঠবে ;

তোমার স্বস্তি ও শক্তি
কৃতকৃতার্থতার মাঙ্গলিক সাম-আহ্বানে
অভিনন্দিত, বিনীত প্রভায়
বিভব-বিভূতির দীপন রাগরঙ্গীন লাস্যে
জীবনকে হিল্লোলনন্দিত ক'রে
সবাইকে নন্দনার পরম অর্ঘ্যে
উৎফুল্ল ক'রে তুলবে,
তুমি সার্থক হবে,

আর, ঐ সার্থকতা
মোক্ষ-অনুশ্রয়ী হ'য়ে
ঈশ্বরে সমাধি লাভ করবে ;
ঈশ্বরই সমাধির সার্থক-দীপনা,
জীবনের জাগ্রত লাস্য। ৫৯৪১।
২৬।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২০

ধর্ম্ম যেখানে যেমন সুকেন্দ্রিক
সক্রিয় কৃষ্টি-তৎপরতায়
জীবনের ফুল্ল অনুবেদনায়
আচার্য্যরাগ-সন্দীপী হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে চ'লে থাকে,
জাতি, জাতীয় সাহিত্য,
শিল্প, কলা, নৃত্যগীত, সংহতি
ও সৌহার্দ্দ্যের হৃদ্য অনুবেদনা
সেখানে তেমনি মুখর হ'য়ে চলতে থাকে—
ভাবালুতাকে সক্রিয় ভাবঘন ক'রে ;
আর, এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
সার্থক সুসঙ্গতিহারা
বিকার-বিকৃতি-লাঞ্ছিত
দাম্ভিক সংকীর্ণতাও সেখানে তেমনি,
আবার, গ্রহণ-সন্দীপনাও সেখানে
তেমনতর শ্লথ, সংকীর্ণ ও লাঞ্ছনা-ধুক্ষিত হ'য়েই
চলতে থাকে ;
সব্যষ্টি সমষ্টি বা জাতির জীবনতন্ত্র
কোথায় কেমনতর—
এ থেকেই বুঝতে পারা যায়। ৫৯৪২।
২৬।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

একনিষ্ঠ অনুধায়িনী তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়-নিদেশকে
ত্বরিত কর্ম্মতৎপরতায়
কুশল কলায়
সার্থক উপচয়ী সঙ্গতিতে
নিষ্পন্ন বা মূর্ত্ত করতে পারে
যে যেমনতর,—
তা'র অন্তর্নিহিত ধী-বিনায়িত যোগাবেগ

কৃতিমুখর স্ফুরণায়
তেমনতরই জাগ্রত—
প্রত্যাশাবিক্ষোভরহিত হ'য়ে ;
এমনতর সন্দীপ্ত অনুচলন দেখেই
বুঝতে পারবে—
কী বর্ত্তমানের উপর দাঁড়িয়ে
ভবিষ্যৎকে কেমনতরভাবে
কী মূর্ত্তনায়
শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলা যায়—
পারিবেশিক সহযোগিতার
সুবিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
যখন থেকেই এটা যেমনভাবে
মাথাতোলা দেবে—
যেমনতর ক্রমাগতি নিয়ে,
তখন থেকেই ভবিষ্যৎকে
এঁচে নিতে পারবে তেমনি। ৫৯৪৩ ।
২৬।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

আত্মপ্রতিষ্ঠার লালসা-সন্দীপ্ত
সন্ধিৎসা নিয়ে
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বাহানা ক'রে যারা চলে,
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার স্মিত আহ্বান
তাঁদিগকে প্রায়শঃই
বিফলমনোরথ ক'রে থাকে,
ফলে, তা'রা ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হ'য়ে ওঠে ;
তাই, একাগ্র আরতি-এষণা নিয়ে
ইষ্ট বা শ্রেয়-প্রতিষ্ঠায়
মুখর কর্ম্ম-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
ঐ স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে,
তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা
সোহাগ-নন্দনায়

প্রতিটি হৃদয়কে
দোলনদীপ্ত ক'রে
মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'য়ে রইবে ;
যদি চতুর হও,
এই চলনেই চল। ৫৯৪৪।
২৬।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৫৫

তুমি চলৎ-চলায় হবে যেমন,
দিগন্ত কিন্তু তা'রও আগে। ৫৯৪৫।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮টা

তুমি যেমনই হও আর যাই হও—
তা' কিন্তু ঐ অব্যক্তেরই বুকে,
তা' আবার ঐ অব্যক্তেরই ব্যক্ত মূর্ত্তি—
অব্যক্তেরই অবদান। ৫৯৪৬।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৯

তোমার চাহিদা ও চলা
সার্থক সুকেন্দ্রিকতায়
যেমনতর বিনায়িত হ'য়ে উঠবে,—
হবেও তুমি তেমনি। ৫৯৪৭।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-১০

যা'তে তুমি আকৃষ্ট হ'য়ে আছ,
কর্ষণে আরোতর হ'য়ে উঠছ,
তা'রই কেন্দ্র যা',
তাইই দুনিয়ার আকর্ষণ-কেন্দ্র,
জীবন ঐ আকর্ষণকেন্দ্রেরই অবদান। ৫৯৪৮।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

অনুরাগকে যতই অদম্য ক'রে তুলতে পারবে—
উপচয়ী সক্রিয় নিষ্পন্নতায়,
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে,—
বিনায়িতও হ'য়ে উঠবে তেমনি—
ব্যক্তিত্ব, বোধি ও চরিত্রে। ৫৯৪৯।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৪০

আকর্ষণী-কেন্দ্র যেমনতর,—
কৃষ্টিসম্বেগও হ'য়ে ওঠে তেমনতর,
যোগ্যতা ও বোধিও
তেমনি বিভূতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। ৫৯৫০।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

নিরক্ষরকে যদি
অক্ষর-অন্বিত করতে চাও,
সুকেন্দ্রিক অনুশীলনী অর্থনায়
নিয়োজিত ক'রেই
তা' ক'রো ;
মানুষের কৃতিদীপনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার অনুশীলনে
অক্ষর-পরিচয় যতই হ'য়ে উঠবে,
বিবিদিষাও অর্থান্বিত হ'য়ে
সার্থক অক্ষর-নিয়োজনায়
বোধকেও ততই
প্রবীণ ক'রে তুলবে,
এই যোগচলনই হ'চ্ছে
বাস্তব শিক্ষার সহজ পন্থা। ৫৯৫১।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-১৫

তুমি একায়নী নিষ্ঠার কথা
অনেক কিছু বল,

আবার, অনেকে শোনেও তা' কান পেতে,
কিন্তু ঐ একায়নী নিষ্ঠা
সার্থক হ'য়ে ওঠে যা'তে,
প্রত্যক্ষ বাস্তবে
তেমনতর কিছু কর না,
তা'র সঙ্গতি ও অনুচর্য্যা
সক্রিয় আবেগহারা হ'য়ে চলছে,
—এই গলদভরা আবেগ
তোমাকে বঞ্চনায়ই কিন্তু
অবশায়িত ক'রে তুলবে,
তুমি তো বঞ্চিত হবেই,
তোমার সংসর্গও
বাস্তবতাকে ধিক্‌কার দিয়ে
অনেককে বঞ্চনারই ক্রীতদাস ক'রে তুলবে ;
তোমার বলায়-করায় মিল নেই,
সৌহার্দ্দ্য নেই,
অদম্য আবেগ-উৎসারণী চলন নেই,
শুধু বাগ্‌জাল ও ভাঁওতাবাজি চলন
আত্মম্ভরী আত্মপ্রতিষ্ঠার কূটনীতি নিয়ে
কূট কটুরই উপাসনা ক'রে চলেছে ;
ঐ চলনার ভিতর-দিয়ে
যেমনতর হ'চ্ছে,—
তোমার পাওয়াও তেমনতর
এগিয়ে আসবে কিন্তু। ৫৯৫২।
২৭।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৪

স্বামী ছাড়া সতী
মূর্ত্ত দুর্ম্মতি। ৫৯৫৩।
২৭।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১২

অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
ইষ্ট-অনুজ্ঞায়
ত্বরিত নিষ্পাদন-তৎপর হ'য়ে চল—
বিহিত কুশল তৎপরতায়,
অনুশীলন-উচ্ছল হও—
আবেগ-উৎসারণী অনুবেদনা নিয়ে,
সুসন্ধিৎসু হও,
যোগ্যতাকে আহরণ কর,
সৎ-অর্জ্জী হও—
প্রীতি-উৎসারণী অনুচর্য্যা নিয়ে,
কিন্তু নিজের বেলায়
মিতব্যয়ী চলনে চলতে
কসুর ক'রো না,
সদনুদীপনী মিলন-প্রয়াসী হ'য়ে চল,
যথাসম্ভব পরিবেশের প্রতিটি ব্যষ্টির
হৃদ্য হ'য়ে চলতে প্রয়াসশীল হও,
তোমার ব্যক্তিত্বই যেন
তা'দের আশা-ভরসার
উচ্ছল প্রদীপ্তি হ'য়ে ওঠে,
অসৎ-নিরোধী হও—
তা' যত পার বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে ;
এমনতর আত্মবিনায়না নিয়ে
সর্ব্বসঙ্গত তৎপরতায়
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টার্থ-উপচায়িতায়
তোমার জীবনকে অর্ঘ্যান্বিত ক'রে তোল,
এই অর্ঘ্য-প্রসাদ যেন তোমার
স্বর্গ-শুভে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
ঈশ্বরই পরম স্বর্গ,
আর, তিনিই প্রত্যেকেরই জীবনভূমি—

ধারণ-পালনী উৎস,
ধাতা তিনিই। ৫৯৫৪।
২৭।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

ঈশিত্ব আশিস্-ধারায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে সেখানেই,
ধারণ-পালনী সম্বেগ
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গীতিতে
সার্থক মূর্ত্তনায়
অভিব্যক্তি লাভ করে যেখানে। ৫৯৫৫।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৭-১০

জীবনে যা'-কিছুই থাকুক না কেন,
সে চায়—
থেকে, বেড়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠতে,
আর, এই চলনার ভিতর-দিয়ে
ছন্দন-গতিতে চ'লে
হওয়ার আবেগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
উপভোগ করতে সবিশেষকে—
নির্ব্বিশেষ মহিমায়,
সেবানিরত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে,
আর, এইই হ'চ্ছে তা'র দর্শন-তপনা। ৫৯৫৬।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৭-২০

আবার বলি!
তোমার উন্নতি-অভিযাত্রার
অপরিহার্য্য উপকরণই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
শ্রদ্ধোৎসারিণী আবেগের সহিত

শ্রেয়-নিদেশগুলিকে
অনুশীলনী তৎপরতায়
বিহিত বিন্যাসে
ত্বরিত উপচয়ী অর্থনায়
সুব্যবস্থভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে তোলা—
আবেগোচ্ছল প্রসাদ-সন্দীপী
অনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
আর, এতে যতই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে—
ঐ অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, এই যোগ্যতাই হবে
তোমার বর্দ্ধনার বিন্যাস-বিভব,
এই বিভবই হ'চ্ছে তোমার হওয়া,
আর, হওয়া যেমনতর—
প্রাপ্তিও ঘ'টে ওঠে তেমনি,
তাই, পূত আবেগ নিয়ে
আরতি-নন্দনায়
তুমি এমনতরভাবেই এগিয়ে যাও,
এই চলনে সার্থক সুব্যবস্থ যোগ্যতার
অধিকারী হ'য়ে ওঠ,
এই হ'য়ে ওঠাই প্রাপ্তিকে আমন্ত্রণ করুক,
আর, এই প্রাপ্তি সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে। ৫৯৫৭।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৭-৫৫

তুমি তোমার স্বামীর
ছন্দানুবর্ত্তিনী যদি না হও,
তাঁর সঙ্গীত ও সাহচর্য্যে
স্বতঃ-সন্দীপ্তা যদি না হ'য়ে ওঠ,
তাঁর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি না হও—
আরতি-সম্পন্না অনুচর্য্যী

পোষণ-পালনী সেবানিরতি নিয়ে,
তাঁর জীবনকে আপূরিত ক'রে না তোল—
অনুধ্যায়িনী সার্থক সুব্যবস্থ পরিচর্য্যায়,
তাঁকে যদি সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে না পার—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
আয়ে, ব্যয়ে, বিপদে, আপদে
নিজেকে শ্রেয়ানুবর্ত্তিনী রেখে,—
তোমার নারীত্বই সেখানে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে নি,
স্বামী-প্রাণা হ'য়ে ওঠ নি তখনও তুমি ;
না-হওয়ার চলনেই যদি চলতে থাক—
বাচক-সতীত্বের বাহানা নিয়ে,
তবে তা' তোমাকে
বিদ্রূপই করতে থাকবে,
বিকেন্দ্রিক ব্যর্থজীবন তোমাকে
ধিক্কার-ভূষণে ভূষিত ক'রে চলবে,
একটা শাঁসহীন ফাঁকা জীবন নিয়ে
চলতে হবে তোমাকে ;
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আরতি-দীপনা নিয়ে
প্রীতি-পোষণ-প্রচেষ্ট হ'য়ে চল,
ঈশ্বর তোমার নারীত্বকে
সার্থক ক'রে তুলুন। ৫৯৫৮।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৮-১০

স্বার্থ ও পরমার্থের ভিতর
যা'রা আপোষরফা ক'রে চলতে চায়,
এক-কথায়, পরমার্থই যা'দের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে নি,
বিক্ষুব্ধ বেঘোরেই
তা'দের আশ্রয় হ'য়ে থাকে। ৫৯৫৯।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

ভিত্তিহীন ন্যায়
অন্যায়েরই প্রতিমূর্ত্তি । ৫৯৬০ ।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৫০

অসঙ্গত আসক্তি
ক্ষয় ও ক্ষতিরই আমন্ত্রক । ৫৯৬১ ।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৫১

অবাধ্য আনতি
যা' বর্দ্ধনপ্রেরণী আদর্শ হ'তে সরিয়ে নেয়—
সক্রিয়তায়,
তা' কিন্তু প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট আসক্তি,
যে-আসক্তির ভূমিই হ'চ্ছে
কামলোল উপভোগ । ৫৯৬২ ।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৮-৫৫

যা'ই বল,
আর যা'ই কর না কেন,
সব সময়ই যেন মনে থাকে,
তা' যেন তোমার
আদর্শ বা শ্রেয়ার্থ-আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
সুব্যবস্থ সঙ্গতিশালিন্যে,—
যেন সার্থক ক'রে তোলে তা'কে—
নিজের প্রত্যাশা-অন্বিত প্রবোধনাকে এড়িয়ে ;
সুযুক্ত বিন্যাস-অনুদীপনায়,
সুচারু সমর্থন-সন্নিবেশে ;
এই করা ও বলার ভিতর-দিয়ে
তুমি তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বকেও
বিহিত বিন্যাসে
গ'ড়ে তুলতে পারবে । ৫৯৬৩ ।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-২০

যে বিশেষ বিনায়নায়
বিশেষের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
সেই তা'র বৈশিষ্ট্য—
তা' প্রকৃতিসম্ভূতই হো'ক
বা তোমাদের নিয়ন্ত্রণ-সঞ্জাতই হো'ক ;
প্রাকৃতিক অন্বয়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যা'দের যেমনতর উদ্‌গম হয়,
পরিস্থিতিকেও
তা'রা তেমনি ক'রেই
ব্যবহার করতে পারে—
কেবলের স্বতঃস্রোতা স্বাতন্ত্র্যকে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিনায়িত ক'রে
বৈধী সন্নিবেশে,
—এইই তা'দের বিশেষ বিন্যাস ;
এই বিন্যাসকে ভেঙ্গে
যখন যাই করবে—
বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে,
তখন তাইই তা'দের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠবে,
সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে
পরিস্থিতিতে
তা'রা দাঁড়াতে পারুক বা না পারুক। ৫৯৬৪।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

কখন কিসে কা'র
কেমন লাগে
বা কী হয়,
তা' নিরূপণ করতে প্রযত্নশীল থেকো—
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুবীক্ষণী ধী নিয়ে ;
খারাপ যদি কিছু হয়ও—
তা'র নিরাকরণও বা
কেমন ক'রে করতে হয়,

তা'ও জেনে রেখো,

আবার, বিহিত স্থলে

সুসমীক্ষু তৎপরতা নিয়ে

সুবিনায়নে

তেমনি ক'রেই তা'র নিরসন ক'রো,

যা'তে তা' শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে

প্রত্যেকের কাছে ;

এই সন্ধিৎসু দীক্ষাই

তোমাকে প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে। ৫৯৬৫।

২৮।৪।১৯৫৪, রাত ১০টা

শুধুমাত্র শুধু ইষ্টমুখী হ'য়ে থাকলেই

চলবে না কিন্তু,

ইষ্টচারী হও,—

করায়, বলায়, চলায় ;

আর, এই চর্য্যা তোমার ব্যক্তিত্বকে

রাঙিয়ে তুলুক,

এই রঙিল ব্যক্তিত্ব

কুশলকৌশলী দক্ষতার সহিত

অন্যের শুভচর্য্যায়

শুভপ্রদ হ'য়ে উঠুক ;

আবার, তোমার ঐ শুভ-সন্দীপনী বিনায়ন

শ্রদ্ধোচ্ছল উল্লাসে

অন্যকেও শুভবর্দ্ধনী ক'রে তুলুক ;

যে-চলনে চললে

তোমার ব্যক্তিত্ব

শুভ-অভিষিক্ত ক'রে তোলে মানুষকে,

তাইই কিন্তু শ্রেয় পন্থা,

আর, তাইই শুভকে বাস্তবায়িত ক'রে তোলে। ৫৯৬৬।

২৮।৪।১৯৫৪, রাত ১০-২০

বিবাহে বর ও কনে
উভয়ের শুভদৃষ্টির সার্থকতাই হ'চ্ছে—
প্রাণনরাগ-পরিবেদনী পরিচিতি নিয়ে
উভয়ে উভয়ের প্রতি
প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করা,
যে-দৃষ্টির ভাবানুকম্পী ভঙ্গীই হ'চ্ছে
স্ত্রী বরকে
নিজের সত্তার প্রতীক ব'লে দেখবে,
যে-দৃষ্টি ঐ বরকে
অর্থাৎ বরেণ্যকে
স্বামী ব'লে গ্রহণ করবে,
আর, বরও ঐ কন্যাকে
নিজেরই আপালনী প্রতীক ব'লে
স্নেহদীপ্ত ভাবানুকম্পী অনুবেদনায়
বধূ ব'লে গ্রহণ করবে ;
এই আলিঙ্গন ও গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
অনুচর্য্যী অনুদীপনায়
প্রত্যেকের হৃদয়
সহজ স্বতঃ-দীপনায়
ঐ ভাবানুকম্পী যোগাবেগ-নিবন্ধ হ'য়ে
অন্যকে নিজেরই বিপরীত অঙ্গ ব'লে
গ্রহণ করবে ;
এই গ্রহণ যখনই
সংশ্রয়ী সঙ্গতি-শালিন্যে
বৈশিষ্ট্যানুগ অনুপ্রেরণায়
হৃদ্য সাহচর্য্যে
স্বতঃ-পরিচর্য্যামুখর হ'য়ে
উভয়কে উভয়ের
পালন-পোষণ-তৎপর ক'রে তোলে—
সর্ব্বতোভাবে,
সক্রিয় তৎপরতায়,—

সম্বন্ধও নিবিড় হ'য়ে ওঠে তখনই ;
তখন তা'দের প্রাণন-আবেগ
বা জীবন-আবেগ
আর শাঁসহীন ফাঁকা হ'য়ে চলে না,
ধৃতিকুশল ভরণ-প্রদীপ্তির সহিত
স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও কুলমর্য্যাদাকে
তপোবিভাসিত ক'রে
স্বতঃ-সন্দীপনী ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরণায়
তা'রা নিজদিগকে
পরিচালিত করতে থাকে,
নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে,
বিনায়িত করতে থাকে—
স্বভাবকুশল সুব্যবস্থ নিষ্পন্নতা নিয়ে,
সুখে, দুঃখে, আপদে, বিপদে,
আয়ে, ব্যয়ে,
অনুশীলন-তৎপর যোগ্যতার আহরণে,
অর্জ্জনার সেবাপটু দীক্ষায়
নিজদিগকে স্বতঃ ক'রে তুলে ;
উভয়ের এই লীলায়িত ছন্দ
পুরুষকে সুবপী
ও স্ত্রীকে সুপ্রসূ ক'রে
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
জীবন-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ক'রে তোলে ;
আর, উভয়ের ঐ ইষ্টানুগ চলন
ইষ্টার্থ-উপচয়ী অনুবেদনা
তপনিরত কর্ম্মানুচর্য্যায়
যোগবাহী হ'য়ে
ক্রমপদক্ষেপে
ধারণপালনী বিভূতি-বিভবে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,

ঈশ্বরই তপ-সম্বেগ,
ঈশ্বরই লীলায়িত ছান্দোগ্য চলন-সম্ভূত
প্রাজ্ঞ চেতনা। ৫৯৬৭।
২৮।৪।১৯৫৪, রাত ১১টা

অনুতাপ
সলীল সন্দীপনায়
মানুষকে প্রায়শ্চিত্তে অনুপ্রেরিত ক'রে
স্বস্তির পথ উদ্ঘাটিত ক'রে তোলে—
বৈধী অনুক্রমায়। ৫৯৬৮।
২৯।৪।১৯৫৪, সকাল ৯-২১

যে বা যা'
তোমার অপরাধ-অনুপ্রবণতাকে উস্কে তোলে,
আর, যে-তোলাকে
তুমি বিনায়িত ক'রে
শুভ-সন্দীপী ক'রে তুলতে পার না,
তা' হ'তে তোমাকে
বিহিতভাবে সংরক্ষিত রেখো—
যথাসম্ভব
বিরোধশূন্য অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
তৎপর থেকে;
সে-সংসর্গে যাওই যদি,
তা' যেন সংক্রমণী সন্দীপনায়
তোমার ঐরূপ কোন প্রবণতাকে
প্রদীপ্ত ক'রে না তুলতে পারে,
আর, ঐ শুভ-নিয়ন্ত্রণ যেন
প্রত্যেকেরই শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে। ৫৯৬৯।
২৯।৪।১৯৫৪, বেলা ১০-৩০

যাঁতে আমরা
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
মুগ্ধ হ'য়ে উঠি নি—
তদর্থেই নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,
—তাঁকে কেন্দ্র করেছি
এমনতর বাহানা নিয়ে যদি চলি,
তা'তে আমাদের চলনা
ঐ কেন্দ্রানুগ সঙ্গতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে না,
আমরা বঞ্চিতই হব ;
ঐ সঙ্গতির খাঁক্তি যেখানে যেমনতর,
আমাদের বোধ, ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মও সেখানে
তেমনি সচ্ছিদ্র হ'য়ে উঠবে ;
সর্ব্বতঃসঙ্গত ব্যাপৃতি—
যা' বর্দ্ধনাকে আমন্ত্রণ করে
উপচয়ী তৎপরতায়,
তাইই ঐ ছিদ্রগুলিকে
নিশ্ছিদ্র করবার একমাত্র পন্থা। ৫৯৭০।
২৯।৪।১৯৫৪, রাত ৯-৩৪

তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় ব'লে
আগ্রহ-সন্দীপ্ত অন্তঃকরণে
যাঁতে আরতি-সম্পন্ন হ'য়ে রয়েছ,
শ্রেয়ই যদি চাও,
সুযুক্ত হ'য়ে ওঠ তাঁতে—
সক্রিয় অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
সর্ব্ব-সঙ্গতি নিয়ে ;
এই যোগ-সন্দীপ্ত তৎপ্রীতিপ্রবণ
উপচয়ী অনুচর্য্যায়
তোমার চিত্তবৃত্তি
ঐ কেন্দ্র-নিয়মনায়

তাঁতেই নিরোধ লাভ করবে,
অর্থাৎ তাঁতেই ব্যাপৃত হ'য়ে উঠবে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
তাত্ত্বিক চক্ষুর উন্মীলনী উদ্দীপনায়
সর্ব্বতোবিন্যাস-বিভূতিসম্পন্ন হ'য়ে
তৎ-ধৃতিদীপনায়
জ্ঞানপ্রবীণ বোধদীপ্তিতে
সম্যক ধারণায় সমাসীন হ'য়ে উঠবে তুমি ;
আর, এই ধৃতিকেই
সহজভাবে বলা হ'য়ে থাকে
সমাধি—
সম্যক্ ধারণায় অধিষ্ঠিত হওন। ৫৯৭১।
৩০।৪।১৯৫৪, সকাল ৮-২০

অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি-শালিন্যে
ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
বোধি-বিভূতি নিয়ে
চরিত্রে যা'র যেমনতর ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে—
বাস্তব-বিকিরণী করণ-দীপনায়,
সেই তেমনতরই উন্নত—
আধ্যাত্মিকতায়
বাস্তব বিষয়ের বিহিত বিন্যাস নিয়ে। ৫৯৭২।
৩০।৪।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

কেউ যদি তোমাকে নিন্দা করে—
করুক,
কিন্তু খুব খেয়াল রেখো—
তোমার চলন-চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু

যেন কোনক্রমেই স্থিতিলাভ করতে না পারে,
নিন্দা ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে আপনিই। ৫৯৭৩।
১।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

তুমি নিরন্তর আরতি-সন্দীপনায়
প্রীতি-আবরণ-অনুদীপনা নিয়ে
স্বতঃস্বেচ্ছ সেবামুখর হ'য়ে
যা'র অশুভ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
অনুগমন-তৎপরতায়
নিজেকে তদ্-অনুগতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছ,
তুমি তা'রই পরিবারভুক্ত,
পারিবারিক মর্য্যাদা স্বতঃই পরিস্ফুরিত সেখানে,
বাস্তবতায় তা'রই পরিবারের তুমি ;
তা' যেখানে নেই—
ঐ পরিবারভুক্তির বাহানায়
তাঁর স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে উপেক্ষা ক'রে
প্রত্যাশার স্বতঃস্বেচ্ছ কাপট্য-অনুশীলনে
নিজ স্বার্থপ্রয়াসে যেখানে তুমি
তা'কে শোষণ ক'রে চলেছ,
সেখানে ঐ পরিবারের কেউ নও তুমি
বাস্তবে। ৫৯৭৪।
১।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৭

বিশ্বাস করা ভাল—
সমীচীন বিশ্বস্তির পরিচয়ে,
তাই ব'লে বেকুব হওয়া ভাল নয়। ৫৯৭৫।
১।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

আরতি-সম্বেগ-সন্দীপী
সক্রিয় আচার্য্য-অনুজ্ঞা-সমাচর্য্যী
নিষ্পন্নতা—

যথাসম্ভব বাহুল্যকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুব্যবস্থ উপচয়ী তৎপরতায়,
—এই হ'চ্ছে যোগ্যতার
অনুশীলনী চেতন চরিত্র,
তা'কে অবহেলা ক'রো না কিছুতেই ;
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবন। ৫৯৭৬।
১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

যে ঔদার্য্য বা মহত্ত্ব
সংস্থিতিতেই সংঘাত আনে,
তা' কিন্তু সাংঘাতিক। ৫৯৭৭।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৫-১০

যে ভ্রাতৃভাব, কুটুম্বিতা বা বান্ধবতায়
নেবার মাধুর্য্য আছে,
দেবার দায়িত্ব নেই,
বহন বা সমর্থনী অনুচর্য্যা নেই,
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা। ৫৯৭৮।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৫-১১

জন্ম বা সম্বন্ধের বাহানা নিয়ে
দাবী যেখানে দুরন্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতঘ্ন হ'য়ে ওঠে,
অথচ অনুচর্য্যী সমর্থন,
সদ্ব্যবহার,
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার স্বতঃ-সক্রিয় সেবানিরতি নেই,
কিন্তু আত্মপুষ্টির কৃতঘ্ন সংঘাত আছে,
তা' কিন্তু জাহান্নমের। ৫৯৭৯।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৫-১৩

যে-সবলতা
অসৎ-নিরোধে অক্ষম,
তা' কিন্তু দুর্ব্বলতারই সবল অভিব্যক্তি। ৫৯৮০।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৫-১৪

দুষ্ট যা'রা,
দেখে নাও—
তাদের স্বভাবে বা চলন-চরিত্রে কী আছে,
দেখে-শুনে
তা'দিগকে সক্রিয় সুবিনায়িত
ক'রে তুলতে পার যদি,
তা'দের দুঃস্থ জীবন হয়তো
সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে। ৫৯৮১।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৬-৬

যা'রা শরীর ও চিত্তের
বিনায়িত শ্রম-নিরতিকে উপেক্ষা ক'রে
উন্নতির প্রত্যাশা করে,
ঐ উন্নতির প্রহেলিকা তা'দিগকে
অপলাপেই অবশায়িত ক'রে তোলে;
শরীর ও চিত্তের সুসঙ্গত প্রয়াসশীলতাই
মানুষকে উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে,
ঐ সঙ্গতি যেখানে যতখানি অবজ্ঞাত হয়,
মানুষ অবসন্নতা-অভিনিবেশীও
হ'য়ে থাকে সেখানে তেমনি। ৫৯৮২।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৫৮

তোমার বরেণ্য যিনি,
যাঁকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছ,
জীবনের দাঁড়া ব'লে
আলিঙ্গন করেছ যাঁকে,

তিনি যদি তোমার জীবনে
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়
সমাকীর্ণই না হ'য়ে উঠলেন—
সঙ্গে, সাহচর্য্যে,
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-অনুধ্যায়ী
কুশল বিনায়নায়,
সার্থক সুব্যবস্থ
পূরণ-পোষণী অনুচর্য্যায়,
সক্রিয় আপালনী সম্বেগে,
নিজের শুভ-অশুভের খতিয়ান-হারা
ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায়,—
তুমি সুখী হবে কিসে ?
আর, সুখ মানেই হ'চ্ছে—
অন্যকে সুখী করা,
হৃষ্ট করা—
সুনিষ্ঠ শ্রেয়-নিধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
যা'র ফলে, নিজের সুখী হওয়াটা
স্বতঃই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃই ;
তাই, যেখানে সুখ,
সেখানেই আছে শ্রেয়-সন্দীপী সুকেন্দ্রিকতার
সক্রিয় তৃপণ-প্রসাদী সার্থক অনুচলন। ৫৯৮৩।
২।৫।১৯৫৪, সকাল ১০-১৩

'আমি সুখী হলুম না'—
এই আপশোষের অন্তরালেই আছে—
তুমি কা'কেও সাময়িকভাবেই হো'ক
বা নিরন্তরভাবেই হো'ক
সুখী বা হৃষ্ট ক'রে তোল নি,—
যা'র ফলে, প্রতিক্রিয়ায়

তুমি স্বতঃই
সুখী বা হৃষ্ট হ'য়ে উঠবে
বা হ'য়ে চলতে থাকবে। ৫৯৮৪।
২।৫।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

তুমি শ্রেয় যা'তে যতই অনুরক্ত হ'য়ে উঠবে—
হৃষ্টকরণী উদ্‌গ্রীব আবেগ নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,—
তোমার অন্তর্নিহিত গুণগুলি
ঐ অনুরাগ-অনুক্রমণায়
তেমনতরই গুণিত হ'য়ে উঠবে,
আর, অ-গুণগুলি তেমনিভাবেই
অপলাপমুখী হ'য়ে চলতে থাকবে;
আবার, সেই অনুরাগ-কেন্দ্র যদি
অশ্রেয় হ'য়ে থাকে,
তোমার দোষগুলি তেমনতর
গুণিত হ'য়ে উঠবে—
তোমার অন্তর্নিহিত গুণের
তৎ-পোষণী ব্যবহারে,
অ-গুণগুলির উপযুক্ত **পরিপোষণায়**;
তাই, সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে ওঠো—
অবিচ্ছিন্নভাবে,
হৃষ্টীকরণ-আগ্রহ নিয়ে;
গুণগুলি শ্রেয়তে সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
ব্যক্তিত্বে সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৫৯৮৫।
২।৫।১৯৫৪, বেলা ১০-৫৫

তুমি নিজের বেলায়
যেমনতর চাহিদা, চলন, বলন ও করণ
শুভদ ব'লে বিবেচনা কর,

পছন্দ কর,
পেয়ে সুখী হও,
হৃষ্ট হ'য়ে ওঠ তুমি,
তোমার বাঞ্ছিতের প্রতি
স্বতঃ-অনুরাগ-সন্দীপনায়
সক্রিয়ভাবে
চ্যুতিহীন একাগ্র অনুবেদনায়
যখন তেমনি করতে পারবে,
মনে রেখো—
তখন থেকেই
ভজন-প্রবর্ত্তনার সুধী চেতনা
আরম্ভ হ'লো ;
আর, এমনতরভাবে এগিয়ে চলবে
যেমনতর যতই—
তোমার ব্যক্তিত্ব ও বোধি
ভক্তি-বিনায়িত লাস্য-নন্দনায়
জীয়ন্ত হ'য়ে চলবে তেমনি,
ভাগ্যরেখাও ভজন-পরিক্রমায়
তেমনি প্রতিক্রিয়া নিয়েই চলতে থাকবে। ৫৯৮৬।
২।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৪০

প্রাকৃতিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-চেতনার জাগরণ হয়,
তা'রই সুসঙ্গত অন্বিত অর্থনায়
গজিয়ে ওঠে ধী,
আর, ধী যখন সার্থক সঙ্গতিশীল
প্রাজ্ঞ অভিনিবেশে
ব্যক্তিত্বকে অনুশীলন-অনুদীপনায়
বিনায়িত ক'রে তোলে—
তাত্ত্বিক বীক্ষণী অনুচলনের
সমাহিত প্রত্যয় নিয়ে,

তখনই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
স্মৃতিতর্পণার শ্রদ্ধোৎফুল্ল অনুবেদনায়
তোমার বোধিসত্ত্বে
জাগ্রত হ'য়ে উঠে থাকেন,
তুমি তখনই বুদ্ধ,
প্রবুদ্ধ
বা প্রাজ্ঞ,
পূরণ-প্রতাপী পুরুষ তুমি তখনই। ৫৯৮৭।
২।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫০

দুঃশীল চরিত্র
দুঃখই আহরণ ক'রে থাকে—
তা' আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
উদ্দেশ্যের উদ্‌ভ্রান্ত অনুনয়নে,
দুঃশীলতপা অনুবেদনা নিয়ে,
বিকেন্দ্রিক বিপর্য্যয়ী বিপাকী মোহমত্ততায়,
নেশাখোরের মত। ৫৯৮৮।
২।৫।১৯৫৪, বিকাল ৫-৫

অচ্যুত সম্বেগ নিয়ে
যে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলতে পারে না—
সুক্রিয় আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
তা'র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই হো'ক,
গার্হস্থ্য-আশ্রমই হো'ক,
আর বানপ্রস্থই হো'ক,
অথবা সন্ন্যাসই হো'ক,
সেগুলি বেকুব ভুয়োবাজী ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৫৯৮৯।
২।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

তোমার আচার্য্যে
সর্ব্বসঙ্গীতি নিয়ে
সংন্যস্ত না হ'য়ে
যদি কেবল বা নির্ব্বিশেষে
সংন্যস্ত হ'তে যাও,
তোমার সন্ন্যাস ছন্ন প্রতিভার দিগ্‌দারিতে
আত্মবিলয় করবেই কি করবে—
সঙ্গীতিহারা ধৃতি ও মেধার বিদ্রূপ ধন্ধায়। ৫৯৯০।
২।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

সুকেন্দ্রিক সক্রিয় স্থিতসঙ্কল্প যিনি,
তিনিই যোগী,
তার, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী,
যা'রা তা' নয়,
যে-ভেক নিয়েই চলুক না কেন,
তা'রা না যোগী, না সন্ন্যাসী—
রঙিল বিকৃত অধ্যাসী। ৫৯৯১।
২।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৫৭

বস্তুগত বিন্যাস,
সঙ্গতিশীল যুক্তি
ও তদনুগ উপমা—
এই তিনের অন্বিত অর্থনার
সুবিনায়িত আখ্যানের ভিতর-দিয়ে
যা' ব্যাখ্যাত হয়—
তাইই মানুষের হৃদ্য ও বোধগম্য হ'য়ে ওঠে। ৫৯৯২।
২।৫।১৯৫৪, রাত ৯-১১

তীর্থে, মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে
বা পুরুষোত্তম পাদ-পীঠে
স্বস্তি-তীর্থ যজ্ঞের

মহাপুরশ্চরণ সংসাধিত হ'য়ে থাকে,
পুরুষোত্তমের লীলাভূমিই হ'চ্ছে
তীর্থ-শ্রেষ্ঠ ;
আর, পুরুষোত্তমে সুকেন্দ্রিক
প্রীতি-তৎপরতায়
আত্মবিনায়নী সংস্থিতি লাভ ক'রে
যিনি তদনুগ চলনে
অভ্যস্ত হয়েছেন,
তিনিই মহাপুরুষ ;
আর, পুরুষোত্তম হ'চ্ছেন
ঈশ্বর-প্রেরণা-অভিষিক্ত
উদাত্ত প্রাণন-প্রদীপ্ত
ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যিনি আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
অস্তিবৃদ্ধির পরম অনুপ্রেরক যিনি,
আর, ঐ পুরুষোত্তমই যজ্ঞেশ্বর ;
যজ্ঞ হ'চ্ছে লোকের
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার করণ-সমন্বিত
তপশ্চরণ ;
তাই, পুরুষোত্তম-পাদপীঠ ছাড়া
ঐ স্বস্তি-তীর্থ-যজ্ঞ
কোথায়ও সার্থক হ'য়ে ওঠে না ;
ঐ তীর্থ, মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম-সান্নিধ্য ছাড়া
ঐ মহাযজ্ঞ অন্যত্র সুসিদ্ধ হয় না ব'লেই
সাধারণ ক্ষেত্রে
স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের সুক্রিয় নিয়মনাই হ'চ্ছে
মানুষের স্বস্তির ধাতা ও পালয়িতা,
ঐ তপশ্চর্য্যার
সুনিয়মন-তৎপরতায়
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির

ক্রমান্বয়ী উদ্‌গতিই হ'য়ে থাকে ;
তাই মনে রেখো—
যাই কর,
ঐ স্বস্তি সব্যষ্টি সমষ্টির
একমাত্র অবলম্বন ও অনুপালনীয়,
আর, ঐ স্বস্তির পথে
সুক্রিয় হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে
স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের সার্থকতা। ৫৯৯৩।
৩।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-২১

মানুষকে সুখ্যাতি ক'রে
তা' উপভোগ করার
বরাত যা'দের নেই,
দুঃখ ও দুর্দ্দশাই
তা'দের মজুত মূলধন। ৫৯৯৪।
৩।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

স্বস্তিই যদি কাম্য হয়,
অস্তিবৃদ্ধির শুভ অনুশাসনে
নিজেকে অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোল—
সংস্থিতির সুকেন্দ্রিক যোগাবেগ নিয়ে,
বিনায়িত বর্দ্ধন-অনুচর্য্যায়,
ক্রিয়াতৎপর তপনিরতিতে ;
আর, ঐ করণই হ'চ্ছে –
হ'য়ে পাওয়ার পন্থা। ৫৯৯৫।
৩।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৩

নিজ অন্তরের দিকে নজর রাখ—
শ্রেয়কেন্দ্রিক সম্বেগ নিয়ে,
যদি চাও,
নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে সহজেই—

দোষত্রুটিগুলিকে বিনায়িত ক'রে ;
যা'র আত্মনিয়ন্ত্রণ নাই,—
সে নিজেকে
বিনায়িতও করতে পারে না তেমনতর,
বোধ ও ব্যক্তিত্বও
বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে না তা'র। ৫৯৯৬।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৫

শ্রেয়ার্থ-নিরতি নিয়ে
দুনিয়ার যা'-কিছু প্রত্যেকটির সাথে
সংস্রব-সম্পন্ন হও—
ঐ শ্রেয়ার্থকে উপচয়ী করার
উদ্দেশ্য নিয়ে,
হৃদ্য প্রীতি-অনুচর্য্যার মাধ্যমে। ৫৯৯৭।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১০

যেখানে যা' করতে হবে,
এবং যা' করা সমীচীন ও শুভদ—
তা' তো করবেই,
কিন্তু সেই করাটা যেন হয়
যথাসম্ভব হৃদ্য অনুকম্পিতার
শুভ সহযোগিতা নিয়ে। ৫৯৯৮।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১২

তোমার করণীয় যা'
তা'কে অলস ক'রে,
অন্যকে তা'র বরাতী করতে যতই যাবে,
তুমি অবশ ও অবোধ হ'য়ে পড়বে ততই,—
নিজেরই কৃতি-দীপনাকে নিঃসহায় ক'রে। ৫৯৯৯।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

মানুষ কিসে অন্তরাসী মুখ্যতঃ
তা' বুঝতে তোমার দেরী হবে না,
তোমার সাত্ত্বিক সম্বেগই
তা' ব'লে দেবে ;
যা' তোমার শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠে বাস্তবে,
তা' যেমন তোমার সহজ চাহিদা,
অন্যেরও কিন্তু তাই,
অন্যের প্রতিও তেমনি করণীয়। ৬০০০।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৮-২০

যিনি তোমার প্রিয়পরম,
প্রেরিত পুরুষোত্তম যিনি,
তিনি তোমার পরম গ্রন্থি হ'য়ে উঠুন,
আর, জীবনের যা'-কিছু গ্রন্থি
সবগুলিই তাঁতে মুক্ত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক অন্বিত তৎপরতায়,
সার্থক সক্রিয় আবেগ নিয়ে ;
এই সার্থকতায় যত এগিয়ে চলবে,
মোক্ষও এগিয়ে আসবে ততখানি
তোমার দিকে—
বোধ ও ব্যক্তিত্বের বিভা
বিকিরণ ক'রে। ৬০০১।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

যা'ই কর না কেন,
সব সময় নজর রেখো—
তোমার ইষ্টার্থ-আপূরণে
সার্থক হ'য়ে উঠছে কিনা তা',
উপচয়ী হ'য়ে উঠছে কিনা তা' ;
সব ব্যাপারের মধ্যে
এই নজর রেখে চলাই—

সুক্রিয় তৎপরতায়
বোধ-বিনায়িত ক'রে তুলবে তোমাকে—
ব্যক্তিত্বকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে। ৬০০২।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪০

সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধানিরতিই
মানুষকে
অনুশাসন-অনুশীলন-তৎপর ক'রে তোলে—
নিয়মন-তৎপর ক'রে। ৬০০৩।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪১

শ্রেয়-নিদেশ-পালনই
অন্যকে নিদেশ-পালনে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে। ৬০০৪।
৩।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪৩

যাঁকে তুমি ভালবাস হৃদয় দিয়ে,
তিনি তোমার কাছে
সব সময়ই হাল্কা;
তাঁকে সইতে, বইতে
বা তাঁকে নিয়ে চলতে
লোকে যতই কষ্ট দেখুক না কেন,
তোমার কষ্টবোধ তা'তে কিন্তু
কমই হ'য়ে থাকে। ৬০০৫।
৪।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

তোমার নিজের নিন্দা বা অপবাদে
যেমন তুমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠ,
তোমার শ্রেয় যিনি,
প্রেয় যিনি,
তাঁর স্বার্থহানি

বা এতটুকু নিন্দাতেও
যদি তুমি অমনতরভাবে
নিজের মতন ক'রে
ক্ষুব্ধ না হ'য়ে ওঠ,
এবং তাকে যথাবিহিত
নিরোধ না কর,
তুমি বুঝে নিও—
ঐ শ্রেয় ও প্রেয়কে
তোমার সাত্ত্বিক নিবন্ধনায়
আঁকড়ে ধর নি ;
তাই, তোমার নিজের বেলায়
যা'তে যায় আসে—
তাঁর বেলায় তেমনতর ঘটলে
তা'তে তোমার কিছু যায় আসে না,
আর, এমনতর যদি হয়,
তিনি তোমার আপ্ত বা আপনই
বা হবেন কেমন ক'রে ?
আর, তাঁ হ'তে তোমার
প্রাপ্তিরই বা তাৎপর্য্য কী ? ৬০০৬ ।
৪।৫।১৯৫৪, বেলা ১১টা

শ্রেয়ানুবর্ত্তী হওয়ার সম্ভাব্যতা
তা'দেরই কাছে তত অভাবনীয়,
যা'দের ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
আবিল চিত্তবৃত্তির দ্বারা
বিক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্ন বা অপরিশুদ্ধ
যতখানি । ৬০০৭ ।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৪

ব্যক্তিত্ব যা'দের সাত্ত্বিক সঙ্গতি নিয়ে
কোন কিছুতেই অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,

সার্থক সুকেন্দ্রিকতা
তা'দের সংকল্পে
সৎসন্দীপনায় কলস্রোতা নয়কো,
তাই, সন্দেহ-সঙ্কুল তা'রা,
আনতিও দোদুল্যমান তা'দের। ৬০০৮।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৭

যা'দের জীবনের ভূমি
বা ব্যক্তিত্বের দাঁড়া
শিথিল বা শ্লথ,
তা'দের ব্যক্তিত্বও তেমনি
দোদুল্যমান,
অসংলগ্ন,
পরিবর্ত্তনশীল। ৬০০৯।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

করার ভিতর-দিয়েই
মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে,
না-ক'রেই যা'রা
কারণ-অভিজ্ঞ হ'তে চায়,
ব্যর্থ হয় তা'রা—
মিথ্যা কল্পনার কলুষ-জড়িত হ'য়ে। ৬০১০।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

বাস্তবতাকে অবজ্ঞা ক'রে
অন্ধ ধারণার সৃষ্টি করতে যেও না,
ধৃতি-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে। ৬০১১।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

আজকে যা' করতে পার,
কাল করবে ব'লে

তা' ফেলে রেখো না—
বিশেষতঃ সৎ বা শুভপ্রসূ যা',
তাহ'লে করা কিন্তু কালের কবলে,
কৃতিসম্বেগ হারিয়ে ফেলবে তুমি। ৬০১২।
৪।৫।১৯৫৪, রাত ৮টা

বলা ও করার সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ভালবাসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে থাকে। ৬০১৩।
৫।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলে,
তা' হিতপ্রসূ, যুক্তিযুক্ত ও প্রিয় কিনা—
অন্বিত সঙ্গতিতে,—
তা'র প্রতি লক্ষ্য রেখেই করবে। ৬০১৪।
৬।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

হিতবাক্য অপ্রিয় হ'লেও
যথাসম্ভব হৃদ্যভাবে তা' পরিবেষণ ক'রো। ৬০১৫।
৬।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-১৬

আবার শোন—
যাঁ'র উপর দাঁড়িয়ে
তোমার ভরণ, পোষণ, স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা,
সম্বর্দ্ধন
যথাসম্ভব সঙ্গতি নিয়ে চলৎশীল—
তা' সুখেই হো'ক বা দুঃখেই হো'ক,
তিনিই যদি সর্ব্বতোভাবে
মুখ্য হ'য়ে না ওঠেন—
তোমা-কর্তৃক তাঁ'র
সেবা, পরিচর্য্যা, স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা
শরীর চিত্ত ও সত্তার

সুসঙ্গত সম্পোষণার ভিতর-দিয়ে
অনুচর্য্যা ও ব্যবস্থিতির
সন্দীপনী তৎপরতায়,—
তুমি কিন্তু বঞ্চিতই হ'তে থাকবে ;
তোমার জীবনে তিনি
মুখ্য হ'য়ে না উঠলে
তুমিও তাঁর জীবনে
প্রবীণ হ'য়ে উঠতে পারবে না কিছুতেই;
তোমার সুখী হওয়া মানেই হ'চ্ছে
তাঁকে শুভসন্দীপনায়
সুখী ক'রে তোলা—
সর্ব্বতোভাবে ;
এই অন্তরাবেগ যখনই তোমার
ফাঁকা হ'য়ে থাকবে,
লাখ কর,
জীবন তোমার প্রসাদমণ্ডিত হবে না
কিছুতেই ;
তাই বার বার বলি,
তাঁকে উপেক্ষা ক'রে
তোমার কোন চাহিদারই
অনুচর্য্যা করতে যেও না,
তাঁকে অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমার যে-চাহিদা
আপূরিত হ'লে
তিনি সুখী হন
ও শুভ হয়,
স্মিতপ্রসাদে বিনয়-অভিনন্দনায়
তাঁকে গ্রহণ ক'রো ;
এমন ক'রেই তোমার জীবনকে
অভিনন্দিত ক'রে চল,—
সুখী হবে,

এবং তোমার সংসর্গ
অন্যকেও সুখী ক'রে তুলবে ;
তাঁকেই হৃদয় দাও,
তোমার হৃদয়ও উল্লসিত হ'য়ে উঠবে,
হৃদ্য হও,
হৃদ্য অনুসেবনায় কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে। ৬০১৬।
৬।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

তোমার জীবনে
যদি তোমার ঈপ্সিত কোন সম্পদ
নাও থাকে,
আর অনাবিল অচ্যুত
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
উপচয়ী অনুচর্য্যাপ্রবণ শ্রেয়শ্রদ্ধা
আবেগলাস্য সন্দীপনায়
তোমার অন্তরে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলতে থাকে,
লাখ দুর্দ্দশা আসুক না কেন,
তুমি তোমার হৃদয়কে
ভরাই অনুভব করবে,
একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত চারিত্রিক বিকিরণা নিয়ে
দুনিয়ার প্রীতিচুম্বনের অর্ঘ্য হ'য়ে
অবলীলাক্রমে
জীবনকে কাটিয়ে চলতে পারবে। ৬০১৭।
৬।৫।১৯৫৪, রাত ৮টা

শুভ-সম্পাদনী কর্ম্ম-তৎপরতাকে
যখনই তাচ্ছীল্য করলে—
সেই মুহূর্ত্তেই বুঝে রেখো,—
তোমার বোধিদীপনাকে
তাচ্ছীল্যপ্রবণ ক'রে তুললে,

যে-তাচ্ছীল্য তোমার ব্যক্তিত্বকে
কতরকমে উপহাসাস্পদ ক'রে
তোমার জীবনকে
লোকজীবনের কাছে
উপেক্ষার পাত্র ক'রে তুলবে। ৬০১৮।
৭।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

মানুষকে সুকেন্দ্রিক শুভ-সন্দীপনী
করতে হ'লেই
তা'র চরিত্রের বিশেষ মরকোচগুলিকে
অবধারণ করতে হবে—
বিশেষ নজর রেখে,
এবং তা'র কর্ম্মগুলিকে
বা তা'কে দিয়ে যেগুলি করাবে,
সেগুলিকে সব সময়
সুকেন্দ্রিক সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
শুভ কর্ম্মে নিয়োজিত করতে হবে,
এমন-কি, তা'র
বিশেষ কুৎসিত প্রবণতা থাকলেও,
সেগুলিকেও
ঐ ধারায়ই
সৎ-সন্দীপনী কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে
তা'কে যত কৃতী ক'রে তুলতে পারবে,
তা'র কুৎসিত প্রবণতাগুলিও
অমনতরভাবে বাঁক নিয়ে নিয়ে
ক্রমশঃ সৎক্রিয় হ'য়ে উঠতে থাকবে;
লক্ষ্য রেখো—
নিজের ধারণারঞ্জিত অবধারণে
বিভ্রান্ত যেন না হও,
আর, বাস্তবভাবে
তা'কে খারাপ জেনেও

এমনতর আচরণ যেন না কর,
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
তা'র খারাপটাকেই গুণিত ক'রে তোলে ;
এর ভিতর-দিয়েই
সে ক্রমশঃই নিয়ন্ত্রিত হ'তে চলবে,
আবার, তেমনি তা'র ভিতর
শুভপ্রবণতা যেগুলি আছে,
সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে
এমনতর বাড়িয়ে দিতে হবে—
কৃতিদীপনী নিষ্পন্নতায় উপস্থাপিত ক'রে,
যা'র ফলে
ঐ শুভ প্রবণতার সন্দীপনা
লুব্ধ-প্রয়াস-স্ফীত হৃদয়ে
ঐ সম্বেগের সহিত
প্রস্তুতি নিয়ে
সন্ধিৎসু চক্ষুতেই সব সময়
অপেক্ষা ক'রে থাকতে বাধ্য হয়—
আগ্রহ-মদির অন্তঃকরণ নিয়ে,
সার্থক উপচয়ী কর্ম্মনিষ্পাদনায় নিয়োজিত থাকতে ;
ঐ শুভ কর্ম্ম ও কুৎসিত কর্ম্মপ্রবণতাকে
অমনতরভাবে বিনায়িত করার মধ্য দিয়ে
যতই সে কৃতকার্য্য হ'তে থাকবে,
ততই ঐ শুভ নিয়ন্ত্রণের প্রতি
তা'র এমনতর লুব্ধপ্রয়াস
সৃষ্টি হ'য়ে চলবে,
যা'তে ধী-বিনায়িত ব্যক্তিত্বই
ঐ ধাঁজে বিনায়িত হওয়ার আগ্রহ হ'তে
কিছুতেই রেহাই পাবে না ;
যদিও এমনতর নিয়ন্ত্রণ
বা বিনায়নী করনার ভিতরে
অনেক রকম ভ্রান্তি বা ভুলও

এসে যেতে পারে,
যখনই টের পাবে তা',
তখনই সজাগ হ'য়ে
তা'র পরিশোধনী রকমে
মোড় ফিরিয়ে চলতে থাকবে ;
অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে
নিজেকেও অমনতরভাবে
বিন্যায়িত ক'রে চলা চাই,
নচেৎ তোমার কর্ম্মকে
তুমিই সংঘাত দিয়ে
ব্যর্থ ক'রে তুলবে ;
যদি কাউকে
শুভ সন্দীপনী ক'রে তুলতে চাও,
এই রকম নিয়ে চলতে থাক—
নিজের ভুলত্রুটিকে
পরিশোধন করতে করতে,
অনেক স্থলেই সার্থকতা লাভ করবে। ৬০১৯।
৭।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৫৫

নিজের স্বার্থপ্রত্যাশা—
তা' যত রকমেরই হো'ক না কেন,
একদম জলাঞ্জলি দাও,
ইষ্টার্থ-নিষ্পাদনী প্রত্যাশায়
নিজেকে আগ্রহ-বিধুর ক'রে তোল ;
যা' ধরবে
বা যা' করবে,
ত্বরিত বিহিত নিষ্পন্নতায়
তা' সমাধা ক'রে ফেল,
আর, এই হ'চ্ছে
দুস্তর-অতিক্রমী

অমোঘ প্রাণন-সম্বেগ । ৬০২০ ।
৭।৫।১৯৫৪, রাত ১০টা

নারীত্ব সার্থক-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে সতীত্বে,
আর, মাতৃত্ব সার্থক হ'য়ে ওঠে
সুসন্ততির প্রসূতিত্বে,
আবার, সতীত্বই হ'চ্ছে মাতৃত্বের জননী । ৬০২১ ।
৮।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

যেখানে সুকেন্দ্রিকতা নাই,
সক্রিয় আভিজাত্য-অনুধ্যায়িতা নাই,
পরাক্রমী সহযোগিতা নাই,
সংহতির কথা সেখানে
হাস্যোদ্দীপক । ৬০২২ ।
৮।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৫

আশ্রম কথার মানে হ'লো
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
শ্রমপ্রিয় কর্ম্মকুশলতার ভিতর-দিয়ে
মানুষ যেখানে যোগ্যতা অর্জ্জন করে—
অসৎকে নিরোধ করতে
ও মঙ্গলকে সঞ্চয় ও সংহিত
ক'রে তুলতে জীবনে । ৬০২৩ ।
৮।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

অপাত্রে ঈশ্বর-অনুগ্রহ
অপলাপেই খরচ হ'য়ে থাকে । ৬০২৪ ।
৮।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪টা

ঈশ্বর-অনুগ্রহ সবাতেই
সমান বিকীর্ণ,

যা'র যেমন ধাত,
প্রবণতা যা'র যেমন,
সে তেমনি ক'রেই
তা'কে ব্যবহার ক'রে থাকে। ৬০২৫।
৮।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৮

সুকেন্দ্রিক সদনুশাসনকে
অবহেলা ক'রো না,—
শ্রেয়ের অধিকারী হবে। ৬০২৬।
৮।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩০

বিলাসী হ'তে যেও না,
বিলাসিতা অলস উপভোগেরই
অভিশাপ,
সুক্রিয়া-সন্দীপী বোধ-অনুপ্রেরণা
ঐ বিলাসিতায়
শ্লথ হ'য়ে ওঠে। ৬০২৭।
৮।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১০

তুমি তৃপ্ত থাক,
সন্তুষ্ট থাক তুমি,
সুক্রিয় শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিজের প্রাণন-সম্বেগকে
উদ্দাম অবাধ-উচ্ছল ক'রে
শ্রেয়-নিরতির জাগরণ-দীপনা নিয়ে;
আর, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে চল—
আগ্রহ-মাতাল অনুকম্পা নিয়ে,
অর্জ্জন-নিরতির আতিশয্যে,
দুনিয়ার যা'-কিছুকে
ঐ শ্রেয়ার্থে
অন্বিত সঙ্গতির

সার্থক অনুদীপনায় বিনায়িত করতে,
আর, ঐ বিনায়নী আত্মপ্রসাদে
নিজেকে আরো-আরোতে
উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলতে
আগ্রহ-মদির উদ্দীপনায় ;
এমনতরই তৃপণার
অব্যর্থ ক্ষুধা নিয়ে
উদ্দীপ্ত আতুর অনুকম্পায়
ঐ শ্রেয়-অবলম্বন-নিবদ্ধ রেখে
উত্তাল উদ্যমী সার্থক অৰ্জ্জন-মুখরতায়
নিজেকে ব্যক্ত ক'রে তোল—
সার্থক ক'রে ঐ শ্রেয়প্রতিষ্ঠাকে,
নন্দিত ক'রে
প্রত্যেকটি হৃদয়ের জীবনদোলাকে,
আরোতে উদ্দাম ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেককে ;
আর, এই এমনতর চলাই হ'চ্ছে—
শ্রেয়ানুকম্পী, শ্রেয়প্রতিষ্ঠ
শ্রেয়-দীপনার
শ্রেয়-নন্দনী আত্মপ্রসাদ ;
তাই, শ্রেয়-স্রোতা হ'য়ে
শ্রেয়-তরঙ্গে
আবৰ্ত্তিত হ'তে হ'তে
বীচিমালার
উৎক্ষেপ-নিবন্ধনী
বোধদীপনাকে জাগ্রত ক'রে
নিজেকে অমৃতের পথে
উধাও ক'রে তোল—
অমৃত পরশে
নিজের জীবনের অমর-উদ্দীপনায়
সবারই অন্তরে

অমৃত-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ক'রে,
আর, এই তৃপ্ত আকুলতার
সাম-সঙ্গীতই হ'য়ে উঠুক
তোমার শ্রেয়-পূজার সমিধ আহরণ,
আর, এই তো জীবনের সার্থকতা—
অমৃতময়ী প্রাণন-মদির
উত্তাল-উদ্‌গমী অভিযান,
যা'র প্রতি পদক্ষেপে
স্বস্তির কলকাকলী
স্বতঃস্রোতা নন্দন-প্রসাদে
ডেকে ডেকে চলে। ৬০২৮।
৮।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

তোমার পক্ষেই হো'ক
বা অন্যের পক্ষেই হো'ক,
যা' ক্ষতিকর ব'লে বুঝছ
বা বিবেচনায় আসছে,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সেগুলিকে যা'তে
সন্দীপ্ত শুভ-বিনায়নে
শুভকর ক'রে তুলতে পার,
তাইই ক'রো—
সুনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে;
আর, যেখানে তা' না পারছ,
সেখানেও লক্ষ্য রেখো—
যা'তে
তা' ক্ষয়ী আক্রমণে
তোমার বা অপরের
কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন
না করতে পারে,
আর, এতে যেমনতর অবহেলা করবে,

দুর্দ্দশাও তেমনি ক'রেই ধরবে কিন্তু। ৬০২৯।

৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-২৫

তুমি তোমার প্রাক্‌জীবন হ'তে
বহুবিধ সংঘাতকে এড়িয়ে
বা নিরোধ ক'রে
তোমার সাত্ত্বিক চলনকে
বজায় রেখে চ'লে এসেছ,
এই করতে গিয়ে
অনেকগুলিকে তাচ্ছীল্য করতে
হয়েছে তোমার,
অবজ্ঞা করতে হয়েছে,
এড়িয়ে আসতে হয়েছে,
কিন্তু অবস্থা ও কার্য্যকারণের
সার্থক অন্বয়ে
সেগুলিকে বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
সত্তার স্বচ্ছন্দ চলনকে
বজায় রেখে চলতে পার নি,
ফলে, ঐ চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধিও
অবজ্ঞাত হ'য়ে এসেছে ;
তাই, ঐ অজ্ঞতা
পিছু নিয়ে
এখনও ছুটে আসছে ;
যখন যেমন ক'রে যা' করলে
তোমার অবস্থা
কার্য্যকারণের অন্বিত সঙ্গীতিতে
বিনায়িত হ'য়ে
সংস্থিতিকে সহজ ও সরল ক'রে তোলে,
তা' এখনও তেমন ক'রে

করতে পার নি ;
তাহ'লে, তোমার সংস্থিতিকে
বজায় রাখতে হ'লেই
তোমাকে সুকেন্দ্রিক হ'তেই হবে,
আর, তোমার পরিবেশ ও পরিস্থিতির
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে
নিজের স্থিতি যা'তে
সম্পোষিত হয়
সম্পালিত হয়
সম্পূরিত হয়
তেমনি ক'রেই তা'কে বিনায়িত ক'রে
চলতে হবে ;
এই চলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধিও
শোধিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
সজাগ হ'তে থাকবে,
আর তুমিও
বোধিসমন্বিত ব্যক্তিত্বের
অধিকারী হ'য়ে উঠবে,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বোঝ,
করার ভিতর দিয়ে জান,
আর, যে-রকমে বাঁচতে ও বাড়তে পার
তেমনতর হ'য়ে ওঠ,
আর, অমনি ক'রেই
অমৃত লাভ কর ;
ঈশ্বরই অমৃতস্বরূপ,
ঈশ্বরই সার্থক সঙ্গতির
ধী-বিনায়িত পরম ছন্দোৎস,
তিনিই বিধাতা। ৬০৩০।
৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১০

যে বা যা'রা
তোমার পক্ষে জীবনীয়,
হিতপ্রসূ,—
তা'দের নিন্দা করা—
যেমন ঋষিনিন্দা, বিপ্রনিন্দা,
হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদের নিন্দা,
জীবন ও আয়ু হ'তে বঞ্চিত হওয়ার
প্রধান সোপান,
আর, ব্যভিচারপরায়ণ হ'য়ে চলাও তদ্রূপই,
কারণ, এই দোষের বিকৃত সংঘাতে
স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হ'য়ে
জীবনীয় দেহযন্ত্রগুলিকে
দুর্ব্বল ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই জীবনধৃতি
বিধ্বস্ত হ'য়ে ওঠে,
তাই, ধর্ম্ম বা ধৃতির নিন্দক হ'য়ে
ব্যভিচারপরায়ণ চলন
মৃত্যুর অগ্রদূত। ৬০৩১।
৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৫৫

অন্যের স্বার্থ-সন্ধিৎসু আগ্রহ নিয়ে
তা'র সমাধানে
নিজেকে নিয়োজিত রেখে চল,
তা'দের অন্তর-তৃপণা
শ্রদ্ধোচ্ছল অনুবেদনা নিয়ে
তোমাকে ভৃতি-অবদান যা' দেয়,
ধন্যবাদ-মুখর হ'য়ে তাইই গ্রহণ ক'রো ;
তুমি না চাইলেও
এই পথে তোমার স্বার্থ
অবাধ-অর্জ্জনী হ'য়ে চলবে,
কিন্তু স্বার্থলোলুপ চাহিদা বা প্রত্যাশার

সক্রিয় পরিকল্পনা থেকে
যথাসম্ভব দূরেই থেকো। ৬০৩২।
৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৯টা

যথেষ্ট পেয়েও
আরোর প্রত্যাশায়
বা ঈর্ষ্যাপরায়ণতায়
তোমার পালয়িতার প্রতি
যতই তুমি হিংসাবিমূঢ় হ'য়ে উঠবে,
দোষপরবশ হ'য়ে উঠবে,
ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে,
হিংস্র কটাক্ষে বা ক্রিয়ায়
সংবিদ্ধ ক'রে তুলবে তা'কে,
নিজের স্বার্থসেবায়
তা'র অপচয় সংঘটন করতে
কুণ্ঠিত হবে না,—
মনে রেখো—
তোমার ঐ অন্তর
লুব্ধ ক্ষিপ্ততায়
ফেনিল গর্জ্জনে
দুর্দ্দশাকে
এমনভাবেই আকর্ষণ করছে,
যে-দুর্দ্দশা তোমাকে
দারিদ্র্য-ধুক্ষাপীড়িত ক'রে
জাহান্নমে শেষ সমাধি রচনা করতে
এতটুকুও কুণ্ঠিত হবে না। ৬০৩৩।
৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

তোমার অন্তর্নিহিত ঝোঁক বা প্রবণতা
শ্রেয়কেন্দ্রিক সার্থকতায়
বিনায়িত হ'য়ে

যেমনতর সক্রিয় সম্বেগশালী হ'য়ে উঠবে—
সত্তাপোষণী সম্বেদনা নিয়ে,
সংহত সংহিতিতে,
অদম্য উৎসাহে,
পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকের
ঐ সত্তাপোষণী ঝোঁককে
অন্বিত তৎপরতায়
নিয়ন্ত্রিত ও বিনায়িত ক'রে
কেন্দ্রার্থ-পরিসেবনায়—
শত সংঘাতের ভিতরেও
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সেগুলিকে সাত্ত্বিক অনুধায়নী অনুক্রমণায়
সুযুক্ত সঙ্গতিশীল ক'রে,—
তা' পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেককে
তদনুগ চলনে অনুপ্রাণিত ক'রে
পুরুষানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
জনন-তাৎপর্য্যে
জাতির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমণায়
তেমনতর রূপেই
রূপায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
জাতিগঠনের মূল মন্ত্রই হ'চ্ছে ঐ,
একে অবজ্ঞা ক'রে,
ঐ অন্তর্নিহিত আবেগকে উপেক্ষা ক'রে,
সেগুলিকে সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
বিনায়িত না ক'রে
যদি জাতি গঠন করতে চাও,—
ব্যর্থ হবে কিন্তু,
সমাধানহারা ব্যতিক্রমবিদ্ধ ছন্নতায়
জাতি ও দেশের আবহাওয়া
বাত্যাকম্পিত ঘূর্ণি-বেঘোরে
আত্মবিলয় করতে বাধ্য হবে—

আদর্শ-অনুবেদনী শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতা হ'তে
নিজেকে বঞ্চিত ক'রে। ৬০৩৪।
৯।৫।১৯৫৪, সকাল ১০-২০

তুমি ঈশ্বরকে
যাই ব'লে ডাক না কেন,
বা মৌখিকভাবে
তাঁকে স্বীকার কর বা নাই কর,
যদি তোমার সত্তার
ধারণ-পালনী অনুশাসনকে
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতায়
বাস্তবে সেবা করতে থাক,
তা' তাঁরই সেবা ;
যেখানে তোমার অজ্ঞতা—
ঈশ্বরও মূক সেখানে,
এই অজ্ঞতার আলিঙ্গন থেকে
যতই মুক্ত হ'তে থাকবে তুমি,
তিনি তোমার কাছে
মুখর ও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবেন ততই—
প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তর-মন্দিরের
প্রাণন-প্রভায়
প্রমূর্ত্ত হ'য়ে,
সমষ্টির চেতন দীপনায়
অবধারণী স্মৃতিচেতনায়
মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে,
ব্রহ্মণ্যদেব হ'য়ে
তোমার ধী-চক্ষুকে বিভাসিত ক'রে—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
সুযুক্ত অভিসারে,
কলস্রোতা নিনাদলাস্যে,
শাব্দিক তরঙ্গে,

ক্ষীরী অভিগমনে
নিজেকে অবশায়িত ক'রে ;
তোমার অন্তরাবেগ ব'লে উঠবে—
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"—
তা' যে ভাবেই হো'ক
আর যে ভাষায়ই হো'ক। ৬০৩৫।
৯।৫।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

নিজের নাম, যশ, খ্যাতি,
অর্থ বা উপঢৌকন ইত্যাদির প্রাপ্তিতে
যেমন তোমার স্বতঃ-সন্দীপ্ত প্রীতি-প্রণোদনা
ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
তদনুগ বাক্য ও ব্যবহারের উন্মেষ উদ্দীপনায়,
এমন-কি, যা'রা তোমার প্রীতি-তীর্থ,
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি,
তোমার শুভ সুখ-সন্দীপনায়
তা'দেরও বাক্য, ব্যবহার ইত্যাদিতে
কৃতি-উজ্জ্বল গৌরবমুখর সন্দীপনা
যেমন প্রকাশ পায়—
অন্তরাসপূর্ণ অনুবেদনা নিয়ে,
তেমনি তোমার শ্রেয় ও প্রেয় যিনি—
তাঁর নাম, যশ, খ্যাতি, প্রাপ্তি
ও স্বস্তি-সম্পাদনে
যখন তুমি অমনতর নন্দিত হ'য়ে ওঠ ;
এবং তোমার আপন জন যা'রা,
তা'রাও যেখানে
ঐ ব্যাপারে অমনতরভাবে
ভাবিত ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
গৌরব-তৃপণা নিয়ে,

তখনই কেবল তাদের স্বজনত্বের দাবী
সুখ-সন্দীপনী স্বতঃ-সার্থকতায়
তোমার ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়
প্রকৃত সক্রিয় আগ্রহ-উৎকর্ণ অনুবেদনা নিয়ে ;
এই হ'চ্ছে—
স্বজনদের আপ্যায়নী অভিব্যক্তির নমুনা
তোমার কাছে ;
এই কেন্দ্রার্থ-অনুশ্রয়ী লাস্য-নন্দনা
ছড়িয়ে পড়ুক
পরিবেশের প্রত্যেকের ভিতর,
শ্রদ্ধোচ্ছল নন্দন-অশ্রুসিক্ত আনত চক্ষু
অভিবাদন করুক তোমাকে—
হৃদয়ের শ্রদ্ধার আসনে
অভিষিক্ত ক'রে তুলে । ৬০৩৬ ।
৯।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

সক্রিয় সুকেন্দ্রিক
অনুবেদনা-প্রদীপ্ততার সহিত
জননী যেমন
সুসঙ্গত তৎপরতায়
যে চরিত্র নিয়ে
শিশুচর্য্যায় নিরত হ'য়ে চলে,
শিশুর জীবনও তেমনিভাবে
সংগঠিত হ'য়ে উঠতে থাকে,
এর বিকৃতি যেখানে যেমনতর—
শিশুর ব্যক্তিত্বও
তেমনি বিকৃতির অধিকারী হ'য়ে
বেড়ে উঠতে থাকে । ৬০৩৭ ।
৯।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

হীনম্মন্যতার মতন ধন যা'র আছে,
তা'র কি কখনও
দুঃখের অভাব হয় ?
হীনম্মন্যতার সেবা করতে যেও না,
হীনত্বের সেবা করলে
হীনই হ'য়ে যায়। ৬০৩৮।
৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮টা

যা'রা আত্মবিনায়নে দুর্ব্বল,
অথচ দম্ভী আত্মপ্রতিষ্ঠার
প্রলোভনপরায়ণ,
তা'রা নিজের হীনম্মন্যতারই
পরিচর্য্যা ক'রে থাকে,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়নিষ্ঠ হওয়া
তা'দের পক্ষে দুষ্কর ;
কাউকে শ্রেয় ব'লে স্বীকার ক'রে
তাঁ'র নিদেশবাহী হ'য়ে চলা
বা তদনুগ আত্মনিয়মনে
তাঁ'র প্রীতি-পরিচর্য্যী ক'রে
নিজেকে নিয়োজিত করা,
এক-কথায়, সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোলা
তা'দের পক্ষে
গুরুতর ব্যাপার ব'লেই
বিবেচিত হ'য়ে থাকে,
কারণ, তা'দের শ্রদ্ধা সেখানেই—
তা'দের হুকুমতালিমী শ্রদ্ধা
যেখানে ধামাধরা সৌজন্যে
পরিচালিত হ'য়ে
তা'দের তৃপ্তি সম্পাদন করে ;
এইজন্য শ্রেয় কাউকে

স্বীকার ক'রে
তদনুধ্যায়িনী তৎপরতায়
তৎপরিচর্য্যী হ'য়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তোলা
একটা অভাবনীয় ব্যাপার বলেই
মনে হ'য়ে ওঠে তা'দের কাছে ;
এক-কথায়,
তা'রা দুর্ব্বল অন্তঃকরণের মানুষ,
প্রবৃত্তির প্রাধান্যকে অস্বীকার করা—
তা'দের পক্ষে একটা
আত্মঘাতী ব্যাপারের মতন,
তাই, জীবনে কাউকে
মুখ্য ক'রে নিয়ে
তন্মুখীন আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুচর্য্যার অনুশীলনে
নিজের বোধ ও ব্যক্তিত্বকে
সার্থক ক'রে তুলবার রোচনাকে
এড়িয়েই চলতে চায় তা'রা ;
এই দেখলেই বুঝে নিও—
নিজের প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যায়
নিরত থাকা ছাড়া
তখনও
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
অনুচর্য্যা-তৎপরতা নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে চলা
তা'দের দিক দিয়ে মুশকিল,
কারণ, তা'দের জীবন-দাঁড়া দুর্ব্বল,
দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের আওতায়
তা'রা বসবাস করে,
কাউকে বইবার,
ব'য়ে নিজে বিনায়িত হবার শক্তি
তা'দের খুবই কম ;

যাই হো'ক না কেন,
বর্দ্ধনায় বিনায়িত হওয়ার
একমাত্র উপায়ই হ'চ্ছে—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মন-প্রচেষ্ট হ'য়ে চলা। ৬০৩৯।
১০।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৫

তুমি যদি কা'রও প্রতি
সহানুভূতিশীল না হও,
কা'রও সৎ-সহযোগী
না হ'য়ে ওঠ বাস্তব অনুচর্য্যায়—
শ্রেয়-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
অন্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতায়
বঞ্চিত হবে,
আর, এতে যতই
শক্ত হ'য়ে উঠবে তুমি,—
প্রকৃতি তা'র পরিমার্জ্জনী
শুভ-অবদান হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে;
দরদী-হীন শুষ্ক তৃণের মতন
বিপর্য্যয়ী বাত্যায়
উড়ে বেড়ানো ছাড়া
তোমার পথই থাকবে না। ৬০৪০।
১০।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

অপরাধীদের প্রবণতাই এমনতর,
যে, তা'রা তা'দের অপরাধগুলিকে
তান্ত্রিক তন্ত্রে ফেলে
দার্শনিক তত্ত্ব-অবতারণায়
প্রচেষ্টাপরায়ণ হ'য়ে চলে—
যদিও তা' কা'রও পক্ষে
জীবনবর্দ্ধনী নয়,

তা'রা অমনতর করে—
সমর্থনী ভ্রান্তি-আবরণ
সৃষ্টি করার জন্য। ৬০৪১।
১০।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

স্বামী ও অত্যন্ত নিকট গুরুজন ছাড়া
পুরুষ-সংস্রব-প্রবণতা
যা'দের বেশী—
প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষা সৃষ্টি ক'রে,
তা' কামেরই চাপা
অজ্ঞাত কলগতিরই রূপ মাত্র,
আর, পুরুষের বেলায়ও
অমনতর নারী-সংস্রবও তাইই। ৬০৪২।
১০।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

যিনি তোমার বরেণ্য—
তা' জন্মে, বর্ণে, গোত্রে,
কুলে, যোগ্যতায়
আচরণে, চরিত্রে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তাঁ'র সাথে পরিণীতা হ'য়ে
তুমি যদি
ইষ্টানুগ চলনের সহিত
তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রে
সুষ্ঠু আত্মনিয়মনী অনুবেদনায়
বহনই না করতে পার তাঁকে,
সরাসরি তোমার স্বার্থ ক'রে তুলতে না পার—
নিজ স্বার্থকে তাঁ'তেই অর্থান্বিত ক'রে,—
তোমার বধূত্ব কিন্তু
সার্থকই হ'য়ে উঠবে না ;

আর, বধূত্ব যেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
নারীত্বও সেখানে ব্যর্থ হ'য়েই থাকে,
আবার, নারীত্ব যেখানে ব্যর্থ—
সন্তানের প্রসূতি হওয়াও
সেখানে দিগ্‌দারি মাত্র ;
হৃদয়ঢালা সুক্রিয় আবেগ নিয়ে
তাঁকে যদি আলিঙ্গন না করতে পার—
আচারে, ব্যবহারে,
পূরণে, পোষণে,
সংরক্ষণী তৎপরতায়,
সর্ব্বতোভাবে,
বাস্তব স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী অনুক্রিয়
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
কেন্দ্রায়িত ক'রে নিজের যা'-কিছুকে,
অর্থনার অনুবেদনী ধী-বিনায়িত
ব্যক্তিত্ব নিয়ে,—
তুমি সুখী হবে কিসে ?
নদীর কিনারায় ব'সেও
জলাতঙ্ক রোগীর মতন
ক্ষোভ ও অনুতাপ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
তোমার জীবন অতিবাহিত করতে হবে ;
মনে রেখো—
তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি,
স্বামী যিনি,
তাঁ' হ'তে লাখ পেলেও
সুখ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না কিন্তু,
দিয়ে তাঁকে যত
প্রীতিপ্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় অব্যর্থ
ক'রে তুলতে পারবে—
পাবার প্রত্যাশা না রেখে,

না-পেয়েও সুখের আলিঙ্গনে
তৃপ্ত হবে তুমি,
আর, পেলে—
তাঁর আশীর্ব্বাদী ব'লে
মাথায় ক'রে নিয়ে
তৃপ্তির অভিবাদনে
তর্পিত ক'রে তুলবে তাঁকে,
তুমি বুঝতে পারবে—
সুখ কেমন ক'রে ও কিসে হয় ;
ফাঁকি-দেওয়া জীবন
চিরদিনই ফাঁকাই হ'য়ে থাকে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
ইষ্টানুধ্যায়ী অনুচলনে
স্বামি-সেবায় নিরত থাক—
তাঁর স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী
অনুকম্পী অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে ;
ঈশ্বরই জনগণ-বল্লভ। ৬০৪৩।
১১।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

কা'রও নিকট কিছু চাইতে হ'লে
এমনভাবেই তা' চেও,
যা'তে তোমার চাহিদা
তা'কে ক্ষুণ্ণ না করে,
আর, চাহিদামাফিক যদি না পাও—
তুমিও ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে ওঠ ;
চাইতে হ'লেই
তা'র অবস্থাগুলি
নিজের নজরে রাখতে হয় ;
মনে রেখো—

অবস্থার অনুমতি যেমন—
তা' অন্তরেরই হো'ক বা বাহিরেরই হো'ক
বা উভয়তঃই হো'ক
মানুষ কাউকে কিছু দিতে
প্রসন্ন বা দুঃখিতও হয় তেমনি। ৬০৪৪।
১১।৫।১৯৫৪, বিকাল ৩-১৮

তোমার বলাগুলি
ততই জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবে,
তোমার হওয়া যেমনতর বাস্তব চরিত্র নিয়ে
সক্রিয় হ'য়ে উঠবে। ৬০৪৫।
১১।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৫

প্রভু! হৃদয়-বল্লভ!
ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে
আজ তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত—
অন্তরের অবাধ্য আবেগ নিয়ে
আমাকে উৎসর্গ করতে
তোমার স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনার
যাগচারী ক'রে;
আমার জীবন
তোমার অস্তিবর্দ্ধনী
অর্চ্চন-অভিসারণায়
নিয়োজিত হউক;
আমার প্রতিটি পদক্ষেপ
তোমার ইষ্টানুগ শুভচর্য্যায়
নিরত থাকুক;
আমার প্রাণন-দীপনা
সুখসাফল্য-অনুচর্য্যায়
তোমাকে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী ক'রে তুলুক—
নির্ব্যাধি নিরুদ্বেগ ক'রে;

ঐ অনুচর্য্যা আমার যা'-কিছু সবকে
নিরত চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলুক;
তুমি আমার প্রভু,
তুমি আমার সত্তা-সর্ব্বস্ব,
তুমি আমার স্বামী,
তুমি আমার পরপারের পুণ্য তোরণ—
আমার জীবন পুণ্য হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ পুণ্য জীবন
তোমার অর্চ্চনামুখর হ'য়ে
স্বস্তি সম্পাদন করুক!
আর, স্বস্তি-সর্ব্বস্ব প্রাণন-দীপনা
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক। ৬০৪৬।
১১।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩৫

যে-কোন ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তোমার সম্মুখে
যেমনতরই লোক-সমাবেশ হো'ক না কেন,
বা উপকরণের সমাবেশ হো'ক না কেন,
তুমি তা'দিগকে যদি
দক্ষকুশল নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
অনুপ্রেরণী উন্মাদনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'দের অন্তরাবেগকে
সক্রিয় উচ্ছল ক'রে তুলে
তা'দের দিয়ে যথাসম্ভব
যা'-কিছুর
সমাধান বা নিষ্পাদন ক'রে তুলতে পার,
সেই নিষ্পাদনী কৃতিই
ঐ সমাবেশকে তোমাতে
ক্রম-সংহত ক'রে তুলে
আরোর পথে
নব-নব উন্মেষশালী প্রতিভা-প্রদীপনায়

মহা সৎ-সঙ্গতির
সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে ;
চাই সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুপ্রেরণায়
সহানুভূতিসম্পন্ন ক'রে
পারস্পরিক অনুকম্পী নিবন্ধনায়
হৃদ্য শৃঙ্খলায়
তা'দিগকে বিহিত উপচয়ী ক'রে তুলতে পারা ;
তীক্ষ্ন নজর রাখ,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তা'দিগকে পরিচালিত কর,
সমাধানী ক্রিয়া-তৎপর ক'রে তোল,
সার্থকতায় তা'দিগকে উৎফুল্ল ক'রে
আগ্রহ-সন্দীপ্ত ক'রে রাখ—
শুভ-আহ্বানী সক্রিয় মর্য্যাদায়
উদ্ভিন্ন ক'রে ;
দেখবে—
বিশাল ভবিষ্যৎ-সৌধ
ঐ সংহতির অন্তঃক্রোড়েই
গজিয়ে উঠছে । ৬০৪৭ ।
১১।৫।১৯৫৪, রাত্রি ৭-৩০

অপরাধ যা'র যাই থাকুক না কেন,
সমীচীন হৃদ্যতা নিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
তা'কে ক্ষেমবাহী যদি ক'রে তুলতে পার,—
তাইই ভাল ;
কিন্তু কৃতঘ্নতার লেশও
যদি কোথাও দেখতে পাও,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
সাবধান হ'তে কসুর ক'রো না ;—
'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ।'

—এ শুধু দার্শনিকতা নয়,
প্রকৃতিরই অনুশাসন
—নির্ব্বাক নিদেশ। ৬০৪৮।
১২।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৩০

ভীতিপ্রদ তা'রাই—
যা'রা যথাবিধি সাহায্য পেয়েও
সত্তাপোষণী যোগ্যতা অর্জ্জনে নারাজ। ৬০৪৯।
১২।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-২৫

যা'রা প্রাপ্তি বা প্রত্যাশার
আনুগত্য নিয়ে—
তা' কামিনীই হো'ক
আর কাঞ্চনই হো'ক,
তোমার অনুসরণ ক'রে থাকে,
ঠিক বুঝো—
সেখানে অনুরতিও নেই,
আত্মনিয়ন্ত্রণও নেই,
আছে সাধ্যমতন প্রাপ্তির ঝুলবাজী চলন;
এমনতর সহচর বা অনুচর দিয়ে
কোন উন্নতিকর কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়ে
তা'কে সব দিক দি'য়ে
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন করা কিন্তু
মুশকিলই হ'য়ে উঠবে,
ব্যর্থকাম হওয়ার সম্ভাবনাই
তা'তে বেশী;
তাই, বেশ ক'রে দেখে-বুঝে
অনুচর-কর্ম্মী নির্ণয় ও নিয়োগ ক'রো—
যদি কৃতকার্য্য হ'তে চাও। ৬০৫০।
১২।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২৫

মহাপুরুষ বা মহাজন-কথা
এবং তাঁদের শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন
বিনায়িত চরিত্র
যা' শুনে তোমার অন্তঃকরণ
হিল্লোল-দোলিত হ'য়ে ওঠে,
তা' যদি তোমার বোধি স্পর্শ ক'রে
ব্যক্তিত্বকে তদনুগ চরিত্রে
উদ্দীপ্ত ক'রে না তোলে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনচরিত্রে,
এক কথায়, আচরণ-অভিব্যক্তিতে
দেশ, কাল ও পাত্রানুগ বিহিত উন্মাদনায়,
তোমার কপট শ্রবণ
অন্তরের বজ্রকপাট রুদ্ধ ক'রে দিয়ে
একটা ভণ্ড কহুত নেশায়
যদি তা'কে ভাঙ্গিয়ে
নিজের প্রত্যাশাপূরণী অর্থে
অর্থান্বিত ক'রে ব্যবহার করে,—
তুমি তাঁদিগকে তো পেলেই না,
নিজেকেও হারালে—
শাতনী প্ররোচনায় আত্মবিক্রয় ক'রে ;
তাঁদের কথা শোনা মানেই হ'চ্ছে
তৎদনুগ বোধি-বিনায়নায়
ব্যক্তিত্বকে ঐ চরিত্রে
উদ্ভাসিত ক'রে তোলা—
তদনুগ কর্ম্মে
নিজেকে উৎসর্গ ক'রে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
সেগুলিকে উপচয়ী ক'রে তোলা—
নিজের ব্যক্তিত্বে ;
তুমি নিজেও তাই কর,
তোমার সন্তান-সন্ততি

পরিবার-পরিজনকেও
ঐভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল—
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে;
তুমি তো সার্থক হবেই,
ঐ সার্থকতা দেশ ও পরিবেশকেও
সার্থক ক'রে
অমৃতপ্লাবী ক'রে তুলবে,
তাঁদের আগমনই হ'চ্ছে—
ঐ আদর্শে মানুষকে
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলে
সুযুক্ত সার্থক বিনায়নায়
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে
তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তোলা ;
এই হ'য়ে ওঠাই হ'চ্ছে
তাঁদের প্রতি
তোমাদের অর্ঘ্য-নন্দনা,
ঐ তাঁদের প্রতি
তোমাদের জীয়ন্ত পূজা,
যা'র স্বস্তি-অর্ঘ্যই হ'চ্ছে সম্বর্দ্ধনা,—
ক্ষুদ্রত্বের অবসান ক'রে
বিরাটে বিবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠা বাস্তবে। ৬০৫১।
১২।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১০

মহাপুরুষ-কথা
অচ্যুত ইষ্টার্থ-অন্বয়ী তৎপরতায়
তোমার অন্তরে যদি
এমনভাবে বেজে না উঠলো,
যা'তে তুমি অমনতর চলনে
না চ'লেই থাকতে পার না,
তাহ'লে তা' কিন্তু নিরর্থক ;
তাঁদের সুর

অনুপ্রেরণী উদ্দীপনায়
তোমার অন্তরে বেজে উঠুক,
তোমার চলন-চরিত্র
সক্রিয় অনুদীপনায়
ঐ ধ্বনন-প্রতিক্রিয়ায় ধ্বনিত হ'য়ে
সমসূত্রে
তোমার অন্তর-গ্রামের
অনুগ পর্দ্দায়
ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ ধ্বনন
তোমার চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে উঠুক,
আর, তা' তোমাতে
মহান আবির্ভাবে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠুক,
মহান হ'য়ে ওঠ তুমি—
ইষ্টার্থ-উপচয়ী মহান্ সার্থকতায় ;
আর, ঐ সার্থকতা
ঈশ্বরে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বার্থ-সমাধানে
সক্রিয় ক'রে তুলুক তোমাকে। ৬০৫২।
১২।৫।১৯৫৪, রাত ৮-২০

নিবিষ্ট হ'য়ে কর,
বুঝ বাড়বে,
আর, সন্ধিৎসু চোখে দেখ—
সুঝবে ভাল। ৬০৫৩।
১৩।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৩০

তুমি নির্ব্বিশেষ-অনুভূতিতে
উৎক্রান্ত হ'য়ে উঠেছ ব'লে মনে কর,
অথচ ঐ নির্ব্বিশেষ কেমন ক'রে

কী সংক্রমণায়
কোন্ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
প্রতিটি বিশেষ বিশেষে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা' যদি তুমি
উপলব্ধি করতে না পার—
সবিশেষ সুকেন্দ্রিক অভিধায়নায়,
তাত্ত্বিক দৃষ্টির সংশ্লেষণী
সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,—
বুঝে রেখো—
তোমার ঐ নির্ব্বিশেষ-অনুভূতি
বিশেষ বিভব-সম্পন্ন নয়কো ;
তা' যদি পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
বিশেষে সার্থক হ'য়ে,
বোঝা যাবে—
তা' বাস্তব উপযুক্ততায় উপনীত হ'য়েছে। ৬০৫৪।
১৩।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-৩৮

যে-বোধ বাস্তব পরিণতিকে
নির্দ্ধারিত করতে পারে—
তা' প্রকৃত। ৬০৫৫।
১৩।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-৪০

শ্রেয়নিষ্ঠ প্রত্যাশাবিহীন কর্ম্মনিরতি ভাল,
কর্ম্মবিরতি ভাল নয়,
তা' জীবন-সম্বেগকে শ্লথ ক'রে তোলে। ৬০৫৬।
১৩।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

নির্ব্বিশেষকে উপলব্ধি তখনই করেছ,
যখনই সবিশেষকে
ঐ নির্ব্বিশেষের

তাত্ত্বিক পরিণতি ব'লে
তুমি বোধ করেছ। ৬০৫৭।
১৩।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১০

সৎ-অনুশাসন-অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,—
উপচয়ে এগিয়ে আসবে। ৬০৫৮।
১৪।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১২

তুমি স্থবির হও,
নিবিড় জ্ঞানবৃদ্ধ হও—
সার্থক অর্থনা নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক সমাহারী তৎপরতায়;
কিন্তু অলস হ'তে যেও না,
নিনড় হ'তে যেও না,
প্রাজ্ঞচেতনাই জীবনের দ্যোতনদীপনা। ৬০৫৯।
১৪।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৫

তুমি শ্রমণ হও,
শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনী শ্রম-তৎপরতায়
শ্রেয়কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল;
সত্তার পোষণ-পরিভৃতির
উপচয়ী চর্য্যার
বিনায়িত বিবর্দ্ধনেই
শ্রমণের শ্রমার্থ
সার্থক হ'য়ে থাকে। ৬০৬০।
১৪।৫।১৯৫৪, সকাল ১০টা

যে-ক্ষুব্ধতা
তোমাকে ক্ষোভান্বিত ক'রে রেখেছে,
প্রশ্রয় দিয়ে

সেই ক্ষোভকেই যদি
পরিপুষ্ট ক'রে তুলে চল,
তা'কে যদি নিরস্ত ক'রে না তোল,
ঐ ক্ষোভ-সম্বেগই
তোমার নিস্তারের পথ
রুদ্ধ ক'রে তুলবে। ৬০৬১।
১৪।৫।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

ভুল বুঝলেই তা'কে শুদ্ধ ক'রো—
হাতেকলমে ক'রে,
যা'তে শুদ্ধ করায়
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে পার
—এমনতরভাবে ;
নয়তো, ঐ ভুল
ভ্রান্তির আবর্ত্ত বা ঘূর্ণি সৃষ্টি ক'রে
তোমার উৎকর্ষের পথ
নিরুদ্ধ ক'রে রাখবে। ৬০৬২।
১৪।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৫

তুমি যদি সর্ব্বতঃ সঙ্গতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরমে
অনুরক্ত হ'য়ে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়েও চল,
তাহ'লেও
তোমাকে যা'রা ভালবাসে—
অল্পই হো'ক, বিস্তরই হো'ক,
প্রত্যাশাকাতর হ'য়েই হো'ক,
আর, প্রণোদনা-প্রলোভনেই হো'ক,
এক-কথায়, তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত যা'রা,

তা'রা যে প্রত্যেকেই
অনুগতি-আগ্রহ নিয়ে
অনুশীলন-তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলবে,
বা তা'দের কদভ্যাসগুলিকে
এক লহমায় পরিবর্ত্তিত ক'রে
তোমার আদর্শানুগ অভ্যাসে
নিজেকে তৎপর ক'রে তুলবে,
তা' কিন্তু ভাবতে যেও না ;
মানুষের ঝোঁক বা প্রবণতা যেমনতর—
অভ্যাসে অভ্যস্তও হ'য়ে থাকে সে
তেমনতর :
তবে প্রকৃত শ্রেয়-শ্রদ্ধা
মানুষের অন্তঃকরণকে
আপূরিত অনুপ্রেরণায়
স্ফীত-সম্বেগী ক'রে তোলে—
উদ্যম-উচ্ছল ক'রে ;
তোমার প্রতি যা'র শ্রদ্ধা যেমন,
তোমার স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
অভ্যাসের অনুশীলনে
এগুতেও থাকবে সে তেমনি ;
মনে রেখো—
মন্দ নিভে যায় মরণে,
যদি জন্মান্তর স্বীকার করা হয়,
এবং কা'রও যদি জন্ম হয় অজ্ঞ স্মৃতি নিয়ে,
তথাপি তা'র ঐ কর্ম্মফল
যা' সত্তায় বিন্যাসিত হ'য়ে থাকে,
তাইই তা'র অনুবর্ত্তন ক'রে চলে—
তা' সে ঠাওর পাক্
বা নাই পাক ;
আর শুভ যা',

সৎ যা',
তা' কিন্তু অমৃতপন্থী,
ঐ অমরণ-আমন্ত্রণের প্রলোভন
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে
এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে—
বেঁচে বাড়ার আবেগে,
তা'দের ব্যক্তিত্ব
শুভ-সম্বেগী অনুধাবনা নিয়ে
প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যমাফিক
শ্রদ্ধায় আলম্বিত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ী তৎপরতায়
এগুতে থাকবে তেমনি ;
তাই চাই—
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্য,
সহানুভূতিপ্রবণ সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যা,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তা'রা ঐ ধৃতির আবেগ-অনুবন্ধনায়
প্রসাদ-সন্দীপ্ত অন্তঃকরণে
ক্রমপদক্ষেপে উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলবে—
বোধিতে,
ব্যক্তিত্বে,
চারিত্রিক অনুদীপনায়,
আর, এই সুসংহত
সর্ব্বার্থপূরণী সুকেন্দ্রিক অনুচলনই হ'চ্ছে
তা'দের পরাগতির পরম বান্ধব,
আর, ঈশ্বরই হ'চ্ছেন
সব যা'-কিছুরই
পরম পরাগতির
প্রসাদ-রঞ্জিত প্রবর্ত্তনা। ৬০৬৩।
১৪।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১০

যা'রা পুণ্য বা প্রত্যাশাসিদ্ধির
প্রলোভন নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
মহৎ বা শ্রেয়চর্য্যা করতে যায়,
যা'র ফলে, তা'রা ভাবে—
যাই কেন করুক না তা'রা,
যেমন চলায়ই চলুক না,
দয়ালের দয়ায়
তা'দের অন্তরের চাহিদাগুলি
সুসিদ্ধই হ'য়ে উঠবে,
কারণ, ঐ শ্রেয়
ঈশ্বর-প্রসাদ-সন্দীপ্ত,
তাঁর দর্শনে, স্পর্শে ও অনুচর্য্যায়
কামনা-সিদ্ধি হ'য়েই থাকে,
এমনতর তাত্ত্বিক চলন নিয়ে
যা'রা শ্রেয়-সেবা করতে যায়—
প্রত্যাশার চাহিদাসঙ্কুল অন্তঃকরণে,
তা'দের শ্রেয়চর্য্যা তো হয়ই না,
নিজের প্রত্যাশার চর্য্যাও হয় না ;
তুমি শ্রেয়চর্য্যা-প্রত্যাশা নিয়েই
যদি শ্রেয়চর্য্যা করতে যাও,
তাঁর স্বস্তি ও সুখে
তুমি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ কর,
তোমার কর্ম্ম, ভাব, বাক্য,
সৎসাহস,
বেপরোয়া সুগতি
সব দিয়ে
কর্ম্মতপা অনুচর্য্যায়
তাঁকে উপচয়ী ক'রে চলাই যদি
তোমার অন্তরের পরম আকূতি হয়,
আবিল প্রত্যাশার

আবিল কুহক যদি তোমাকে
বঞ্চনার দিকে
কিছুতেই লুব্ধ ক'রে তুলতে না পারে,
উচ্ছল অনুরাগের উদাত্ত আহ্বানই
যদি তোমার অন্তঃকরণকে উচ্ছল ক'রে
শ্রেয়-সেবাতেই নিরত ক'রে তোলে,
আর, ঐ কৃতিদীপনী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সহ্যের ভিতর-দিয়ে
ধৃতির ভিতর-দিয়ে
সার্থক অধ্যবসায়ী অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
বিনায়িত বোধি নিয়ে
ব্যক্তিত্বকে সার্থকতায়
প্রসাদনন্দিত ক'রে
চারিত্রিক বিভায়
যদি বিভূতিমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পার তুমি,
তুমি দেখতে পাবে—
তুমি কল্পতরুর মূলেই আছ,
আর, তোমার ঐ শ্রেয়ই হ'লেন—
বাঞ্ছাকল্পতরু ;
তোমার অন্তঃকরণ
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ানুচর্য্যী
প্রসাদ-প্রসন্ন হ'য়ে
প্রবুদ্ধ সম্বেগে বলতে থাকবে
বাস্তব অনুবেদনা নিয়ে—
'শ্রেয় আমার !
তুমিই কল্পতরু,
তুমিই কামনার
বিনায়নী কলস্রোতা সিদ্ধিরই সোপান,
তুমিই জীবনের অমৃত-তোরণ। ৬০৬৪।
১৪।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৫০

ধৃতি যা'দের বিকেন্দ্রিক,
ব্যতিক্রমদুষ্ট,
বিপর্য্যস্ত,
বোধিও তা'দের অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে না,
চরিত্রও অব্যবস্থ হ'য়ে থাকে,
নির্দ্ধারণী শক্তিও
আবোল-তাবোল হ'য়েই চলতে থাকে। ৬০৬৫।
১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৮টা

যা'রা বহুত কথা বলে,
অথচ নির্ণয়ী অভিজ্ঞান নাই,
করণীয় কী—
তা' নির্দ্ধারণ করা
তা'দের পক্ষে শক্তই হ'য়ে ওঠে প্রায়শঃ,
দিশেহারা অব্যবস্থ চলন
তা'দিগকে
অক্টোপাসের মতন আঁকড়ে ধ'রে
বিধ্বস্ত ও সঙ্কুচিত ক'রে তোলে। ৬০৬৬।
১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৩

গতানুগতিক চলন হ'তে
তা'দের অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর—
যা'দের অন্তরে সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নাই,
আর, বাইরেও কেন্দ্রায়িত হওয়ার
কোন মূর্ত্ত অভিব্যক্তি নেই ;
তা'রা যাই হো'ক
আর যেমনই হো'ক,
বিশৃঙ্খল জগতে
গতানুগতিক চলনে চলতে বাধ্য হয়,
তা'দের ধী সুশৃঙ্খল সার্থক হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ও বিবদ্ধ

ক'রে তোলে না,
দন্তোৎসারিণী ছিন্ন জৃম্ভী চলন নিয়ে
নিজেকে সংরক্ষিত ক'রে চলার
অনর্থক বেকুব চলনে চলতেই তারা অভ্যস্ত ;
হয়, তা'রা জীবনে অর্থশূন্য তৃপণা
বা পাগল তৃপণা নিয়ে চলে,
অথবা ধূক্ষিত অন্তর নিয়ে
অসার্থক অবান্তর চলনে চ'লে থাকে। ৬০৬৭।
১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

তুমি যত ধূক্ষা নিয়েই চল না কেন,
দুর্ম্মদ ব্যতিক্রম তোমাকে
যতই ঘিরে থাকুক না কেন,
তোমার আন্তরিক ঈপ্সা যদি
সার্থক সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলার
তীব্র আকাঙ্ক্ষা
অন্তরে পোষণ করে,
আর কৃতী-মূর্ত্তনার প্রলোভন
তোমাকে আকুল-উদ্বেগী ক'রে রাখে,—
তুমি ঐ বিপর্য্যয় হ'তে
রক্ষা পাবে সকালেই। ৬০৬৮।
১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১৯

তুমি নারী,
তুমিই তোমার স্বামীর
বর্দ্ধন-অনুচর্য্যার মূল অভিব্যক্তি,
আর, যিনি তোমার স্বামী,
তোমার স্ব-এর
তোমার সত্তার
অস্তিক ভিত্তি তিনিই,
তাই, তিনি তোমার কাছে

এক ও একান্ত ;
তোমার জীবনের সার্থকতাই হ'চ্ছে
সর্ব্বতঃ সঙ্গীতিতে
তাঁকে একান্ত ক'রে নিয়ে
তাঁর সত্তার অনুগতি ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁকে সর্ব্বতোভাবে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
ইষ্টানুগ অনুশীলনী সম্বেগে,
শ্রেয়ার্থ-বিনায়নী সুব্যবস্থ তৎপরতা নিয়ে ;
তাই, তোমার জীবনের
বাস্তব সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
আহুতি-অনুদীপনায়
তাঁকে যতই
অমনতর ক'রে তুলতে পারবে,
তৃপ্তিও ভ'রে উঠবে
বুকে তোমার তেমনি,
আর, ঐ তৃপ্তি
প্রসাদমণ্ডিত হ'য়ে
তোমার স্বামীকে প্রসন্ন ক'রে তুলবে ;
এই সম্বুদ্ধ নন্দনার
তরঙ্গ-হিন্দোলে
দোলদীপনায়
তুমি যত
শ্রেয়-সন্দীপ্ত সুকেন্দ্রিক
আত্মনিয়মন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনার ক্রমচলনে চলতে থাকবে,—
তোমার জীবনদ্যুতিও
সমবেদনী সক্রিয় লাস্যানন্দিত হ'য়ে
ঐ বর্দ্ধনাতেই বিধৃত হ'য়ে চলতে থাকবে
তেমনি ;

তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে অমনি ক'রেই
অভেদাত্মক ভেদ নিয়ে,
তোমার সমস্ত বিভেদের অবসান হ'য়ে
একাত্ম-অনুবেদনায়
উন্নীত হ'য়ে চলতে থাকবে তেমনি,
আর, ঐ তোমার তুমিত্বই হ'য়ে উঠবে ততই
তোমার স্বামী—
সতীত্বের উজ্জ্বল লাস্যে
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে ;
তাই বুঝে রেখো—
তাঁকে একান্ত ক'রে নেওয়ার উপরই
তোমার যা'-কিছু নির্ভর করছে,
ঐ ঐকান্তিক একান্ত অনুবেদনা
ও আলিঙ্গন-গ্রহণ-সুলিপ্সু
সক্রিয় সমবেদনাই হ'চ্ছে
তোমাদের পবিত্র উপভোগ,
যে উপভোগ ভজনানন্দে
তৃপ্তি বিকিরণ ক'রে
সপরিবার-পরিবেশ
তোমার ঐ জীবনালোকে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে ;
আর, যখনই তুমি তা' না পেরে উঠবে,
বা ঐ ঐকান্তিক চলন হ'তে
তুমি বিরত হবে
বা ব্যাহত হবে,
যে ব্যাহতি তোমাকে থামিয়ে দেয়,—
সেই মুহূর্ত্তে তুমি গেলে,
বিক্ষোভ-জৃম্ভী ধিক্কার-লাঞ্ছনায়
বিহ্বল হ'য়ে
তোমার জীবনকে
অবলুপ্তির কোলে

অবশায়িত ক'রে তুলতে হবে ;

তাই নারি !

ওঠ, জাগ,

স্বামী-দেবতাকে আঁকড়ে ধর,

তাঁর হিতপ্রসূ যা',

সুযুক্ত সম্পোষণী যা'

হৃদ্য বা প্রিয় যা',

একান্ত সুকেন্দ্রিক অনুচলনী

আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে

হৃদয়খোলা অঢেল উদ্যমে

সেই তপনিরতি নিয়ে চলতে থাক,—

পাবে শক্তি,

পাবে শান্তি,

স্বস্তির আলোক-লেখায়

সাধনার সিদ্ধি

তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে ;

নারীত্ব তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক,

তুমি কল্যাণী হ'য়ে ওঠ,

দুর্গতিনাশিনী হ'য়ে ওঠ,

অসৎ-নিরোধী হ'য়ে ওঠ,

অসুরনাশিনী হ'য়ে ওঠ,

কালবারিণী হ'য়ে ওঠ,

জগদ্ধাত্রী হ'য়ে ওঠ,

আর, ধাতার স্রোতদীপনী নন্দনা

আশিস্-পারিজাতে

তোমাকে পরিতৃপ্ত ক'রে তুলুক। ৬০৬৯।

১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

তোমাদের অনুশাসন-প্রণয়ন

যেন এমনতর হয়,

যা' পারস্পরিকতার মাধ্যমে
স্বতঃ ও সুশৃঙ্খল হ'য়ে
পরস্পরের স্বার্থ, সুবিধা
ও সম্পোষণী সম্বর্দ্ধনাকে
সুশৃঙ্খল ক'রে তোলে ;
বিনায়ন এমনতর যতই হ'য়ে উঠবে,
যতই একজনের স্বার্থে
অন্যের স্বার্থ
স্বতঃ হ'য়ে উঠবে,
ততই সম্বেদনী অনুচর্য্যাও
সমৃদ্ধিপর হ'য়ে উঠবে,
আর, বুঝতে পারবে প্রত্যেকেই—
অন্যের স্বার্থের উপরই
তা'র স্বার্থ নির্ভর করছে,
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে
বা বাদ দিয়ে
নিজের স্বার্থকে
যেই বলবৎ করতে চা'ক্ না কেন,
তা' বাস্তবে ব্যাহতই হ'য়ে উঠবে ;
আর এমনতর নিয়মন
সুচারু, সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থ ও সরাসরিভাবে
হ'তে থাকলে
স্বার্থ-সঙ্গতিও অভিব্যক্তি লাভ করতে থাকবে—
তেমনতর রূপ নিয়ে,
বোধও হবে অমনতরই,
প্রতিটি ব্যষ্টি
সমষ্টির স্বার্থে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে
শুভ্রপ্রসূ অনুচর্য্যায়
আত্মনিয়োগ ক'রে চলতে থাকবে ;
দুনিয়ায় তৃপ্তির অভিযান

বানচাল হ'য়ে ওঠা—
সুকঠিনই হ'য়ে চলবে। ৬০৭০।
১৫।৫।১৯৫৪, সকাল ১০-৩০

ঐকান্তিক অনুরতি-সম্পন্ন হ'য়ে
তোমার বরেণ্য যিনি,
একান্ত যিনি,
তাঁর অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চল,
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়,
দক্ষকুশল তাৎপর্য্য নিয়ে;
দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক
ফুল্ল দীপনাকে
পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত
ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
একান্তই তাঁ'র স্বার্থের উপচয়ী হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে;
তা'তে উৎসারণী স্নেহল প্রসাদ-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমার প্রতি তিনি
অনুকম্পানিরত হ'য়ে উঠবেন—
স্বস্তির স্বভাবসিদ্ধ অবদান নিয়ে;
দুঃখ-সংঘাতের ভিতরেও
যদি সুখী হ'তে চাও,
এইই তা'র আলোকবর্ত্ম। ৬০৭১।
১৫।৫।১৯৫৪, বিকাল ৩-১৯

ঘটনা-বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হওয়াই
বহুদর্শিতা নয়কো,
ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্যের

সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বয়ী বোধ থেকেই
আসে বহুদর্শিতা। ৬০৭২।
১৫।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

অশুভ আণবিক সংঘাত
সৃষ্টি করতে যেও না,
প্রত্যেকটি পিণ্ডিক কোষ
কতকগুলি অণু-সঙ্কলনেরই
পৈণ্ডিক-অভিব্যক্তি ;
তুমি যদি বিশেষ প্রক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে
অণু-সংঘাত সৃষ্টি কর,—
ঐ পিণ্ডিক কোষ বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে,
তা'র যন্ত্রণ-বিনায়না ভেঙ্গে
ব্যতিক্রমে বিত্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
প্রাকৃতিক সঙ্গীত চুরমার হ'য়ে যাবে,
আর, তা' সুদূরপ্রসারী হ'য়ে
প্রতিটি কোষকে বিধ্বস্ত ক'রে
কোষ-সঙ্কলনী অণুগুলিকে
ইতস্ততঃ সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
মিলনাবেগে ছুটে ছুটে
ঐ পিণ্ডিক জগৎকেই
ত্রস্ত সংক্ষুব্ধ ক'রে
জীবজগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ
এমন-কি, স্থাণু-জগৎকে
আক্রমণ ক'রে,
তা'র প্রাকৃতিক আকর্ষণী বিকর্ষণী অনুবেদনাকে
বিত্রস্ত ও ব্যতিক্রান্ত ক'রে
জীবনের যোগদীপনাকে
নষ্ট ক'রে ফেলবে,
আর, আক্রান্ত হবে সবাই ;

যে-এলাকায়ই ঐ সংঘাত
সৃষ্টি করা হয়,
তা' প্রসার লাভ করবে
ততদূর ও ততক্ষণ পর্য্যন্ত—
ঐ সংঘাত-সম্বেগ-উৎসৃষ্ট
অনুগতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
নিরুদ্ধ না হয় ;
তাই, এমনতর দুর্দ্দৈবের পরিকল্পনা
যা' বিপর্য্যয় ও মৃত্যুকে
আবাহন ক'রে থাকে,
তা'কে আমন্ত্রণ করতে যেও না ;
যদি পার,
শুভদ ব্যবহারে
শুভপ্রসূ ক'রে
মানুষের জীবন-বর্দ্ধনার
অমোঘ অমৃতরশ্মিকে
উদ্‌ঘাটন ক'রে
অমরণ-অনুদীপনায়
অধিষ্ঠিত থাক,
আর, তা'র অধিকারী ক'রে তোল সবাইকে ;
মরণ-সংঘাত
সবাই সৃষ্টি করতে পারে,
কিন্তু উপযুক্ত মনীষীই
অনুক্রিয় তৎপরতায়
অমৃত-উদ্দীপনী যোগদীপনা
অর্জ্জন ক'রে
ঐ অমৃত-রণে জীবনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে ;
ঈশ্বরই ধারণপালনী সার্থকতার
পরম উৎস,
ঈশিত্বের মর্য্যাদাই
ঐ ধারণে, পালনে,

তিনিই অমৃত-স্বরূপ। ৬০৭৩।
১৫।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১০

তোমার চাহিদা, সঙ্গ,
আলাপ-আলোচনা,
কর্ম্মতৎপরতায়
মানুষ স্ফীত-অনুকম্পী না হ'য়ে
স্বচ্ছন্দতায় সংকীর্ণ হ'তে যতই থাকবে,
মানুষ তোমার প্রতি
বিরক্তও হ'য়ে উঠতে থাকবে তেমনি ;
যদি কা'রও স্বার্থকে
উপচয়ী আপোষণ-পূরণে
পরিপালিত না ক'রে,
বরং তা'র ক্ষতি ক'রে
তোমার স্বার্থকে স্ফীত করতে যাও,
বা তোমার খেয়ালের আপূরণ করতে যাও,
সে কিন্তু বিক্ষুব্ধই হ'য়ে উঠতে থাকবে—
তোমার প্রতি তেমনতরই,—
ব্যাহত-স্বার্থ হ'লে
অন্যের প্রতি
তুমি যেমনতর হ'য়ে থাক ;
তাই, বুঝে চ'লো—
তোমার চাহিদাকে এমন আস্‌কারা দিও না,
বা তোমার স্বার্থকে
এমনতর প্রলুব্ধ ক'রে তুলো না,
যা'তে অন্যে তোমাতে
উৎফুল্ল-অনুকম্পী না হ'য়ে
ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে তুমি ব্যর্থ হবে কমই। ৬০৭৪।
১৫।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৫৪

তিনিই তাই—
যিনি যেমন হন। ৬০৭৫।

১৬।৫।১৯৫৪, সকাল ৮টা

তুমি মনে ভেবো না—
তুমি যা' ভাবছ,
যে-ভাবা কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে,
কেবল তা'রই ভালমন্দ
তোমার সত্তায় সংহিতি লাভ করবে ;
শুধু তা' নয় কিন্তু,
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি হ'তে
যত সংঘাতই আসুক না কেন,
যা' তোমার সত্তায়
সক্রিয় হ'য়ে উঠে থাকে—
যে-কোন রকমেই হো'ক না,
সেগুলিও
কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
বোধের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে প্রভাবিত ক'রে
অনেকাংশেই
ঐ সত্তাতে সংহিতি লাভ ক'রে থাকে—
বিশেষ অর্থনায় অর্থান্বিত না হ'য়েও,
প্রবণতার আবেগ সৃষ্টি ক'রে ;
তাই, তুমি যদি বাঁচতে চাও,
বাড়তে চাও,
তোমার নিজের যা' করণীয়
তা' তো করতে হবেই,
আর, পরিবার,পরিবেশ ও পরিস্থিতিকেও
ঐ ভাবপ্রেরণায় সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে,—
যা'তে তা'রাও

তাদের মত ক'রে গজিয়ে ওঠে—
যোগ্যতার অভিসারিণী পদক্ষেপে ;
এই হ'চ্ছে সত্তার চলন্ত চলন,
হওয়ার সংক্রমণী সঙ্গীত। ৬০৭৬ ।

১৬।৫।১৯৫৪, সকাল ১০টা

তুমি যে-চাহিদায়
যেমন ক'রে যা হয়েছ
বা হ'তে চাও,
তোমার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরাশিস্
তাইই মঞ্জুর ক'রে থাকেন,
তাই, তিনি বিধি ;
আবার, সেই হওয়াটার
ধারয়িতা, পালয়িতাও তিনিই,
তাই, তিনি ধাতা,
তোমার চাওয়া যদি সংহার আনে,
সে-সংহারেরও
ধারয়িতা তিনিই। ৬০৭৭ ।

১৬।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

যাঁকে তুমি ইষ্ট ব'লে
গ্রহণ ক'রে থাক—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় অনুগতি নিয়ে,
অর্থাৎ যাঁতে সুনিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল,
—ঐ সুকেন্দ্রিক ধৃতি-অনুগ কর্ম্ম
তোমাকে তেমনতর হওয়ায়
বিবর্ত্তিত ক'রে তোলে,

তোমার বোধ ও ব্যক্তিত্বও
গ'ড়ে ওঠে তেমনতর। ৬০৭৮।
১৬।৫।১৯৫৪, রাত ৮টা

তোমার প্রিয়পরমে আরতি-উদ্দীপ্ত
উপচয়ী কর্ম্মদীপনায়
অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক বোধসংহতির ভিতর-দিয়ে
তাত্ত্বিক তদর্থ-অন্বিত উপলব্ধির অনুগতিতে
যখন ঐ তিনিই
তোমার যা'-কিছু হ'য়ে ওঠেন—
সর্ব্বতোভাবে
বাস্তব সঙ্গতিতে,
তখনই প্রাপ্তি তোমাকে
অভ্যর্থনা ক'রে থাকে,
আর, তাঁকে বাদ দিয়ে
যখনই তুমি
ঈশ্বর-অন্বেষণে
যা'ই করতে যাও না কেন,
আলোকবিহীন অন্ধতমেরই
বিহ্বল জড়ত্বে
তোমার সাত্ত্বিক অবশায়না অতি নিশ্চয়,
গূঢ় অন্ধতমই তোমার
সংশ্রয়ী রন্ধ্র। ৬০৭৯।
১৬।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

তোমার আদর্শ-দেবতা
তাত্ত্বিক দৃষ্টির
বিনায়নী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে

যখন সাত্ত্বিক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন—
ধৃতিপ্রজ্ঞার ধারণ-পালনী উৎসারণায়,
ঈশিত্বের অনুশায়িনী অভিসারে,
সম্যক ধারণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে,—
তোমার প্রাপ্তি
স্বতঃ-প্রসারণায়
সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই,
আর, তখনই তুমি বেদান্তকৃৎ—
বেদবিৎ। ৬০৮০।
১৬।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

ঈশ্বর সক্রিয় তোমার জীবনে,
—তেমনি সবারই ;
তোমার জীবনের অনুচর্য্যী অবদানের
ভিতর-দিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তুমি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
তাঁ'রই সার্থক আপূরণে,
বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
দক্ষকুশল নিয়মন-তৎপর
যোগ্যতার অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে। ৬০৮১।
১৬।৫।১৯৫৪, রাত ১০-৫

পরিশোধন-পরিচর্য্যাকে
উপেক্ষা ক'রে
তোমার দোষদৃষ্টি
যতই সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,—
তোমার অন্তঃকরণও হ'য়ে উঠবে তেমনতর। ৬০৮২।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-৫০

বোধি-বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
রণন-রঞ্জিত চরিত্র যার যেমন,
লোকও সে সেই স্তরের। ৬০৮৩।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-৫১

জীবন-দাঁড়ার সংস্কৃতিকে
উপেক্ষা ক'রে
সন্ন্যাসে যা'রা আত্মবিক্রয় করে,
সে-সন্ন্যাস নিরর্থক,
মনুষ্যত্বের বিজ্ঞ ব্যঙ্গ। ৬০৮৪।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-৫৫

যদি ভালই চাও,—
নিজের তালে আর নাচতে যেও না,
আদর্শ যিনি তোমার,
প্রিয়পরম যিনি তোমার,
শ্রেয় যিনি তোমার,
ঐ তালেই নেচে চল ;
আর, ঐ নাচনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'রই উপচয়ী কর্ম্মে
নিজেকে নিয়োজিত কর—
নিষ্পন্নতায় সমাধান ক'রে তা'কে,
আর, ঐ হ'চ্ছে বিপাক-উত্তারণী আশ্রয়। ৬০৮৫।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-২০

তুমি যা'র সাথে
দিনের পর দিন কাটাচ্ছ,
বোধ-বিনায়নী সত্তাসঙ্গীতির সহিত
তা'কে জানলে না,
চিনলে না,
তা'র মানেই

অন্তরে তা'কে নিয়ে
নিরত হ'য়ে চলনি তুমি কখনও। ৬০৮৬।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৫

পুত্রের আবির্ভাব
পিতাকে যদি প্রদীপ্ত ক'রে না তুললো—
তোমার বোধিচক্ষুতে,—
তোমার অন্তরে
চ্যুতিহীন সন্ধিৎসানীতি
অতি মন্থর,
তুমি পিতার খোঁজে
পুত্রের নিকট থাকনি,
সঙ্কীর্ণ প্রত্যাশা-আবিল
তৎপরতা নিয়ে
তুমি পুত্রের সেবা করেছ
তোমারই জন্য,
পিতার জন্য নয়কো ;
ঐ সংস্রব তোমাকে যা' করেছে,
তুমি তাই হয়েছ। ৬০৮৭।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-৪৫

সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিশীল
জ্ঞানই বিজ্ঞান,
আর, বেদ মানেই
বিহিত জ্ঞান বা প্রমাজ্ঞান। ৬০৮৮।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৯টা

কোন কিছুর সম্যক ধারণা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
নিবিষ্ট হওয়াই হ'চ্ছে সমাধি—
সত্তায় থেকেও

উপলব্ধির পথে হ'য়ে যাওয়া,
সমাধি কিন্তু লয় নয়কো,
বা অজ্ঞচেতনা নয়কো,
বরং সমাধি-সঞ্জাত উপলব্ধির
সার্থক জাগরণই হ'চ্ছে
বোধ বা প্রজ্ঞা,
ঐই হ'চ্ছে কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি—
মূর্ত্ত ভজনানন্দ। ৬০৮৯।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৫

ধাপ্পায় চালবাজী ক'রে
যতই নিজেকে
প্রতিষ্ঠা করতে যাবে—
কুশলতাকে বঞ্চিত ক'রে,
তোমার প্রকৃতি প্রকৃত হ'য়ে উঠবে
ঐ পথেই। ৬০৯০।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-২৮

তুমি ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতা নিয়ে
চলতে থাক—
ইষ্টানুগ স্বামী-অনুচর্য্যাভিসারিণী হ'য়ে ;
স্বামীই তোমার জীবনের
সংস্থিতি-কেন্দ্র,
তাঁকে ক্ষোভান্বিত যে করে,
তা'র সঙ্গে আত্মীয়-সম্পর্ক
বা কুটুম্বিতা,
বা এক কথায়, সহজ বান্ধবচলনা থাকা
মানেই হ'চ্ছে—
তুমি স্বামী-তৎপরা নও—
অন্তঃকরণের সহিত,

তাই, তাঁর বৈরীকে
পরিশুদ্ধ ক'রে
স্বামীর উপাসনা-তৎপর
হ'য়ে চলতে পার না ;
এমনতর চলনে চললে
তোমার জীবন-দাঁড়াই
ধুক্ষা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
শতধা-দীর্ণ হ'য়ে উঠবে ;
মনে রেখো—
স্ত্রীজাতির জীবনীয় সংস্কারই হ'চ্ছে
পাতিব্রত্য। ৬০৯১।
১৭।৫।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

কর্ম্মনিষ্পাদনী সূচী যেন তোমার
সুবীক্ষণী তদ্বিরে
বোধ-বিনায়িত হ'য়ে থাকে—
১। প্রথমেই প্রয়োজনকে নির্দ্ধারিত করা ;
২। তা'রপরই হ'চ্ছে উপকরণ-সংগ্রহ ;
৩। তারপরই হ'চ্ছে—
প্রয়োজনানুপাতিক
যেখানে যেমন দরকার হয়—
সুব্যবস্থিতির সহিত
সেখানে তা'র সমাবেশ করে রাখা ;
৪। তারপরেই হ'চ্ছে—
সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে
সে-কাজের উপকরণগুলিকে
বিহিত বিনায়নায়
সুবিধা ও সুযোগমত
যা'তে পাওয়া যায়,
এমনতরভাবে বিলি ও ব্যবস্থা ক'রে রাখা ;

৫। আর, যে-প্রয়োজন
দৈনন্দিন, হামেশা বা প্রায়শঃ লাগোয়া থাকে—
তা'র উপকরণ যেখানে দরকার হয়
যেমনভাবে,
বেশ মিছিল ক'রে
এমনতর জায়গায় রাখা,
যা'তে সেগুলি সুবিধামত পাওয়া যায় ;
৬। আর, এগুলি যেন
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
ত্বরিত প্রস্তুতি নিয়ে
ব্যবস্থিতির সহিত
বিনায়িত হ'য়েই থাকে ;
৭। এ বাদে আগন্তুক কর্ম্ম যেগুলি আছে,
সেগুলিকেও
দৈনন্দিন করণীয় যা'
তা'র মধ্যে যত নিষ্পন্ন করতে পার—
ততই ভাল ;
৮। আর, যে-কোন কর্ম্মই কর না কেন,
বেশ ক'রে নজর রেখো—
তা' যেন
ত্বরিত সুসন্ধিৎসু সজাগ চক্ষু নিয়ে
বিহিতভাবে
শুভ সুন্দরে নিষ্পন্ন করতে পার। ৬০৯২।
১৭।৫।১৯৫৪, বিকাল ৫-৫৫

যে-বিদ্যাই বল না কেন,
তা' যদি লোকসত্তাপোষণী না হ'য়ে ওঠে,
শুভপ্রসূ না হ'য়ে ওঠে,
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
আপূরয়মাণ সম্বর্দ্ধনী না হ'য়ে ওঠে,
তা' জীবন ও জাতির

ধ্বংসেরই ইন্ধন হ'য়ে থাকে ;
তাই, শুভ-সন্দীপনী সদভিপ্রায়কে
সাথীয়া ক'রে
সুসন্ধিৎসু বোধিবীক্ষণার সহিত
সক্রিয় তৎপরতায়
যে-কোন বিদ্যাই হো'ক না কেন,
তা'র অর্জ্জন-তৎপর হ'য়ে ওঠা উচিত ;
সাবধান থেকো !
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গীতি নিয়ে
শুভপ্রসু অসৎ-নিরোধী যা',
সেই গবেষণায়ই
তৎপর হ'য়ে চল,
নয়তো, ও-চলন
জাহান্নমের দিকেই নিয়ে যাবে। ৬০৯৩।
১৮।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

যা'ই কর না কেন,
প্রথমেই নিখুঁতভাবে
ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও—
এই মুহূর্ত্তে তোমার কী করতে হবে ;
সব সময় নজর রেখো—
এই সিদ্ধান্ত যেন
ত্বারিত্যে উদ্দীপ্ত থেকেও
হিতপ্রসূ, সুযুক্ত এবং হৃদ্য হ'য়ে ওঠে—
অশুভকে অবদলিত ক'রে ন্যায়তঃ ;
আর, এই করতে হ'লে
যখন যেখানে
যেমনতরভাবে যা' করতে হবে,
ত্বরিতই তা' নিষ্পন্ন ক'রে তোল ;
এই নিষ্পন্নতা যেন

সুদক্ষ কুশলতার সুবিনায়নায়
সংসিদ্ধ হয়,
আবার, যেখানে যা' করতে
যা'কে দিয়ে তা' করানো প্রয়োজন—
সে-ই যেন তা'ই করে
ত্বরিত সম্বেগ নিয়ে ;
তোমার বোধিদীপ্ত অনুপ্রেরণা
ও শারীরিক যোগ্যতা
সুষ্ঠু অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বতোমুখী যোগ্যতার সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যা' করণীয়
তা' যেন সুষ্ঠুভাবেই করে,—
যা'তে যখন যেটা দরকার
তা'র পূর্ব্বেই
ত্বরিত সুব্যবস্থ সুবন্দোবস্তের সহিত
প্রয়োজনমাফিক স্থলে
সেগুলি সুসজ্জিত হ'য়ে থাকে,—
যা'তে প্রয়োজনের তাগিদ হ'লেই
নিমেষে সেগুলির সাহায্যে
তোমার করণীয় সংসাধন করতে পার ;
ছোট্ট-ছোট্ট কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
এই অভ্যাসগুলিকে
এস্তামাল ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
ক্রমবৃহৎ বা বৃহত্তর কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ ক'রে
সেগুলিকে সত্বর সুসিদ্ধ করতে,
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই
যথাবিহিত সেগুলিকে সমাধা করতে
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তা'র সবগুলিকে

নিখুঁত বিন্যাসে
বিলিবন্দোবস্ত করতে
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না ;
এই বিলি-বন্দোবস্ত যেন এমনতর হয়—
সুসংশ্রয়ী সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে,
যা'তে সুনিয়মনে কাজ চালু করতে
এতটুকুও অসুবিধা না হ'য়ে ওঠে,
এমনতর অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধি,
গতি,
কর্ম্ম-বিন্যাস,
নিষ্পন্নতা
এমনতরই সহজ সংশ্রয়ী হ'য়ে উঠবে,
যা'তে তোমাকে দেখে
তুমিই অবাক হ'য়ে উঠবে,
মনে করবে—
তোমাতে যেন
বিশ্বকর্ম্মা অধিষ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন—
সজাগ ত্বরিত উদ্দীপনা নিয়ে,
আর দেখবে—
সেই বিশ্বকর্ম্মাই হ'চ্ছেন—
তোমার অন্তরস্থ
সাত্ত্বিক-সংশ্রয়ী
শ্রেয়-নিধান কৃতিদেবতা। ৬০৯৪।
১৪।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

তোমার কর্ম্মগুলি যখন
সুচিন্তন-অভিব্যক্তি নিয়ে
সার্থক সন্দীপনী তৎপরতায়
শ্রেয়-প্রেয় বা ঈশ্বরে
স্বতঃ-উৎসারণী সক্রিয়তায়

সম্যক্‌ভাবে নীত হ'য়ে উঠবে,
কর্ম্মসন্ন্যাস তখন
সিদ্ধ যোগন-দীপনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমাতে—
স্থির-তীব্র অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে। ৬০৯৫।
১৮।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪৭

তোমার ঈশ্বর-আনতি-অনুরঞ্জিত অনুচর্য্যা
ভজন-দীপনায়—
লোকসেবানিরতি নিয়ে
তা'দের বর্দ্ধনাকে উচ্ছল ক'রে তুলবে যতই—
যোগ্য অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য আপ্যায়নায়
তা'দিগকে শুভ-প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে,—
তোমার ভিক্ষাও ততই
সিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' সার্থকতা লাভ করবে—
ঐ ঈশ্বর-অনুবেদনী অনুচর্য্যায়,
তোমার সত্তার পালনপোষণী পরিচর্য্যাকে
স্বতঃ ক'রে তুলে ;
অভাব বিভবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তোমার স্বভাবকে স্মিত ক'রে তুলবে—
সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রে ;
না ক'রে, ভাঁড়িয়ে যে বিভব-তৃষ্ণা
তা' জীবনকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোলে—
প্রতিক্রিয়ায় বিষাক্ত অবদান প্রসব ক'রে। ৬০৯৬।
১৯।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৭

তোমার ইষ্টার্থ-অবদানকে
সুক্রিয় তৎপরতায় উচ্ছল না ক'রে
মিত চিন্তায় তা'কে যতই

সংযত ক'রে তুলতে যাবে,
সার্থক অর্জ্জন-দীপনাও
তোমা হ'তে
তেমনতরভাবেই বর্জ্জিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
কারণ, যে সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধোষিত প্রচেষ্টা
আগ্রহ-উদ্দীপনায়
সার্থক নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তোমাকে অর্জ্জনপটু ক'রে তুলছিল,
সেটা ঐ মিতচিন্তায় শ্লথ হ'য়ে
অর্জ্জন-প্রবৃত্তিকেও
তোমারই অজ্ঞাতসারে
কমিয়ে দিতে থাকবে ;
তাই, পিতামাতাই হউন,
শ্রেয় গুরুজনই হউন,
বা সৎ-আচার্য্যই হউন,
শ্রদ্ধোষিত আগ্রহ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তোমার বুদ্ধি-বিনায়িত
কুশল দক্ষতার অনুচলনে
সুক্রিয় তৎপরতায়
যোগ্যতার অভিসারে
যদি তাঁদের পোষণ-পালনী হ'য়ে চলতে পার
বাস্তবভাবে,
ঐ সুকেন্দ্রিক পদবিক্ষেপের ফলে
তোমার অর্জ্জন-দীপনাও
ক্রমপদক্ষেপে
শ্রেয়ার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
বর্দ্ধন-নন্দনায়
উচ্ছলই হ'য়ে উঠবে—
ইষ্টানুগ অনুপ্রেরণী আগ্রহের
শুভ-সন্দীপ্ত সুক্রিয় চলনের ভিতর-দিয়ে। ৬০৯৭।

১৯।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-২০

সৎ হও,
সাধু হও,
হৃদ্য হও,
কিন্তু কুশলকৌশলী হও,
এই কুশল-কুশলতাকে
যদি পরিহার কর,—
তোমার সৎ-ত্ব
ধূক্ষিতই হ'য়ে উঠবে কিন্তু। ৬০৯৮।

২০।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-৩

ব্যাধিগ্রস্ত যে—
শক্তি-সঞ্চারণায়
তা'র সুস্থি-সম্পাদনাই
বৈদ্যের জীবিকা-ধর্ম্ম,
রোগীর আরোগ্যই তাদের অর্থ। ৬০৯৯।

২০।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৮

কেন্দ্রায়ণী চর্য্যা উপেক্ষা ক'রে
যদি শুধুমাত্র ব্রহ্ম-কল্পনা-তৎপর থাক,
ব্রাহ্মী-মরীচিকা-মুষ্ট হ'য়ে
নির্ব্বিশেষ বাস্তব হ'তে
বঞ্চিত হবে—
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
প্রাজ্ঞপ্রদীপনাকে মূঢ় ক'রে। ৬১০০।

২১।৫।১৯৫৪, বৈকাল ৫-১৫

নির্ব্বিশেষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না
অন্বিত সঙ্গতিতে
ব্যক্তাব্যক্তকে অতিক্রম ক'রে
বোধদীপনায় সার্থক হ'য়ে উঠছে—

কৈবল্যের কেবল-দীপ্তিতে,
বিশেষেরই নির্ব্বিশেষ বিভূতি নিয়ে,
তোমার সব্যষ্টি সমষ্টির
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল প্রজ্ঞাতে
ঐ নির্ব্বিশেষ
তাত্ত্বিক বিভূতি নিয়ে
বিভবমণ্ডিত হ'তেই পারবে না। ৬১০১।
২১।৫।১৯৫৪, বিকাল ৫-১৯

যে নির্ব্বিশেষ
প্রতিটি বিশেষকে আপূরিত ক'রেও
আরোতে সংস্থিত,—
তিনি বিশেষ হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ। ৬১০২।
২১।৫।১৯৫৪, বিকাল ৫-৫৫

যিনি কেবল,
নির্ব্বিশেষত্বই তাঁর বৈশিষ্ট্য,
তিনি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুক্রমায়
সমষ্টিতে ব্যক্ত হ'য়েও
ঐ নির্ব্বিশেষে স্বাধিষ্ঠ;
তিনিই আবার বিশেষ বিশেষে
কেন্দ্রার্থ-সার্থক তপনন্দনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে অনুরঞ্জিত ক'রে
বিনায়িত-সার্থকান্বিত প্রাজ্ঞ চেতনায়
বিশেষের জাগ্রত গতিতে
বিশেষ আচার্য্যে
প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন;
—এই আচার্য্য
ঐ নির্ব্বিশেষেরই জাগ্রত ব্যক্ত প্রতীক—

সেই বেদ-স্বরূপ মহান পুরুষ—
তিনিই পুরুষোত্তম। ৬১০৩।
২১।৫।১৯৫৪, রাত ৭-১৫

হাত এগিয়ে দাও—
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
দরদীর মত,—
হাত পাবে—
বান্ধব-অনুশ্রয়ী সমবেদনায়—
তা' অল্পই হো'ক
আর বিস্তরই হো'ক। ৬১০৪।
২২।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-২০

দক্ষকুশল সাধুতাই
কল্যাণকৌশল। ৬১০৫।
২৩।৫।১৯৫৪, সকাল ৮-১৫

প্রগতিশীল হও—
সার্থক সাত্ত্বিক সঙ্গতিকে
সম্বর্দ্ধনশীল রেখে,
কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া
যেন অপগতিকে আমন্ত্রণ করতে না পারে। ৬১০৬।
২৩।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-১০

পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন
প্রবর্দ্ধনার জন্য,
যে-পরিবর্ত্তন প্রবর্দ্ধনাকে ব্যাহত করে
তা' কিন্তু জাহান্নমপন্থী। ৬১০৭।
২৩।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-২০

তুমি যতক্ষণ
অন্যের নিদেশ পরিপালন ক'রে
নিজেকে আপ্যায়িত বোধ না করছ—
অক্লিষ্ট সৌজন্যে,—
অন্যে যদি তোমার নিদেশ
পালন না করে,
তা'তেও দুঃখিত বা বিরক্ত হওয়া
ভাল নয়কো,
এমন-কি, তুমি যদি অন্যের নিদেশ
অমনতরভাবে পরিপালন করও,
তথাপি কেউ তা'র অবস্থানুপাতিক
যদি তোমার নিদেশ
পালন করতে না পারে,
তাহ'লেও ক্ষুব্ধ হ'য়ো না;
আর, নির্দ্দেশগুলিও
আগ্রহ-উদ্দীপী, সৎ, সাধু, সম্বর্দ্ধনী
ও মৈত্রী-সন্দীপী হওয়া চাই। ৬১০৮।
২৪।৫।১৯৫৪, সকাল ৭-১৫

যা'রা মানুষের নিন্দা করে,
অথচ বাস্তবে মন্দ করে কম,
তারা বরং ভাল,
কারণ, তা'রা হয়তো
দুঃখ বা ক্ষোভের অভিব্যক্তি দেয়
ঐ ভাবে,
কিন্তু যা'রা নিন্দা করে না,
চটে না,
অথচ মন্দ করে বাস্তবে,
তা'রা স্বার্থনিষ্ঠ পরশোষক কৃতঘ্ন ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৬১০৯।
২৪।৫।১৯৫৪, রাত ৯-২৫

তোমার চলন যেখানে যেমন ত্বরিত—
তোমার জাগ্রতি ও সতর্ক প্রহরাও
সেখানে যেন তেমনতর তীক্ষ্ণ হ'য়ে চলে,
তা'তে আপদ-বিপদও ঘটবে কম। ৬১১০।
২৪।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

অন্ততঃ এতটুকু দক্ষ নজর নিয়ে চ'লো—
যা'তে তোমার চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম ইত্যাদি
সর্ব্বতো-অন্বয়ী তৎপরতায়
বাস্তবভাবে
তোমার আদর্শ বা কেন্দ্রপুরুষ যিনি,
তাঁর উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী—
ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হয়;
সেটাকে বজায় রেখে
আর আর যেখানে যা' করণীয়
তা'কে শুভে নিষ্পন্ন ক'রে তুলো;
তোমার সহজ চলাটাকেই
এমনতর ক'রে ফেল,—
দেখবে—
আত্মপ্রসাদ তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলবে। ৬১১১।
২৪।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৩২

তোমার স্বামীর ব্যাপৃতিতে
তুমি যদি নিজেকে
সৎ-সন্দীপী, উপচয়ী
বর্দ্ধনানুধ্যায়িনী ক'রে
ব্যাপৃত ক'রে না তোল—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
তবে তাঁর জৈবী-সংস্কৃতি-সঞ্জাত
ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে

তদনুগ আত্ম-বিনায়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে তুলতে পারবে না,
আর, ঐ নিয়োজনী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তোমার স্বামীর কৌলিক অভিধ্যায়িনী সংস্কারে
নিজেকে সংস্কৃত ক'রে তোলা ;
তা' যদি না কর,
তোমার সংগর্ভী-জাতককে
ঐ অমনতর জৈবী-সংস্কৃতিতে
বিনায়িত সংস্থিতি নিয়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে না ;
আর, এই বিপর্য্যয়ী চলনে চলবে যতখানি,
ঐ বিপর্য্যয়ী অভিধা নিয়ে
জাতকও তেমনতর ব্যতিক্রমী-চরিত্র হ'য়ে
খাঁক্তিতেই উদ্গতি লাভ করবে ;
তোমার স্বামীর অনুগতি-সম্পন্না
শুভ-সন্দীপী,
সদ্-বিনায়নী যত হ'য়ে উঠবে,—
ততই শ্রেয়-সঙ্গতির
অধিকারিণী হ'য়ে উঠবে ;
আর, ঐ অনুগতিকে বাদ দিয়ে
নিজে যদি শত শুভ-সন্দীপনা-সম্পন্নাও হও,
আর, তা' যদি
তোমার স্বামীর চিন্তা ও চলনকে
স্পর্শ না করে,—
সন্ততি শুভ-মণ্ডিত হবে না কিছুতেই। ৬১১২।
২৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৬-২০

অন্তরে সাম্য লাভ করেছ কতখানি,
অহিংস হয়েছ কতখানি,—
তা' বুঝতে পারবে—
অন্যের হিংসা-প্রবৃত্তি

তোমাকে অশুভ-অনুধ্যায়িনী ক'রে তুলতে
পারে নি কতখানি—
তা' দেখেই । ৬১১৩ ।
২৫।৫।১৯৫৪, সকাল ৬-৩৫

বলেছি, আবার বলি,
যতদিন পর্য্যন্ত
তোমার শ্রেয়-প্রেয়
বা যেই হো'ক না কেন,
কা'রও নিকট থেকে
পেয়ে সুখী হবার আগ্রহ নিয়ে চলবে,—
তা' হবে না,
সুখী হ'তে পারবে না তা'তে ;
কিন্তু যখনই
প্রীতি-আগ্রহ-অনুবেদনায়
শক্তি ও সাধ্যমত
অন্বয়ী তৎপরতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে
নিজেকে কৃতার্থ করবার অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে চলতে থাকবে,—
সুখের প্রত্যাশা না করলেও
তা' হবে,
আর, সে সুখ তোমাকে
সুকেন্দ্রিক সম্বর্দ্ধনাতেই
নিরত ক'রে তুলতে চাইবে ;
সুখই যদি চাও,
তা'ই কর। ৬১১৪ ।
২৫।৫।১৯৫৪, বিকাল ৫-৫৯

ব্যবহার যদি না জান,
ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয়ের অভিঘাত

তোমাকে সহ্য করতেই হবে,
কোন যুক্তি-তর্ক
তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারবে না। ৬১১৫।

২৫।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

কাউকে ভালবেসেও
তা'র অনুগতিতে
মুখ্যতঃ স্বতঃস্বেচ্ছ অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে নি,
উদাত্ত অবদান-মুখর-অনুচর্য্যা-নিরত
হ'য়ে ওঠে নি,
তা'র পারিবারিক স্বার্থে
প্রশ্নশূন্যভাবে
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে নি,
অপচয়ে অনুচর্য্যী নিরোধ সৃষ্টি ক'রে
নিজ দায়িত্বে
তা'র নিরসনে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে নি,
এক-কথায়
স্বতঃ-উৎসারিত অনুচর্য্যাপরায়ণ অনুগতি নিয়ে
তা'র যা'-কিছুকে
আপনার ক'রে নেয় নি—
মুখ্য আগ্রহ-সম্বেগ নিয়ে,
অক্লিষ্ট উদ্যমের ভিতর-দিয়ে,—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
সে তা'কে ভালবাসে নি,
আছে শুধুমাত্র
প্রত্যাশাপ্রলুব্ধ প্রীতির
ছদ্মবেশী অনুচলন,
যার ভিতর-দিয়ে
সে তা'র প্রত্যাশাকে
আপূরিত করতে চায়,
তাই, তা'র চরিত্র

প্রিয়-অনুগ অনুগতিতে
বিনায়িত হ'য়ে
সক্রিয় উদ্যমে
আত্মবিনায়ন করতে পারে নি ;
এমনতর হ'লে
লক্ষ জীবন ধ'রে
প্রিয়-সান্নিধ্যে বসবাস ক'রেও
চরিত্র অনুরঞ্জিত হবে না কিছুতেই,
কারণ, প্রত্যাশা কখনও
ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
চরিত্রকে প্রিয়-অনুগ ক'রে তুলতে পারে না—
বাস্তব বিভবে। ৬১১৬।
২৬।৫।১৯৫৪, সকাল ৬টা

যে বা যা'রা
তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি
রাগ-বিভবহারা,
তোমার ভাব বুঝতে পারে না,
প্রত্যাশাক্ষুব্ধ অন্তর নিয়েই
তোমার সাহচর্য্য কামনা করে,
তুমি যাদের জীবনে
মুখ্য হ'য়ে উঠতে পার নি,
তা'রা তোমার প্রতি
মৌখিক দরদী হ'তে পারে—
লৌকিকতার বাধ্যবাধকতায়,
কিন্তু কিছুতেই তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি
বা জীবনের প্রতি
দরদী হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'দের অন্তর্নিহিত প্রত্যাশার
ক্ষুব্ধ চাহিদাতেই
সংশ্লিষ্ট হ'য়ে

সেই ধান্ধাতেই
তা'রা তোমার সান্নিধ্য কামনা করে—
যদি আপূরিত হয় তা' তোমা হ'তে ;
তাই, তা'রা তোমার ভাব, কথাবার্ত্তা
আদেশ-নিদেশ,
অনুরোধ বা শুভ ইচ্ছাকে
আঁকড়ে ধ'রে
অর্থাৎ তা'কেই মুখ্য ক'রে নিয়ে
তদনুরঞ্জনী আত্মপ্রসাদে প্রলুব্ধ হ'য়ে
চলতেই পারবে না কিছুতেই,
ঐ প্রত্যাশাক্ষুব্ধ ধারণায় বিভোর হ'য়ে
তুমি যা' বল—
তা'কে
তা'দের ঐ প্রত্যাশা-অনুযায়ী অর্থান্বিত ক'রেই
সেই বুঝ নিয়ে চলতে থাকবে ;
এমনতর তা'দের চলন যতদিন চলবে,—
তুমি ততদিন তা'দের কাছ থেকে
কিছুই প্রত্যাশা করতে পার না
বা তা'দের উপর আদৌ নির্ভর
করতে পার না,
তুমি লাখ বল—
তা'রাও তোমার উপদেশ-অনুক্রমিক
বা চাহিদা-অনুক্রমিক চ'লে
আত্মপ্রসাদ-উদ্দীপনা নিয়ে
তোমাকে অনুসরণ করতে পারবে না ;
আবার, থোকেও যদি কিছু দাও,
তা'রও দরদহারা ব্যবহার করতে
কসুর করবে না এতটুকু ;
তোমার প্রতি তা'দের অমনতর অনুরাগ
তা'দের অন্তঃকরণকে
কখনই তৃপ্তিমণ্ডিত ক'রে

শুভ-সম্বর্দ্ধনার উপযোগী
ক'রে তুলতে পারবে না,
বর্দ্ধনযজ্ঞের হোমদীপিকাও
তা'দের কাছে
তমোম্লানই হ'য়ে চলবে ;
তাই, তুমিও বুঝে চল,
তা'রাও বুঝে চলুক—
যদি সুখী হ'তে কেউ চায়,
সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায় কেউ। ৬১১৭।
২৬।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-২

যা'দের দেখবে—
পর-অনুবেদনা নাই,
আত্মস্বার্থই মুখ্য যা'দের,
অন্যকে যা'রা বুঝতে চায় না
বা বুঝতে পারেও না,
ব্যবহার ও অনুচর্য্যা বিপর্য্যয়ী যা'দের,
প্রায়ই দেখতে পাবে সেখানে—
চরিত্রের কোথাও
কামান্ধতা ক্রিয়াবৈকল্য নিয়ে অবস্থান করছে ;
নিরাকরণের উপায়ই হ'চ্ছে—
মুখ্য আগ্রহ নিয়ে
শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে
সৎক্রিয়াসম্পন্ন হওয়া—
সেবানিরত অনুচর্য্যায়,
নয়তো, তা'দের বোধই
অমনতর জগাখিচুড়ী হ'য়ে চলতে থাকবে। ৬১১৮।
২৬।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-২৫

শ্রেয়নিষ্ঠ হও—
আত্মস্বার্থে অনাসক্ত থেকে,

শ্রেয়ার্থ-নিষ্পাদনে
সন্ধিৎসু ও সুক্রিয় হ'য়ে চল,
এই চলাগুলি যেন অর্থসঙ্গতি নিয়ে
কর্ম্মসঙ্গতি নিয়ে
সমাধানে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, এই অর্থ যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে
বাস্তব তৎপরতায়
তোমার ঐ শ্রেয়-পোষণ-বর্দ্ধনায় ;
আর, এই করতে গেলে
তড়িৎ-দীপনা নিয়ে
অপব্যয়কে সঙ্কুচিত ক'রে
উপযুক্ত ব্যয়, উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহাদির
বিহিত বিচক্ষণতা অবলম্বন ক'রে
দক্ষকুশল হ'য়ে তা' ক'রে চল—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে ;
আত্মনিয়মনায় অমনতরভাবেই
শ্রেয়প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের
আবাহন কর,
এমনতর করতে থাক,
চল এমনতরভাবে—
তপনিরত থেকে,
আগ্রহ-উদ্যমী রাগনিরতি নিয়ে,
এই তড়িৎ-সমাধানী নিষ্পন্নতায়
উপনীত হ'য়ে
শ্রেয়-পোষণ-বর্দ্ধনায়
যতই তুমি দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারবে,—
যোগ্যতাও তেমনি বেড়ে যাবে,
ব্যক্তিত্বও অন্বিত বোধি নিয়ে
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বাস্তবে তুমি মহৎ মানুষ হ'য়ে উঠবে এমনি ক'রে,
এমনি ক'রেই তুমি বড় লোক হ'য়ে উঠবে,

এই হ'চ্ছে বড় হওয়ার তুক। ৬১১৯।

২৭।৫।১৯৫৪, রাত ১০-৪৫

'ছিল-না'র সঙ্গর্ভ-শায়িত হ'য়ে
অস্তিত্ব যখন
আপনহারা হয়েছিল,
'আছে'র সংঘাতে
ব্যক্ত হ'য়ে উঠতে না পেরে
'ছিলনা'য় নিমজ্জিত হয়েছিল
যখন সে,
স্থাস্নুর স্থির অবিরল
আত্মনিমজ্জনী উদ্দাম উদ্‌গতির
অববেলায়িত উত্তাল জাগ্রতি
স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে নি তখনও ;
ঐ 'ছিল-না'র আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
অস্তির বোধদীপনার এই আবেগ
আত্মপ্রকাশের উন্মাদনায়
আনীতি-নর্ত্তনে
উদাত্ত হ'য়ে উঠল চরিষ্ণুতে ;
চর তখন থেকেই
স্থিরকে নাড়া দিয়ে
আবর্ত্তনী লাল-লিপ্সার ভজন-ভৃতির
দোলনলীলায়
আকুঞ্চন-প্রসারণী উদাত্ত লাস্যে
নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে
উদ্‌যায়ী চলনে চলতে লাগল—
স্বতঃ-উৎসারণায় ;
স্পন্দন
আকুঞ্চন-প্রসারণী বীচিবচনে
সংঘাত-সুখ-লালিমার লাবণ্যে
আত্মপ্রকাশ ক'রে

এক অন্যের কাছে
অস্তিত্বে অলল দীপালী-স্রোতা হ'য়ে
গমন-গতিতে নিজেকে বিস্তার করতে
আরম্ভ করল,
এই বিস্তারণার আত্মসংঘাতের মাধ্যমে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল বাক্ ;
এই বাক্ স্ফুরণার শীলন-লাস্যে
ঐ স্পন্দনের ভিতর-দিয়েই
নিজেকে জমাট ক'রে তুলতে লাগল ;
স্পন্দন-বিদৃপ্ত ঐ জমাট বাক্
সঙ্কলিত স্পন্দন-সংঘাতে
যতই শব্দায়িত হ'য়ে উঠতে লাগল—
এক অন্যের কাছে,—
বীচি-সংহতির তরঙ্গায়িত আবর্ত্তনে
উল্লোল সৃজন-লসিত ভঙ্গিমায়
আলিঙ্গন-প্রসারণের
অনুবেদনী দৃপ্ত-দীপনায়
সংহৃতির ক্রম-তৎপরতায়
ছন্দের ছান্দিক নর্ত্তন
ব্যক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল ততই—
বিকাশ-অবশায়িনী সৃজন-কল্লোলে ;
এমনি ক'রেই ফুটে উঠল চিদণু,
এই চিদণুর প্রদীপনী
আকুঞ্চন, বিরমন ও প্রসারণের
ক্রমপর্য্যায়ের ভিতর-দিয়ে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের তর্জ্জন-দীপনায়
যোগ-বিয়োগের উৎসৃজনী অবদানে
ক্রম-পর্য্যায়ে
স্তরে স্তরে
এক অন্যের কাছে
বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগল ;

এই বিকাশ ঘনায়িত হ'তে হ'তেই
তর্পিত চলনে
অণুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠল,
আবার, এই অণু-সঙ্কলন
সংহতি-সংক্রমে
স্থূল হ'তে স্থূলতরে পর্য্যবসিত হ'য়ে
সৃজন-কল্লোলের ছন্দায়িত লাস্য-নন্দনে
বাস্তবতায় ব্যক্ত হ'য়ে
স্ফুটতর হ'তে লাগল ;
এই স্ফুরণের অন্তর্নিহিত স্পন্দনই হ'চ্ছে
তা'র জীবনতন্ত্র,
ওর ভিতরেই জাগ্রত থাকে
প্রাণন-দীপনা,
আর, যা' জমাট হ'য়ে
অভিব্যক্তিলাভ ক'রে থাকে,
তা'ই তা'র আধার—
এক কথায়, অভিব্যক্তির যান্ত্রিক বিধান ;
তাই, ঐ বাক্‌ই হ'চ্ছে
আদি প্রণব—
সৃষ্টির স্ফুরণ-সম্ভার,
আর, ঐ বাক্‌-অনুজ্ঞাই
আলোর স্রষ্টা। ৬১২০।
২৭।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৩০

যখনই দেখবে কেউ—
তা' পুরুষই হো'ক আর মেয়েই হো'ক—
যা'ই কিছু বলা যাক্‌ না কেন তা'কে,
সেই বলাকে ধারণায় এনে
তা'র বিহিত বুঝ মাথায় না নিয়ে
নিজের ধারণানুপাতিক
একটা বুঝ সৃষ্টি ক'রে

তেমনি বলে
বা তেমনি করতে চায়,
ও কথায়-কথায় অভিমানী অভিব্যক্তি নিয়ে
আত্মসমর্থন করতে চায়,
আনতিহীন দাম্ভিক গৌরব সৃষ্টি ক'রে
আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হ'য়ে চলে,
এবং তা'র অন্তর-অনুস্যূত নিষ্পাদনী জেল্লা
সক্রিয় আগ্রহ-নিরতি নিয়ে চলতে অক্ষম,
আবার, এর সাথে যদি দেখতে পাও—
পুরুষ হ'লে মেয়ে-ঘেঁসা,
আর, মেয়ে হ'লে পুরুষ-ঘেঁসা চলন
যা'র স্বতঃ,
তখনই এঁচে নিও—
দুষ্ট-চারিত্রিক কামগ্রন্থির
লোলুপ উপভোগ-স্পৃহা
অন্তরে লুক্কায়িত থেকে
তা'কে অমনতর হীনম্মন্য
বাক্য, ভঙ্গী ও অনুচলনে
অনুপ্রেরিত ক'রে তুল্‌ছে,
অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাবে—
কামদুষ্ট অন্ধ-বোধিই তা'দের নিয়ন্তা ;
যেমন দেখবে,
বিহিত নিয়মনে
নিজেকে সংযত রেখে
শুভপ্রসূ চলনে চলতে
কসুর ক'রো না। ৬১২১।
২৮।৫।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৫

সাম্য-বোধ ভাল,
—কিন্তু বৈশিষ্ট্য-বোধকে
ব্যাহত ক'রে নয়,

তা' বরং মূর্খতারই মুখ্য ভঙ্গী,
বৈশিষ্ট্যের শীলানুশাসনকে
সুসঙ্গত অন্বিত তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে
যে একসূত্রী অন্বিত জ্ঞান
যা' প্রতিটি বিশেষকেই
বিশেষিত ক'রে
বর্দ্ধনায় বিদীপ্ত ক'রে তোলে,—
সাম্য সার্থক কিন্তু সেখানেই ;
নয়তো, তা' ভণ্ডুল পরিবেদনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ৬১২২ ।
২৮।৫।১৯৫৪, রাত ৯-১৮

বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি
সেখানেই সজাগ—
যেখানে এক সামান্যত্ব,
বিভেদত্ব,
আর, ভেদ ও অভেদের বিনায়নী সূত্র
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যত বাস্তব তৎপরতায়
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ত্বরিত বিচক্ষণতায়। ৬১২৩ ।
২৮।৫।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

তুমি যদি তোমার স্বামীর
জীবন, অন্তঃকরণ,
শরীর ও সংসারের
উপচয়ী শুভ-স্বার্থী দায়িত্ব নিয়ে
সপরিবার তাঁকে
কুশলকৌশলী বিনায়ন-তৎপরতায়
বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে না পার,
তাঁর স্বার্থ, পুষ্টি ও সম্বর্দ্ধনাকে

নিজেরই স্বার্থ, পুষ্টি ও সম্বর্দ্ধনা ক'রে নিয়ে,
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
উপচয়ে নিজেকে
সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত রেখে
সৌষ্ঠব-অনুশীলনে
আচার, ব্যবহার ও বাক্যের
সার্থক সুবিনায়িত শুভ-প্রয়োগে
সর্ব্বার্থ-আপূরণী সঙ্গীতি নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িনী তাপস প্রদীপনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাঁর গুণ, অগুণ, অন্যায়, অত্যাচার
সবগুলিকে হজম ক'রে
তাঁকে ইষ্টীচলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে না পার—
উৎকর্ষে অনুপ্রেরিত ক'রে,—
তাহ'লে কিন্তু তোমার বধূত্বই ব্যর্থ,
আর, এই ব্যর্থতা
সপরিবার,
এমন-কি, পরিবেশ-শুদ্ধ তোমাকেও
ব্যর্থতাতেই বিপন্ন ক'রে তুলবে,
সে-অবস্থায়
তুমি প্রকৃতির অঙ্কে
একটা সঙ ছাড়া
আর কিছুই নওকো ;
কিন্তু অমনতর ইষ্টানুগ পরিচর্য্যায়
যতই কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠবে,
ঐ সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী
ক্রিয়াকৌশলের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমন
মহীয়ান হ'য়ে উঠবে। ৬১২৪।

২৯।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৫

যিনি তোমার সম্মুখে
বাস্তবে অভিব্যক্ত হ'য়েও,
সার্থক সর্ব্বতঃসঙ্গতিতে
জ্ঞাত না হ'য়েও,
প্রীতিনিরত শ্রেয়সন্দীপী তোমার,
তাঁকে বোধ কর,
তদনুগ অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চল,
তোমার বোধিচক্ষুকে বিনায়িত ক'রে
বাস্তবতার তাত্ত্বিক নির্ণয়ে
অবগত হও তাঁকে—
সম্যক ধারণার সৌম্য মূর্ত্তিতে ঃ
তোমার সমীপে তিনি
লীলায়িত নন্দনায়
উচ্ছল চেতনার বাস্তব মূর্চ্ছনায়
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠুন ;
আর, ঐ চেতনায়
তুমি সমাহিত হ'য়ে ওঠ,
তাঁর চলনে সমাধি লাভ কর,
সমাধি সার্থক হো'ক
অমনি ক'রেই তোমার জীবনে—
উপচয়ী সমাধানে। ৬১২৫।
২৯।৫।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫০

সমস্যা-নিরাকরণের ধাঁধা কাটে মানুষের
তখনই,
যখনই অনুশীলনের ভূয়োদর্শনে
বাস্তব করায়
অর্থান্বিত সঙ্গতিতে
তা' অধিগত হ'য়ে
যোগ্যতার বরে
মানুষের অজ্ঞান-গ্রন্থি মুক্ত হ'য়ে ওঠে—

সার্থক সঙ্গীত নিয়ে ;
তোমার জানা যতটুকু—
সমস্যা বা ধাঁধা
তা'রও পারে। ৬১২৬।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৭

দোষ ও ত্রুটি-স্বীকার
ও তদনুগ পরিণামকে
বিনীতভাবে সহ্য করার ক্ষমতা
আন্তরিক সরল সাহসিকতারই লক্ষণ—
বিশেষতঃ সেইগুলি—
যা' স্বীকারে
অন্যে কলঙ্কিত হ'য়ে না ওঠে ;
অন্যকে কলঙ্কিত ক'রে
নিজের দোষ আবরণ করার প্রবৃত্তি
মানেই হ'চ্ছে—
দুর্ব্বল দোষপরায়ণ আন্তরিক সম্বেগের
পরিপালনী প্রবণতা,
আর, তা' কাপুরুষতারই লক্ষণ ;
দোষ-স্বীকার
এবং দূষণীয় কর্ম্মের বিরতি যেখানে,
অন্তরের সারল্য-অনুদীপনা
সুক্রিয়া-তৎপর সেখানে ;
বুঝে, বিহিতভাবে
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তা' যদি কর,
সার্থক হবে। ৬১২৭।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩

তুমি দৃঢ়-সম্বেগ নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ হও,

জীবনে তাঁ'রই অর্থকে
মুখ্য ক'রে তোল—
সর্ব্বতোভাবে,
সর্ব্বার্থ-অন্বয়ী সঙ্গীত নিয়ে ;
যেই এমনতর সম্বেগ নিয়ে
দৃঢ়, তৎপর হ'য়ে উঠলে—
সুক্রিয় নিষ্পন্নতায়,
তাঁ'রই অনুচর্য্যায়,
তোমার জীবন-জ্যোতিষ্ক
তখন থেকেই
উদীয়মান হ'য়ে চলতে লাগল,
প্রতিপদক্ষেপেই
কৃতকৃতার্থতা
তোমাকে অভিবাদন ক'রে চলবেই কি চলবে—
আঘাত, ব্যাঘাত ও বিপর্য্যয়কে
বিনায়নায় অতিক্রম ক'রে। ৬১২৮।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-২০

যা'দের আচার্য্য-অনুধ্যায়িতা নেই,
তদনুচর্য্যা-বিরত যা'রা—
আচার্য্যকে বর্জ্জন ক'রে,
অধ্যয়নী তৎপরতা হ'তে বিরত হ'য়ে
অন্তর-উপক্রমণায় চলে যা'রা—
তা'রা মুখে যতই
বেদ-বেদান্তের কথা বলুক,
বোধহীন জ্ঞান-গবেষণা যতই করুক,
সব কিছুই তা'দের ব্যর্থ,
ব্যভিচার-গ্রস্ত,
দম্ভী কাপট্য-নিবদ্ধ,
আর, ঐই তা'দের প্রাপ্তি,
মিথ্যাচারী তা'রা ;

কৃতী আচার্য্য যিনি,
তাঁর জীবনই তোমার উপাস্য,
ধ্যান-কেন্দ্র তোমার তিনিই ;
তোমার তাত্ত্বিক গবেষণাদি যা'-কিছুকে
যতক্ষণ তুমি
তাঁতে সার্থক ক'রে তুলতে না পারছ,
সেগুলি নিরর্থক ;
তাঁকে অতিক্রম ক'রে
যেমনতর সমাধির আগমে
তুমি সমাহিত হ'তে চাও,
তা' অন্ধতমেরই রাজপথ। ৬১২৯।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩২

গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা যিনি,—
তাঁর অন্তর হ'তে পারে,
কিন্তু পরম আচার্য্যের
অন্তর হয় না,
ব্যতিক্রমও হয় না,
কারণ, তিনিই বিনায়িত,
বিশুদ্ধ,
সর্ব্বার্থ-সমাহিত,
তিনি এক, অদ্বিতীয়,
কারণ, তাঁর মতন তিনিই,
তাই, তিনি
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরম-আচার্য্য যাঁরা
তাঁদেরও পরম আপূরক। ৬১৩০।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩৪

যা' যাকে আপূরিত করতে পারে না,
অর্থান্বিত করতে পারে না—
সুযুক্ত বাস্তব-সঙ্গীততে,

তা' তন্মুখী হ'লেও
ঐ 'সে' হ'তে সঙ্কীর্ণ। ৬১৩১।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩৮

ইষ্টার্থ যা'র মুখ্য-সম্বেগী হ'য়ে ওঠে নি,
ব্যক্তিত্ব তা'র
কাপুরুষতায় জীর্ণ হ'য়ে উঠেছে। ৬১৩২।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৪০

ইষ্টার্থ যা'দের যত মুখ্য—
তা'রা অসৎ-নিরোধে
তৎপর হ'য়ে ওঠে ততই,
আবার, ইষ্টার্থ-আপূরণী সম্বেগ
যা'দের যত বেশী,—
সুক্রিয়ও হ'য়ে ওঠে তা'রা তেমনি। ৬১৩৩।
২৯।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৪৫

তোমার উদ্দেশ্য যেন সব সময়ই
শুভ-সন্ধিৎক্ষু হয়—
তা' তোমার নিজের বেলায় যেমন,
অন্যের বেলায়ও তেমনতর,
আর, ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায়ী যা'—
তা' কোনপ্রকার আলোচনাই হো'ক,
মতবাদই হো'ক
বা বাধাবিপত্তিই হো'ক,
তা'কে কি ক'রে নিরাকরণ করবে
তা'র সুযুক্ত উপায়
ও নিরোধ-প্রস্তুতিকে
তোমার ধারণায়,
বাক্যে

ও কর্ম্মানুচর্য্যায়
সুবিনায়িত, সার্থক সঙ্গীতিসম্বন্ধ ক'রে
এমন ক'রে
নিজেকে প্রস্তুত ক'রে রাখবে,
যা'র ফলে
যেখানে যেমনতর দরকার,
তড়িৎ-সন্দীপনায়
তখনই তেমনতর সমীচীন হৃদ্য প্রতিকার ক'রে
তোমার উদ্দেশ্যের অনুপোষণী ক'রে
তুলতে পার যা'-কিছুকে,
বা ঐ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পন্থাকে
পরিষ্কার ক'রে তুলতে পার ;
এমনতরভাবেই নিজেকে
দক্ষকুশলকৌশলী ধীমান ক'রে রেখো—
প্রস্তুতির উদাত্ত উদ্যম নিয়ে ;
আর, সেই বিষয়ে
তোমার মতবাদ
ও নিয়মন-তৎপরতা
এমনতরই যেন
সু-হৃদ্য, সুশৃঙ্খল,
সু-অনুপ্রেরণাশীল হ'য়ে থাকে,
যা'তে তোমার সংস্পর্শে কেউ এলেই
তোমার সমর্থনে সক্রিয় হ'য়ে
স্ফীতদীপনায় নিজেকে ধন্য মনে করতে পারে ;
তোমার এই অনুচলন
যতটুকু হৃদ্য, তীক্ষ্ন ও তৎপর হ'য়ে উঠবে,—
তোমার সংহিতি লাভ করেছে যা'রা
তা'রাও কিন্তু তেমনতরই হ'য়ে উঠবে ;
নয়তো, তা'দের শুভ ইচ্ছা
তোমার তড়িৎ-চলনের সঙ্গে
শৃঙ্খলায়িত না হ'য়ে

বিচ্ছিন্ন চলনে চ'লে
সার্থক সমর্থনযুক্ত হ'য়েও
তোমার উদ্দেশ্যকে
নিষ্পন্নতায় নির্ব্বাহিত ক'রে
তুলতে পারবে না ;
তাই, যা' ধরবে,
তড়িৎ-উদ্যমে
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রে তুলবে,
সমাধানে এনে
যেখানে যেমনতর করণীয়
তা'ই করবে,
এমনতর ধৃতি-উদ্যমী যদি না হ'য়ে চল—
অন্তরের সুদৃঢ় তীব্র আবেগ নিয়ে,
সুক্রিয় অনুচলনে,—
সার্থকতা তোমাকে শুভে সমাসীন ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
এই হ'চ্ছে কৃতকার্য্য হওয়ার
কৃতিমুখর গোঁ। ৬১৩৪।
৩০।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

কোন মেয়ে
কোন শ্রেয় পুরুষকে
যদি স্বামিত্বে বরণ করে,
এমন-কি, অন্তরেও যদি
অমনতর ভাব পোষণ করে—
রাগানিরতি নিয়ে,
তাহ'লেও, ঐ পুরুষের আচরণীয় যা'রা—
কুলমর্য্যাদা মাফিক,
তা'দের হাতে ছাড়া
অন্যের নিকট
তা'র পান-ভোজনাদি করা উচিত নয়,

তা'তে অন্তঃকরণের পবিত্রতা,
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়িতা
ও আভিজাত্য-উদ্যম
হীনপ্রভই হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ পাতিত্যের সঙ্গীত হ'য়ে থাকে ;
ঐ অবস্থায় সেই মেয়ের
ঐ শ্রেয়-পুরুষের
কৌলিক তপ-তৎপরতায়
নিজেকে ব্যাপৃত রেখে
তদাচরণশীল হ'য়ে চলাই
স্বাভাবিক ও সমীচীন। ৬১৩৫।
৩১।৫।১৯৫৪, সকাল ৯-৫০

আচার্য্য, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বয়ী অর্থনায়
সক্রিয় না থেকে,
তা'কে বর্জ্জন ক'রে
আত্মোন্নয়নের বাহানায়
যে ভেকই অবলম্বন কর না কেন,
তা' তোমার অন্তরে
বঞ্চনাকেই আমন্ত্রণ করবে ;
তা' শুধু তোমার নয়,
ঐ আমন্ত্রণ সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবার ও পরিবেশেরও ক্ষতি করবে ;
তাই, তুমি যাই হও
আর তাই হও,
এই ব্যতিক্রম-অনুধ্যায়িনী চলন
তোমাকে তো পাপান্বিত ক'রে তুলবেই,
সে-পাপ মানুষের
ঐ সার্থক ধৃতি-সম্পন্ন
অন্বয়ী ধৃতিনিষ্ঠাতেও

আঘাত হানবে ;
পাপকর্ম্মের রূপ যাই হো'ক,
তা' পাপেরই হোম-মন্ত্র। ৬১৩৬।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬টা

আচার্য্য, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
স্মারক প্রতীকই হ'চ্ছে উপবীত ;
এই উপবীত ত্যাগ করা মানেই হ'চ্ছে
যে-ভূমিতে দাঁড়িয়ে
তোমার উৎকর্ষণী অভিযানকে
ক্রমবর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে যাচ্ছ—
সমাহিত সমাধানে,
—সম্যক ধারণায় সংস্থিত হ'তে যাচ্ছ—
হওয়ার,
হ'য়ে জানার
কৃতি-দীপনা নিয়ে,—
এক-কথায়, যা'কে সমাধি বলে
তা'কেই অবজ্ঞা করা,—
ভূমিহারা উচ্ছৃঙ্খল
বঞ্চনাবিলাসী
আত্মপ্রবঞ্চক হ'য়ে ওঠা ;
তোমার পরিণতি কী বা কোথায়,—
তোমার বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্ব
যদি এতটুকু থাকে
তবে তা' সহজেই অনুমেয়। ৬১৩৭।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২

আত্মপ্রবঞ্চনার কাল্পনিক লোললাস্য
যে-কর্ম্মে তোমাকে নিয়োজিত করছে,
সে-প্রবঞ্চনা তোমাকেও

আলিঙ্গন করতে কসুর করবে না,
ঐ উদাহরণে
তুমি অল্পবুদ্ধি দুনিয়াকে ঠকাবে,
নিজে তো ঠকবেই। ৬১৩৮ ।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫

আচার্য্য-অভিধৃতি নিয়ে
সুক্রিয় আত্মনিয়মন-তৎপরতায়
কেন্দ্রায়িত বিন্যাসে
বাস্তবের শ্লেষণ-তাৎপর্য্যে
সার্থক অন্বিত সঙ্গতির
অভিধায়নী অর্থনা নিয়ে
ধৃতির সন্ধিৎসু প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রে
আচার্য্যকে তত্ত্বতঃ জেনে
ঐ সুক্রিয় সর্ব্বার্থসার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজেকে নিমজ্জিত করাই হ'চ্ছে সমাধি ;
ঐ সমাধি যে বোধিবিদীপ্তির
অধিকারী ক'রে
মানুষকে তত্ত্বদৃষ্টির
শীলন-সন্দীপী
বোধ-বিনায়িত ব্যক্তিত্বে
অধিরূঢ় ক'রে তোলে,
তা'ই হ'চ্ছে প্রাজ্ঞ পুরুষার্থ ;
তুমি হংসই হও,
পরমহংসই হও,
বহূদকই হও,
কুটীচকই হও,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাতে
এমনতর ব্যক্তিত্ব
উপচয়ী উচ্ছল হ'য়ে না উঠছে,
নামে যা' হও,—

কাজে কিছুই হয় নি তোমার। ৬১৩৯।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-১৫

বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-আচার্য্য-নিষ্ঠাহারা
ঈশ্বরপ্রাপ্তির উদগ্র প্রলোভন,
যা' মানুষকে বাস্তবে
দাঁড়াহারা ক'রে তোলে,
তা' জেনো—
ঈশ্বরপ্রাপ্তির ঘোর অন্তরায় ;
আচার্য্য-অনুধ্যায়িতায়
সুক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল—
নিষ্পন্নতায় সমাহিত হ'য়ে,
আচার্য্যনিষ্ঠ সুক্রিয়তায়,—
দেখবে—
ঈশ্বর ওখানেই
উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠবেন ;
ঈশ্বরপ্রাপ্তির তুকই অমনতর। ৬১৪০।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২২

তুমি তপই কর,
জপই কর,
ধ্যানই কর,
আর, সমাধি-সাধনায় নিমগ্ন হ'য়েই থাক,
আচার্য্যে সমাহিত হ'য়ে
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক অর্থনায়
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে
উপচয়ী ক'রে না তুলছ—
কর্ম্ম ও তত্ত্ব-সঙ্গতির অভিসারিণী
প্রীতি-বিভোর প্রাজ্ঞ অনুচলনে,—

লাখ প্রত্যাদেশই পাও
আর লাখ আবির্ভাবের মহড়ায়ই
নিজের জীবনকে উপভোগ কর,
তা' কিন্তু মরীচিকার
মর্ম্মর-খেয়াল ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
জীয়ন-পোষণা তা'তে নেইকো ;
অমরতাই অধিগম্য,
মরণ নয়কো—
যদিও আজও তা' অবশ্যম্ভাবী। ৬১৪১।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-২৫

তোমার জন্ম আছে,
মৃত্যু আছে,
রোগ আছে,
শোক আছে,
প্রত্যাশার প্রহেলিকা
লুব্ধ প্ররোচনায়
কত কিছুতেই তোমাকে নিয়োজিত করছে—
সৃজন-প্রলয়ের মাধ্যমে,
কিন্তু তা' সত্ত্বেও
সব যা'-কিছুর অন্তরে থেকে
জীবনধৃতি রকম-বেরকমে
মূর্ত্ত নিয়মনে চলস্রোতা হ'য়ে চলছে ;
এই চলার অভিব্যক্তি আছে,
আত্মিক প্রেরণা আছে,
আর, আত্মিক প্রেরণা আছে ব'লেই
অভিব্যক্তি সক্রিয় ;
আর, তা' ধারণ-পালনী সম্বেগ নিয়ে চলছে—
আত্মপোষণী,
আত্মরক্ষণী,

আপূরণী অভিনিবেশে ;
তাহ'লেই বুঝে দেখো—
এই নটলীলার নটরাজ
ঐ ধারণপালনী সম্বেগ,
আর, তিনিই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই তোমার প্রাণন-সম্বেগ—
সত্তার পরম ধৃতি,
তিনিই আদি কবি,
তিনি সব যা'-কিছুতে নিহিত থেকেও
তা'রও পারে,
আরোও পারে ;
তাঁর মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'চ্ছেন—
আচার্য্য যিনি—
মূর্ত্ত প্রিয়পরম—
পরমপুরুষ ;
তাই, তোমার জীবনকেই
যদি ঐ আচার্য্যে সংহিত ক'রে
সার্থক অন্বয়ী তৎপরতায়
নিজেকে সুক্রিয় ক'রে না তোল—
প্রতিটি কর্ম্মকে বিনায়িত ক'রে,
প্রতিটি চিন্তাকে বিনায়িত ক'রে,—
এই ছন্ন ধৃতি
কর্ম্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তোমাকে বিনায়িত ক'রে তুলবে না,
অর্থান্বিত ক'রে তুলবে না,
হওয়াটাও ছন্ন প্রদীপনা নিয়ে চলবে,
প্রাপ্তিও হবে বঞ্চনার কূট কটাক্ষ। ৬১৪২।
৩১।৫।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৩৫

প্রীতি-সন্দীপ্ত উদ্যম-বিভোর
কৃতিদীপনী কর্ম্ম,

আর, এই কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
যেমনতর তুমি হ'চ্ছ—
প্রাজ্ঞ চেতনার অন্বিত তীর্থ হ'য়ে,
হৃদয়কে ভরপুর ক'রে নিয়ে
বিরহ-মিলনের মাধ্যমে,
সেই হওয়াটাই
তোমার জীবনের জীয়ন-উপভোগ—
ভজনানন্দের ভৃতিকুশল অনুচর্য্যা,
আর, ঐই হ'চ্ছে
তোমার জীবনে
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির
পরম পন্থা ;—
যা' তুমি প্রাজ্ঞ প্রত্যয়ের
হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে
তোমার নিজের কাছে,
প্রতিটি ব্যষ্টির কাছে,
প্রতিটি পরিবেশের কাছে,
ব'লে থাক,
ক'রে চল—
বাক্যে, ব্যবহারে, সৎ-সন্দীপী আচরণে,
নন্দনার উৎসারণী আবেগে
স্মিত তরঙ্গায়িত ক'রে প্রত্যেককে,
—যে বলা ও করার অন্বিত সঙ্গীত
তোমাকে অমনি ক'রে
আরো হ'তে আরোতে
স্বতঃ-সম্বেগ-শালিন্যে
চলৎশীল ক'রে থাকে। ৬১৪৩।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৭-২০

সুকেন্দ্রিক আচার্য্য-পরিচর্য্যী
উপাসনা-ব্যাপৃত

সেবাকুশল সম্বর্দ্ধনী জীবনচর্য্যায়
সম্যক্‌ভাবে নিরত থেকে
আত্মবিস্তারে বা ব্যাপ্তিতে
নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
বানপ্রস্থের প্রশস্ত পন্থা ;
ঐ সেবাপটু সম্বর্দ্ধনী জীবনচর্য্যার
নামই যজ্ঞ,
আর, এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বরই হ'চ্ছেন—
তোমার প্রিয়পরম পুরুষোত্তম
পরম আচার্য্য যিনি ;
বানপ্রস্থই অবলম্বন কর,
আর সন্ন্যাসই অবলম্বন কর,
তোমার কাল্পনিক মরীচিকা-বিহ্বল প্রবৃত্তির
লুব্ধ প্রলোভনের
দাম্ভিক অভিচার
যা'তেই তোমাকে
নিয়োজিত করুক না কেন—
ঐ আচার্য্যকে পরিত্যাগ ক'রে,—
এটা স্মরণ রেখো—
যে, ঐ আচার্য্য তথা আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক অর্থনার
স্মারক-প্রতীকই হ'চ্ছে
ঐ উপবীত ;
ঐ উপবীতকে ত্যাগ ক'রে
তুমি যা'ই করবে—
তা'ই কিন্তু বঞ্চনার কুহকজাল বিস্তারে
আশার মরীচিকায় নিমজ্জিত ক'রে
তোমার সত্তা ও বোধি-প্রণোদিত ব্যক্তিত্বকে
সার্থক সম্বর্দ্ধনা ও সঙ্গতিশীল অর্থনার
প্রসাদ-লাভে বঞ্চিতই হ'য়ে উঠবে ;

দুনিয়া জানবে—ঢের হয়েছে,
অন্তঃকরণকে অবলোকন কর—
দেখবে—কিছুই হয় নি,
তোমার হৃদয় আর হৃষ্ট দাপটে চলছে না,
আত্মবিরোধী আত্মপ্রবঞ্চক
বিন্যাস-বিভূষিত
অপকৃষ্ট লোকঠকানো সন্ন্যাসী ছাড়া
তুমি আর কিছুই নও ;
আর, এই তোমার বিষাক্ত ভেক,
বিষাক্ত বর্জ্জন
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
ব্যভিচার-দুষ্ট ব্যাখ্যায় বিকৃত ক'রে
লোক, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের,
রাষ্ট্রের কেন দুনিয়ার
ক্ষতি ক'রে চলবে,
আর, এ ক্ষতির আপূরণ
করতে পারবে না তুমি কখনও,
তোমার ঐ পতিত পাপ-বিধায়িনী প্রবৃত্তি
তোমাকে তো পতিত ক'রে তুলবেই—
পাতিত্যের অধিকারী ক'রে,
আর, দুনিয়াটাকেও সেই রূপে
রঙ্গিল ক'রে তুলবে ;
যদি প্রসাদ-প্রদীপ্ত হ'তে চাও,
সাবধান !
মনে রেখো—
আচার্য্যই তোমার পন্থা। ৬১৪৪।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

উপবীতকে যদি ত্যাগ কর,
আচার্য্যকে যদি ত্যাগ কর,
এগুলি যদি সংস্কার হয়,

সংস্কারের গণ্ডী এড়িয়ে চলাই
যদি তোমার বুদ্ধি হয়,
তবে ভেবে দেখ—
বানপ্রস্থই বা কী ?
সন্ন্যাসই বা কী ?
ত্যাগের সংস্কার কি সংস্কার নয় ?
সে কি ভোগের সংস্কারের থেকে
কম দুর্দ্ধর্ষ ?
তোমাদের প্রাক্-প্রাচীন আদর্শের ভিতর
কিন্তু অমনতর উপবীত-ত্যাগী
বা আচার্য্য-ত্যাগী
কাউকে দেখতে পাবে না কো ;
তুমি যদি সংসারে
বিরক্তই হ'য়ে উঠে থাক,
আর, আচার্য্যে অনুরক্ত হ'য়ে না ওঠ,
তা' তোমার সত্তাকেও
বিরক্ত ক'রে তুলবে,
তোমার সত্তা বিচ্ছিন্ন অনুক্রমণায়
বহুধা-পর্য্যবসিত হ'য়ে চলবে—
এ অতিনিশ্চয় ;

তাই বলি—
তুমি যদি পূর্ব্বাহ্নেই
আচার্য্য-গ্রহণ না ক'রে থাক,
যে মুহূর্ত্তে তোমার
দুনিয়াটার উপর বিরাগ আসে,
অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তেও
তুমি আচার্য্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর ;
আচার্য্যে অনুপ্রেরিত হ'য়ে
তাঁকে কেন্দ্র ক'রে
সুষ্ঠু সুকেন্দ্রিক চলনে চল—
'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং'—ব'লে ;

তাই, আমিও বলি—
'যদহরেব বিরজেৎ
তদহরেব প্রব্রজেৎ',
আর, প্রব্রজ্যা মানে
প্রকৃষ্ট চলনে চলন্ত হ'য়ে চলা,
আর, আচার্য্যই তোমার প্রকৃষ্ট প্রস্থা ;
মনে রেখো—
আচার্য্যে সংন্যস্ত-সঙ্কল্প যিনি ন'ন,
কিংবা যিনি অগ্নিহীন, ক্রিয়াহীন
অর্থাৎ আচার্য্য-বিহীন যিনি,
তিনি কখনও যোগী হ'তে পারেন না। ৬১৪৫।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫০

আচার্য্যবান তুমি যখনই হ'লে—
সেই মুহূর্ত্তেই তুমি
অগ্নিহোত্রী হ'লে,
দান, যজ্ঞ ও তপস্যাই তোমার
আমরণ জীবন-আচরণ হ'য়ে উঠলো,
আর, তা'রই স্মারক-সূত্রই হ'চ্ছে
ঐ যজ্ঞসূত্র ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
ঐ যজ্ঞসূত্রকে পরিহার ক'রে
যা'ই করতে যাবে,
ব্যক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে
অব্যক্ত ঈশ্বরও
তোমার কাছে
মূঢ়ত্বে সমাধি লাভ করবেন,
আর, প্রাপ্তিও তোমার
অন্ধতমসাকে
স্বাগতম্-বাণীতে অভ্যর্থনা করবে। ৬১৪৬।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৭-৫৫

তুমি যে বিধায়নায় আবদ্ধ হ'য়ে
যতিই হও,
শ্রমণই হও,
বানপ্রস্থীই হও,
আর, সন্ন্যাসীই হও না কেন,
কোন আশ্রম বা উপাসনার জন্য
আচার্য্য হ'তে বিচ্ছিন্ন যদি হও,
আচার্য্য-স্মারিণী কৃষ্টিপূত
উপবীতকে যদি ত্যাগ কর,
ঠিক বুঝে রেখো —
জাহান্নমের পতাকা ধ'রেই তুমি চলছ,
এই চলন প্রাকৃতিক পন্থা নয়কো,
প্রাকৃতিক অনুশাসন-সম্বন্ধও নয়কো,
এটা দেশ, কাল ও পাত্রের
বিপর্য্যয়ী আমদানী। ৬১৪৭।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮টা

তুমি কি ছন্ন
যে, রজো-বিন্যাসিত দেহ নিয়ে—
তা'তে অধিষ্ঠিত থেকেও
বিরজা হোম ক'রে
রজের পারে যেতে চাচ্ছ—
অভিলাষ করছ!
বিরজাই যদি হ'তে চাও,
প্রবৃত্তির রজোগুলিকে
আচার্য্য-সেবনায়
সার্থক সুসঙ্গত শালিন্যে নিয়োজিত ক'রে
ভজনদীপনী লাস্য-নন্দনায়
তাঁ'তেই আত্মোৎসর্গ কর,
তাঁ'রই হোম কর,
সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়েই

তুমি বিরজা হ'য়ে উঠবে,
এই রজরঞ্জিত দেহেই
আলোক-বিভান্বিত হ'য়ে উঠবে—
আচার্য্য-প্রসাদ-নন্দিত
উদ্দীপনী উদ্যম-দীপনায়। ৬১৪৮।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-২

তুমি যে-অভিধাই
গ্রহণ কর না কেন,
যে-ভেক নিয়ে
যে আশ্রম-অনুবর্ত্তীই হও না কেন,
আচার্য্য-সঙ্গতি যদি
তোমার না থাকে,
তুমি ব্যর্থ হবে সর্ব্বতোভাবে,
এমন-কি, তোমার করণ-অভিচলনগুলিও
অন্বিত অর্থনা নিয়ে
সার্থক তৎপরতায়
কিছুতেই সংহিত হ'য়ে উঠবে না ;
তুমি ব্যর্থ হবে—
ঐ ব্যর্থ-চলন-অনুদীপনা নিয়ে ;
তাই, যাই কর আর তাই কর,
ইষ্ট, আচার্য্য, আদর্শ,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির
অর্থানুধ্যায়িনী তৎপরতা নিয়ে
তন্নিহিত অনুচলনে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল,
ব্যর্থ হবে না,
যোগ্যতার সার্থক অভিদীপনা
তোমাকে অভিনন্দিত করবে। ৬১৪৯।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৫

তুমি যদি অগ্নিহোত্রী হ'তে চাও,
আর, অনুশাসন-সম্মত
সব-কিছু অনুষ্ঠান
নাও করতে পার,
তবে উদাত্ত-অভিনিবেশী
ভাবদীপনা নিয়ে বল—
'শ্রদ্ধামহং জুহোমি'—
'আমি আমার শ্রদ্ধাকে
আচার্য্যে উৎসর্গ করছি',
আর জেনো—
আচার্য্যই অগ্নি-স্বরূপ,
উদ্‌গতির পরম পন্থা,
আর, এটা অনুশাসন
অর্থাৎ শাস্ত্রেরই প্রাচীন নির্দ্দেশ। ৬১৫০।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-১৫

তুমি যদি পিতৃপুরুষকে স্মরণ ক'রে
তাঁদের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি না কর,
তোমার বৈশিষ্ট্য
তদন্বিত বিশেষণায়
বিশেষিত হওয়ার
পোষণাই সংগ্রহ করতে পারবে না,
আভিজাত্য
উদাত্ত উৎসারণায়
তোমার ব্যক্তিত্বে
সংস্থিত ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে
চলতে পারবে না,
যে-আত্মোন্নয়নে ব্রতী হ'য়ে চলেছ,
সেই অভিজাত আত্মমর্য্যাদাবোধই
উৎসারণশীল হ'য়ে উঠবে না;

ঐ অতটুকু করায়
আর কিছু হো'ক না হো'ক,
এগুলি তো পরিপুষ্টি লাভ করবেই—
যদি তা'র অর্থানুভাবিতা নিয়ে
অনুষ্ঠান কর,

কোন ব্যাপৃতির আওতায় প'ড়ে
বা যে-কোন রকমেই হো'ক,
তুমি যদি এই অনুষ্ঠানগুলি
উপযুক্তভাবে নাও করতে পার,
তবে আকাশের দিকে
হস্ত উত্তোলন ক'রে
ভাব-আবেগে বল—
'আমার পিতৃপুরুষ !
আমি আকূতি-উৎসারণের সহিত
আমার অন্তরস্থ শ্রদ্ধা
তোমাদের নিবেদন করছি,
তোমরা প্রসন্ন হও',
আবার, নিত্য আহার্য্য-গ্রহণের সময়
ঐ আহার্য্য ইষ্টকে নিবেদন ক'রে
ঐ প্রসাদ
বিগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অর্পণ ক'রো,
কারণ, তোমার ইষ্টের ভিতরই
সর্ব্বদেবতা মূর্ত্ত হ'য়ে আছেন ;
এতটুকুও যদি কর,
শাস্ত্রের অনুশাসন
সংরক্ষিত হবে তাতেই তোমার,
এবং তদনুগ কিছু-না-কিছু
ফলেরও অধিকারী হবেই—
এও শাস্ত্র-অনুজ্ঞা। ৬১৫১।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-২৫

আত্মনিবেদনী ঝোঁক
যদি আত্মজাহিরী ঝোঁকে
উদ্‌গতি লাভ করে—
তাঁর নৈবেদ্য না হ'য়ে,
তখনই বুঝবে—
প্রত্যাশার সত্তালাঞ্ছনী কুহেলিকাই
প্রবল সেখানে ;
সেইজন্য করা, হওয়া ও পাওয়া
পর্য্যায়ক্রমে লাঞ্ছিতই হ'য়ে চলে,
পরিণাম আসে—
ব্যর্থতা নিয়ে,
কুটিল বঞ্চনা-বিদ্রূপের সহিত। ৬১৫২।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ৮-৩০

সার্থক শ্রেয়ানুধ্যায়ী অনুচর্য্যায়
ব্যাপৃত যে নয়,
সে লাখ ধনী, মানী, বিদ্যা-বিভূষিত
হো'ক না কেন,
তা'র চাইতে গরিমাহীন গুণান্বিত যে—
সুকেন্দ্রিক নিরত সম্বেগ নিয়ে
সার্থক তৎপরতায়,
বোধি ও ব্যক্তিত্ব যা'র বিনায়িত,
হৃদ্য শীলন-তৎপর,
তা'র ওজন ঢের বেশী,
সব্যষ্টি দুনিয়া
তা'কে অর্ঘ্য দিয়ে কৃতার্থ হয়,
কিন্তু কেন্দ্রানুগ ব্যাপৃতি যা'দের নেই,
হৃদ্য প্রচেষ্টাও তাদের ব্যর্থ হ'য়ে
বঞ্চনার ভ্রূকুটি সহ্য করতে বাধ্য হয়। ৬১৫৩।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ১০-৩০

প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি
যা'র স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে—
যে যে ব্যাপারে করণীয় যা'
সবগুলি সমাধান ক'রে,
সে যদি সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগতিসম্পন্ন হয়,
সেই কিন্তু মহৎ,
সেই কিন্তু সাধু,
সুকেন্দ্রিক সফলকর্ম্মা সেই ;
যদি দেখতে চাও—
কৃতী ব্যক্তিত্ব সেখানেই দেখতে পাবে। ৬১৫৪।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ১০-৪০

তোমার যদি তপ-প্রবৃত্তিই থাকে,
ধাতু ও রুচি-মাফিক
যেখানে যেমনতর পছন্দ লাগে
তা'ই করতে পার—
তা' জনারণ্যেই হো'ক,
নির্জ্জনেই হো'ক
বা তীর্থেই হো'ক,
তা'তে কিছু আসে যায় না,
আর তা' ভালই—
যদি আচার্য্যানুধ্যায়িতায়
নিরবচ্ছিন্ন নিয়মন-তৎপর হ'য়ে চলাই
তোমাকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে থাকে,
তাঁতে তুমি নিরবচ্ছিন্ন হ'য়ে থাক—
সর্ব্ব-সঙ্গতি-সার্থক অর্চ্চনা নিয়ে ;
নয়তো ব্যর্থ হবে। ৬১৫৫।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ১০-৫০

শাঁসহীন ভক্তি,
বীর্য্যহীন শক্তি—

দুইই বিদ্রূপাত্মক,
বাস্তব সঙ্গতিহীন জ্ঞান,
আচার্য্যবিহীন ধ্যান—
দুইই অলীক। ৬১৫৬।
৩১।৫।১৯৫৪, রাত ১১টা

যিনি অচ্যুত ইষ্ট কৃষ্টি ধর্ম্মনিষ্ঠ
রাষ্ট্র-পুরোধ্যাসী তোমাদের,
তিনি তোমাদেরই নিয়োজিত গণসেবী,
আর, তাইই তাঁর রাজমুকুট,
তোমাদের অস্তিবৃদ্ধি তাঁর
কামনা ও কৃতার্থতার উপঢৌকন ;
আর, এই অস্তিবৃদ্ধিকে
নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লেই
অনুশাসনের প্রয়োজন,
যে-অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
তোমরা সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পার বাস্তবে
জীবনে, জনমে,—
পুষ্টি-প্রসাদ-অনুরঞ্জনায়
সংরক্ষিত হ'য়ে
স্বস্তির অধিকারী হ'তে পার ;
তিনি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী,
সৎ ও শুভের নিত্য অনুচর,
তাই, তিনি তোমাদের নমস্য ;
দেশ কাল পাত্র-ভেদে
আশু-ব্যতিক্রমী
তাঁর যে-কোন অনুশাসন-প্রবর্ত্তনা দেখেই
মনে ক'রো না
যে, তিনি স্বেচ্ছাচারী,
কারণ, চলন-কৌশলের ভিতর-দিয়ে
গন্তব্যকে আয়ত্ত করতে হ'লে

অনেক সময় আবৃত দৃষ্টিতে
অশুভ ব'লে মনে হয়—
এমনতর কিছু কিছু
অনুশাসন-প্রবর্ত্তনার প্রয়োজন হ'তে পারে ;
ধীইয়ে দেখো—
তা'র লক্ষ্য জীবনবৃদ্ধিদ কিনা—
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে,
সংরক্ষণ, সম্পোষণ ও সম্পূরণী সন্দীপনায়
সুক্রিয় অনুপ্রাণতা
তা'তে নিহিত আছে কিনা,
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গত অনুচলনে
ঐ অনুশাসনগুলি বিনায়িত কিনা—
তা' লক্ষ্য ক'রে দেখো ;
—বুঝতে পারবে—
তিনি তোমাদের কতখানি শুভ-তৎপর ;
তাই বলি—
শ্রদ্ধাবনত অন্তর নিয়ে
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়
ঐ গণপতি-পুরুষকে নমস্কার কর,
প্রার্থনা কর—
তিনি স্বাস্থ্যবান হ'য়ে
সুখসাফল্যে
জীবনবৃদ্ধির আপূরক হোতার আসনে থেকে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন ;
—ঈশ্বর তোমাদের প্রত্যেকেরই
মঙ্গল-সম্বিধান করুন। ৬১৫৭ ।
১।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৫৫

না-চাওয়ার ভনিতা নিয়ে
চাহিদার অবতারণা,

প্রীতির উচ্ছ্বাস নিয়ে
প্রত্যাশার উপস্থাপনা—
কাপট্যেরই কুটিল ভ্রূকুটি। ৬১৫৮।
১।৬।১৯৫৪, রাত ৭-২০

একই অনুশাসন
প্রয়োগ-পরিচর্য্যার ব্যতিক্রমে
শুভ কিংবা অশুভের কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। ৬১৫৯।
১।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৪০

বলবীর্য্য থেকেও
যা'রা বিবেকহীন,
বিকেন্দ্রিক,
বর্ব্বরতাই তা'দের বিজ্ঞতা। ৬১৬০।
২।৬।১৯৫৪, সকাল ৫-৫০

যে এক
চ্যুতিহীন সুকেন্দ্রিক বহুদর্শিতার সার্থক সঙ্গতিতে
বহু যা'-কিছুর
অন্বিত অর্থনা নিয়ে
সুবিনায়িত বোধিদীপনায়
একসূত্রসঙ্গতিতে উপনীত হ'য়েছেন—
দ্বন্দ্বকে দীর্ণ ক'রে,
গ্রন্থিকে মুক্ত ক'রে,
সুযুক্ত সঙ্গতি নিয়ে,
সুক্রিয় তৎপরতায়
চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যে,
প্রীতি-পরিব্যাপ্ত অন্তঃকরণ নিয়ে,
বেদী-আচার্য্যে সার্থক হ'য়ে,—

তিনিই মহান্,
ঐ ব্যক্তিত্বই মহাপুরুষ। ৬১৬১।
২।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৫

গুরু মানেই হ'চ্ছে উপদেষ্টা—
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভিতর-দিয়ে
আত্মনিয়মন-তৎপরতায় নিযুক্ত থেকে
জীবনবর্দ্ধনী আচরণগুলির
উপদেশ করেন যিনি,
—তিনি এই উপদেশগুলির
আচরণের ভিতর-দিয়ে
বহুদর্শিতার অনুধ্যায়িনী বিনায়নায়
অন্বিত বোধি নিয়ে
বিশদ তাত্ত্বিক সঙ্গতিতে
নিজেকে সার্থক সুচারু সঙ্গতিশীল
নাও ক'রে তুলতে পারেন ;
—গুরু মানে মহাজনের পন্থোপদেশক,
উপাধ্যায় তিনিই ;
আর, আচার্য্য হ'চ্ছেন—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুবেদনা নিয়ে
তপ-অনুক্রমণার ভিতর-দিয়ে
আচরণ-তৎপরতায়
বহুদর্শিতা অর্জ্জন করেছেন যিনি,
এক কথায়,
যিনি ক'রে জেনেছেন,
আচরণ ক'রে জেনেছেন—
সার্থক অন্বিত সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে,
তিনিই আচার্য্য,
তিনিই বৃহদ্ পিতা,
সদগুরু তিনিই ;
আচার্য্য তাই স্বতঃই

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে থাকেন ;
উপাধ্যায়ী গুরু ও আচার্য্যে
এতখানি তফাৎ,
তাই, গুরু আচার্য্য নাও হ'তে পারেন,
কিন্তু আচার্য্যে গুরুত্ব অতিনিশ্চয়,
তাই, ভগবৎ-নির্দ্দেশই হ'চ্ছে—
'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।' ৬১৬২।
২।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

পরবর্ত্তী আচার্য্য যদি
শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যায়
পূর্ব্বতন বৈধী আচার্য্যের প্রতি
আপ্যায়ন-তৎপর না থাকেন—
সঙ্গতি-অনুক্রমণায়
তাঁরই ধারাকে পরিপুষ্ট ক'রে,—
তাহ'লে তোমার সেই পরবর্ত্তী আচার্য্য
প্রথম আচার্য্যের আপূরণী ন'ন কো ;
আচার্য্য যদি বৈশিষ্ট্যপালী না হন,
একসূত্র-অভিধায়িতায় অনুগমনশীল
বিবর্ত্তন-সন্দীপী বোধি-বিভাসিত না হন,
দ্বন্দ্বস্রষ্টা হন,
তিনি আপূরয়মাণ আচার্য্য ন'ন,
—এমনতর আচার্য্য অবলম্বন করা মানেই হ'চ্ছে—
বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠা,
আর, বিকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠা মানেই হ'চ্ছে—
আচার্য্য বর্জ্জন করা,
আর, তা'র মানেই হ'ছে—
ব্যতিক্রমদুষ্ট ব্যভিচার-চলৎশীল হ'য়ে
তত্তপে নিজেকে নিযুক্ত করা ;
মূল কথা—
যিনি আচার্য্য,

বাস্তব অনুক্রিয়ায়
সার্থক সঙ্গতিশীল
আপূরয়মাণ
এক-সূত্র-অয়ন-অনুধ্যায়ী তিনি ;
ব্রহ্মচর্য্যেরই হো'ক,
গার্হস্থ্যাশ্রমেরই হো'ক,
বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসাশ্রমেরই হো'ক,
সমস্ত আশ্রমেরই
ধারণপালনী আচরণশীল বেত্তাপুরুষ তিনিই,
পরিমার্জ্জিত পরিপূরণী প্রজ্ঞা
সুবিন্যাস-তৎপরতায়
প্রাকৃতিক অনুধ্যায়িনী অনুবেদনা নিয়ে
সহজভাবে তাঁতেই নিহিত,
তাই, এই আচার্য্যই
ঈশ্বরের ব্যক্ত প্রতীক। ৬১৬৩।
২।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ আচার্য্য যিনি,
তিনি নির্দ্বন্দ্বী—
সর্ব্বসঙ্গতিশীল
আপূরণী অচ্ছিন্ন-সূত্র তিনি। ৬১৬৪।
২।৬।১৯৫৪, বেলা ১১টা

অন্যকে সুখী করবার মতন,
আপ্যায়িত করবার মতন
বাক্য, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী
সহানুভূতি-সম্বুদ্ধ অনুচর্য্যা যদি না থাকে,
এক কথায়, অন্যকে সুখী করবার মতন
চারিত্রিক সম্পদ যদি না থাকে,
তোমার সুখী হ'তে চাওয়ার প্রত্যাশা

আত্মপ্রবঞ্চনী বিদ্রূপ ছাড়া কিছুই নয়—
যা' তুমিই তোমার প্রতি
অযথা অন্যায্যভাবে ক'রে থাক—
নিজেকে দুঃখিত রাখতে। ৬১৬৫।
২।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তোমার প্রেয়ই হউন
আর শ্রেয়ই হউন,
যিনি তোমাকে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত হৃদ্য লালনায়
পোষণ-প্রবুদ্ধ ক'রে রাখেন,
প্রীতি-প্রদীপ্ত ক'রে রাখেন,
কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লে
তোমার সহানুভূতি বা বিক্ষোভ
যদি অজ্ঞাতসারেও
তাঁর উপচয়, প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনের
বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়
বা আলোচিত হয়
বা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে,—
বুঝবে—
তোমার অন্তঃকরণের অনুবেদনা
তোমার শ্রেয়-প্রেয়তে
মৌখিক অনুকম্পাশীল—
সংকীর্ণচর্য্যী,
কাপট্যদুষ্ট,
অমনতর যা'রাই হো'ক না কেন,
তা'দের ঐ রকম দেখলেই বুঝবে—
তা'রাও অমনতর,
বুঝে-সুঝে দেখে নিতে পার—
কারা কতটুকু
শ্রেয়-প্রেয়তে

আন্তরিকতা নিয়ে প্রীতি-নিবন্ধ । ৬১৬৬ ।
২।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৮

দুঃখের গুণ
যা'কে মানুষ অগুণ বলে,
তা' যদি তোমাতে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে না থাকে,
তুমি দুঃখ পাবে কি ক'রে ?
এতে শুধু তুমিই যে দুঃখ পাবে
তা' নয়,
ওগুলি সংক্রামিত হ'য়ে
পরিবেশকেও দুঃখের ভাগী ক'রে তুলবে ;
আবার, সুখের গুণগুলিও অমনতর,
ঐ গুণ যদি তোমাতে
অন্বিত সঙ্গতির সলীল চলনে
চলৎশীল থাকে,
দুঃখের ভিতরও সুখ তোমাকে
প্রীতি-চর্য্যায়
উল্লসিত ক'রে তুলবে,
শুধু তাই নয়,
তা' আবার পরিবেশে সংক্রামিত হ'য়ে
তোমার প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধিকে
স্ফুটতর অর্ঘ্য-অবদানে
পূজা ক'রে চলতে থাকবে ;
যেটা চাও,
সেই গুণে স্বতঃ হ'য়ে চল,
তর্পিত বা বিদগ্ধ হবে । ৬১৬৭ ।
২।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৫৩

যদি কা'রও কোন ব্যাপারে
দরদীই হ'য়ে থাক,

যা'তে তা'র দুঃখের নিরাকরণ হয়—
বাস্তব অনুচর্য্যায়
তা' আগে কর,
তারপরে, যা' পারছ না তার জন্য
অন্যকে দোষারোপ না ক'রে
তা'দের সাহায্য যাচ্ঞা কর—
অনুকম্পাকে স্বতঃ-উৎসারিত ক'রে তুলে ;
মানুষের দোষের সমালোচনা ক'রে
কা'রও বাস্তব সহানুভূতি পাবে না—
তা' তোমার নিজের বেলায়ই হো'ক
বা অন্যের বেলায়ই হো'ক। ৬১৬৮।
২।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৪

ধর্ম্মের মানেই হ'চ্ছে—
জীবনকে উপভোগ করা—
ধৃতি-বিনায়নায়,
লীলানন্দে,
বিক্ষেপী ও দুঃখদ যা'-কিছু
তা'দের শুভ-বিনায়নে বা সু-নিরোধে। ৬১৬৯।
২।৬।১৯৫৪, রাত ৭-২৫

নত হও,
নিদেশপালী হ'য়ে নিষ্পন্ন কর—
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার নিয়ে,—
মান-মর্য্যাদায় বিভূষিত হবে আপনিই। ৬১৭০।
২।৬।১৯৫৪, রাত ১০-৫৩

তোমাদের মধ্যে একজনও যদি
স্বীয় স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ
প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ,
কৃতঘ্ন বা বিশ্বাসঘাতক থাকে,

যে নিজের স্বার্থের জন্য
কা'রও অপচয় করতে
এমন-কি, পরপদলেহী হ'য়ে থাকতেও
কুণ্ঠিত নয়কো,
তবে সে নিজের অপবিত্র সার্থকতাকে
পরিতৃপ্ত করতে
নিজের সহিত পরিবার, জাতি ও সমাজকে
ঐ কৃতঘ্ন সংঘাত ও সংক্রমণে
সর্ব্বনাশ ক'রে
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংহতিতেও
বজ্রাগ্নির দাহিকা সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে—
দুঃখ-দুর্ব্বিপাকের জাঙ্গাল
সৃষ্টি করতে করতে ;
তাই, কা'রও যদি ঐ প্রবণতা থাকে—
আবেগ-সন্দীপ্ত
লৌহ-কঠোর শাসনে
নিজেকে সংযত ক'রে তোল,
হৃদ্য অনুপোষণায়
নিজের সহিত অন্যকেও
হৃদ্য কঠোর ব্যক্তিত্বের
পূজারী ক'রে তোল ;
ঐ কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাসঘাতকতাকে
সর্ব্বান্তঃকরণে
সুসংস্কারে অভিদীপ্ত কর,
নিরোধ সৃষ্টি কর,
আর, ঐ অপরাধের নিরাকরণে
মানুষের সাত্ত্বিক অনুদীপনাকে
স্বতঃ-সন্দীপ্ত ক'রে তোল,
ঐ কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা
সমাজের থেকে রিক্ত ক'রে তোল,
এর চাইতে বড় পাপ কমই আছে—

যা' এমন ক'রে
জীবনকে পাতিত্যে অবলুপ্ত ক'রে তোলে,
মনে যেন থাকে—
সেই মনীষীর বচন—
"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ।" ৬১৭১।
৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৩৭

তুমি যা'র প্রতি যেমনতর
স্বার্থ, সমর্থন ও সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে
হৃদ্য অনুচর্য্যা নিয়ে চলবে—
অবদান-আপ্যায়নায়,
সেও তোমার প্রতি
অমনতরই হ'য়ে উঠবে—
অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে
অমনতর ক'রে তোমার অনুচর্য্যায় ;
মৌখিক ও লৌকিকভাবে
যেমনতর করবে,
চলবে,—
তোমার অন্তর্নিহিত আবেগ-অনুদীপনা
যেমনতর চরিত্রকে উস্কে তুলে
যে-প্রবণতায়
তোমাকে বিকশিত ক'রে তুলবে—
সৎ বা অসৎ আনতি নিয়ে,
বিহিত ক্রমপদক্ষেপে,
অন্যেও তোমার প্রতি তেমনতর করবে ;
তুমি করবে না,
কিন্তু পাবে,
তা'ও কি হয় ?
পেতে করার পাল্লা তোমারই আগে। ৬১৭২।
৩।৬।১৯৫৪, সকাল ১০-১৫

তুমি যদি তোমার পরিবারের
শ্রেয় হও
বা প্রেয় হও
বা পালন-পরিচর্য্যীই হও,
তুমি দেখো—
কতজন তোমার সহায়ক না হ'য়ে
অর্থাৎ সহচর্য্যী না হ'য়ে
তোমার দায়িত্বে দায়িত্বসম্পন্ন না হ'য়ে
তোমার প্রতি
কেমনতর কটাক্ষপাত করছে,
কী সমালোচনা করছে,
কাদের প্রতি কেমন সহানুভূতি নিয়ে,
অর্থাৎ তোমার প্রতি
না তোমার পোষ্যদের প্রতি
সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে,
এই দেখে বুঝে নিও—
তোমার প্রতি দরদী কে কতখানি
বাস্তব কৃতী দায়িত্ব নিয়ে ;
যা'রা তা' নয়কো—
তা'রা তোমার পোষক নয়,
মিত্রও নয়,
সহানুভূতি-সম্পন্নও নয়,
সমর্থকও নয়,
দায়িত্বশীল অনুচর্য্যা-পরায়ণও নয় ;
আতম্ভরী বাবুয়ানী বাহাদুরী নিয়ে
চ'লে বেড়ায় তা'রা—
তোমার এই মাথার ঘাম পায়ে-পড়া
চেষ্টা ও যত্নের উপস্বত্বে আত্মপোষণ ক'রে—
শোষণ ক'রে তোমাকে ;
তোমাকে পোষণ-প্রবুদ্ধ
ফুল্ল ও প্রদীপ্ত করার বালাই

তা'দের অন্তরে
উঁকি মেরে থাকে কমই,
বরং নিজেকে বাঁচিয়ে
তোমার উপর দিয়ে
অন্যের উপকার-উন্মাদনায়
জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠতে দেখা যায় তা'দিগকে
প্রায়শঃই ;
এই দেখে
হৃদ্য অনুবেদনী অনুচর্য্যা নিয়ে
যেখানে যেমনতর চলবার তা' চ'লো ;
ঐ শোষক-গোষ্ঠী
হয়তো খতিয়েও দেখে না
যে, তা'দের অন্তঃকরণের নিভৃত কোণে
লুকিয়ে আছে—
অবদলনী উন্মাদনা,
তোমাকে অপদস্থ করার
বা বিদ্রূপ করার
কুটিল সৌজন্যপূর্ণ
আত্মঘাতী আকাঙ্ক্ষা ;
বুঝে যেখানে যা' করবার ক'রো ;
অবশ্য তোমার শ্রেয়-প্রেয় ব'লে
যদি কেউ থাকেন—
আর বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে
সহানুভূতি ও সমর্থনে
শুভাকাঙ্ক্ষী সন্দীপনায়
সুক্রিয় অনুচর্য্যায়
তাঁকে যদি তুমি
সর্ব্বতোভাবে উপচয়ী ও নন্দিত
ক'রে তুলে চল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
মুখ্য সম্বেগে,—

তুমি শ্রেয়ের অধিকারী হবেই,
সংসারের লাখ ঝঞ্ঝাও
তোমাকে একটুও কাঁপাতে পারবে না,
বিচ্যুত ক'রে তুলতে পারবে না। ৬১৭৩।
৩।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৪৫

অপকর্ম্ম ক'রে
মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়,
বেদনায় দীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
অন্তরের আকুলি নিয়ে
বাক্য ও অশ্রুজলে
উদ্‌গীর্ণ হ'য়ে ওঠে,
সঙ্গে সঙ্গে
জীবনে আর অনুতপ্ত না হ'তে হয়,
এমনতর সক্রিয় সংকল্প নিয়ে চলতে থাকে—
আন্তরিক নিবিষ্টতা নিয়ে,
শ্রেয়, প্রেয়, আচার্য্য বা ঈশ্বরে
ঐকান্তিক তৎপর অনুচর্য্যায়,
এমনতর বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
আত্মনিবেদনী অনুচলন
যতই আগ্রহ-প্রদীপ্ত সম্বেগশালী হ'য়ে
কৃতি-দীপনায় চলতে থাকে,
ঐ অপকর্ম্ম-জনিত পাপ বা পাতিত্যও
অপনোদিত হ'তে থাকে ততই;
বিনীত শ্রেয়পন্থী শ্রী-অনুচর্য্যা
তা'কে বিকশিত ক'রে তোলে,
পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে। ৬১৭৪।
৩।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-৪৫

অননুরাগ, অনবধায়িতা,
আগ্রহহীন, অশাসিত তপশ্চর্য্যা

যা' মানুষকে অকৃতী ক'রে তোলে,
অপারগতায় অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে,
তা'র নিরাকরণ না ক'রে
অনুরাগ-অবধায়িতা
ও আগ্রহ-সন্দীপ্ত তপানুশাসনের
অন্বিত সঙ্গতিসম্পন্ন চলনে
নিজেকে বিনায়িত না ক'রে
যে কৃতিত্বের দাবী নিয়ে চলে,
আর, তা'র নিজের অকৃতিত্বের জন্য
অন্যের প্রতি দোষারোপ ক'রে থাকে,
তা'র অন্তরে তপ-বিমুখতা
অনুধ্যায়িনী আবেগ নিয়ে
বসবাস ক'রে থাকে,
ফলে, অপচেষ্ট কীর্ত্তিমোহ
তা'র ব্যক্তিত্বকে
সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ হীনম্মন্যতায়
আবিষ্ট ক'রে রাখে,—
নিজের অপারগতার মূলে যে অপরাধ
তা' সে লোকসমক্ষে ঢেকে রেখে
অন্যকে তা'র কারণ-স্বরূপ নির্ণয় ক'রে
অবস্থানুপাতিক পছন্দ-মতন
তা'র প্রতি যা' ইচ্ছা তাই করতে পারে,
কারণ, অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতা
তা'র পরিচালক হ'য়ে থাকে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
যদি কৃতীই হ'তে চাও—
অনুরাগ-অবধায়িনী নিরতি ও তপশ্চর্য্যার
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
সুসন্ধিৎসু তৎপর কর্ম্ম-বিনায়নায়
অধিগতির পথে চলতে থাকে,
লোকের কাছে ভাল থাকার জন্য

অকৃতজ্ঞ দোষারোপে
তোমার প্রতি কাউকে
বীতশ্রদ্ধ ক'রে তুলো না ;
যদি কর,—
তুমি ডুবতেই থাকবে,
উত্থান অসম্ভব হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতৎপর হ'য়ে
অনুরাগ-অবধায়িনী তপশ্চর্য্যা নিয়ে
কর্ম্মানুচর্য্যা কর,
পারবে। ৬১৭৫।
৩।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৩০

তোমার জীবনে
অপ্রতিহত শ্রদ্ধাসনে
শ্রেয় ব'লে
এমনতর কেউ যদি থাকেন,
যাঁ'র উপচয়ী অনুচর্য্যাই
তোমার আত্মপ্রসাদের
অভ্যুদয়ী উৎসর্গ,
যাঁকে নন্দিত করতে পারাই
তোমার জীবনের পরম আকূতি,
যাঁ'র কাছে চাইবার
তোমার কিছু নেইকো,
যাঁ'র কাছ থেকে
অকিঞ্চিৎকর কিছু পেলেও
তোমার কাছে মহার্ঘ্য ব'লে
বিবেচিত হ'য়ে ওঠে,
যাঁ'তে তোমার সব-কিছুকে
সার্থক ক'রে তোলার
আগ্রহ-আকূতি

তোমাকে সম্বেগ-সন্দীপ্ত ক'রে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
এক কথায়, যিনি তোমার জীবনের
ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদী শাঁস-স্বরূপ,
যাঁ'র অপ্রীতিকর কিছু করা
তোমার পক্ষে
নিতান্তই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হ'য়ে ওঠে,
আপনভোলা, হৃদয়খোলা
হৃদ্য অনুবেদনায়
স্তোতন-তর্পিত অন্তরে
যাঁ'র সান্নিধ্য সব সময়ই
নিরতি-নিয়মনায় কাম্য হ'য়ে চলে
তোমার জীবনে,—
তবেই তোমার জীবন সার্থক ;
এই সম্বেগ-সম্বুদ্ধ আরতি-অনুদীপনায়
তৎ-প্রীতিকামী হ'য়ে
যতদিন চলবে,
তোমার উন্নতি
লাখো বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম ক'রেও
উচ্ছল চলনেই চলতে থাকবে ;
শত দুঃখও তোমাকে
জর্জ্জরিত ক'রে তুলতে পারবে না,
স্বস্তি
ঋদ্ধিতপা হ'য়ে
তোমার অনুগমন করবেই কি করবে। ৬১৭৬।
৩।৬।১৯৫৪, রাত ৮-১০

যেখানে অনুচর্য্যা নাই,
অবদান-উৎসর্গ নাই,
সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা নাই,
দায়িত্বশীল স্বতঃ-উৎসারণী

অনুকম্পী অনুভাবিতা নাই,
সেখানে প্রীতির বাহানা দেখলেও
বাস্তবতায় প্রত্যাশালোলুপতাই
প্রীতি-ছদ্মবেশী ধাপ্পাবাজী নিয়ে
বসবাস করে ;
—বুঝে সুঝে চ'লো। ৬১৭৭।
৩।৬।১৯৫৪, রাত ১০-৩০

প্রীতি-নিবদ্ধ তুমি যেখানে—
শ্রেয়চর্য্যী অনুরাগ নিয়ে,
তা'র প্রতি অত্যাচার,
অসৎ অভিসন্ধি,
নির্য্যাতন ও কৃতঘ্ন সংঘাতে
তোমার পরাক্রম যদি
দুর্দ্ধর্ষ হ'য়েই না উঠলো,—
তুমি ক্লীব তো বটেই,
তা' ছাড়া আরো নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে—
প্রিয়ের প্রতি প্রীতি তোমার
কতখানি ও কেমনতর
আর তা'র কিম্মতই বা কী। ৬১৭৮।
৩।৬।১৯৫৪, রাত ১০-৪২

তুমি কাউকে গ্রহণ করেছ কিনা
তা'র নিশানাই হ'চ্ছে—
তাঁ'র সংরক্ষণী ও সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায়
দায়িত্বশীল হ'য়ে
বাস্তব অনুশীলনায়
আত্মনিয়োগ করেছ কতখানি,
আর, তা'র যে কোনপ্রকার
উৎক্ষিপ্ত ব্যবহারে
তুমি স্বচ্ছন্দ নিয়মন-তৎপরতায়

তা'কে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলতে পেরেছ কতখানি ;
তা' যদি না পেরে থাক,
তুমি তাকে গ্রহণ কর নি,
অন্য কিছুকে গ্রহণ ক'রে
তার কাছে এসে
আত্মভরণ করছ মাত্র ;
কথাটা কটু হ'লেও কিন্তু ঠিকই,
তা' নিজেকে দিয়ে
বিবেচনা করতে পার । ৬১৭৯ ।
৪।৬।১৯৫৪, সকাল ৭-২০

সুকেন্দ্রিক অনুশ্রয়িতা,
দৃঢ় সংকল্প,
উদ্যম, অধ্যবসায়ী অনুচলন,
সদাচার, শুভচর্য্যী বাক্ ও ব্যবহার,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম—
এইগুলি চরিত্রগত আর্য্য-লক্ষণ,
তাই, এই আর্য্য-লক্ষণে
অধিষ্ঠিত থাক—
অধ্যবসায়ী অধিগতি নিয়ে
সন্ধিৎসা-পূর্ণ সুবিনায়নী তৎপরতায়,
বিদ্যার বৈশিষ্ট্য-সহ
সার্থক সুসঙ্গীতিতে
সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ ধীমান হ'য়ে ওঠ । ৬১৮০ ।
৪।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-৪৫

কারও দ্বারা যদি
উপকৃত হ'তে চাও,
তবে বিনীত অনুচর্য্যী অর্চ্চনা,
হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহারের সহিত

তা'র সাহায্য যাচ্ঞা ক'রো,
আর, তা'কে সহ্য করার
অনুদীপনাও রেখো ;
অপরের চরিত্রের অনেক কিছু
তোমার কাছে ভাল নাও লাগতে পারে,
সহ্য ক'রে যদি তা'কে
প্রয়োজনীয় ক'রে না নিতে পার—
নেহাৎ অবাধ্য অসৎ অনুদীপনা ছাড়া,
তাহ'লে তা'র কাছ থেকে
কোন উপকার পাওয়া
কঠিনই হ'য়ে উঠবে ;
আর, উপকার পেলে
কৃতজ্ঞ চিত্তে
তদনুগ কর্ম্মপ্রবণতা নিয়ে
প্রয়োজনমত তা'র কাজে লাগতে
সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে প্রস্তুত থেকো ;
তোমার এই সুকৃত-স্বভাব
মানুষের স্নেহ ও শ্রদ্ধার
আবাহক হ'য়েই চলবে ;
দারিদ্র্যব্যাধি-আরোগ্যেরও
এও একটা প্রকৃষ্ট উপায়। ৬১৮১।
৪।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-১৫

যে জ্ঞানচর্চ্চার ভিতর-দিয়ে
প্রীতি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে,—
সেই জ্ঞানের ভূমি হ'চ্ছে ভক্তি,
আর, প্রীতি পোষণা পায় না
যে জ্ঞানচর্চ্চায়,
সে জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান বা ছন্নতা। ৬১৮২।
৪।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-৫০

তোমার শিক্ষাপদ্ধতি
যেন এমনতর জীয়ন্ত যোগ্যতার
আবাহক হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, প্রতিটি ছাত্র
বাস্তব অনুক্রিয়তায়
লোকসত্তাপোষণী কর্ম্মগুলিতে
দক্ষ হ'য়ে ওঠে ;
সে যেখানেই থাক্ না কেন,
তা'র পরিবেশের ভিতর থেকে
তা'র বর্দ্ধনী অনুচর্য্যার মাধ্যমে
নিজের ভরণপোষণী যা'-কিছুকে
সংগ্রহ করতে পারে—
অন্যের উপচয়ী হ'য়ে,
ভার হ'য়ে নয়কো ;
তাদিগকে যতই বাস্তবভাবে
এমনতর শিক্ষায়
দীক্ষিত ক'রে তুলতে পারবে,
তপানুশীলনে স্ফূর্ত্তি-সম্বেগী
ক'রে তুলতে পারবে,
সহজ বোধ-সন্দীপ্ত ক'রে
আত্মনির্ভরশীল ক'রে তুলতে পারবে,
চাকুরিজীবী হবার প্রলোভন
তাদের জীবন থেকে
ততই খসে পড়তে থাকবে ;
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত সঙ্গতির
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে
আদর্শপ্রতিষ্ঠ লোকচর্য্যায়
তা'দিগকে যদি সরাসরিভাবে
অন্তরাসী ক'রে তুলতে পার—
বিনীত সৎচলনশীল

ও অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
সবারই মাঙ্গলিক হোতা হ'য়ে উঠবে
স্বতঃই তা'রা,
মনে রেখো—
শিক্ষার সার্থকতাই ঐ পথে। ৬১৮৩।
৪।৬।১৯৫৪, রাত ৮-২০

দুনিয়ায় যা'-কিছু সবেরই ধর্ম্ম আছে,
ধর্ম্ম আছে মানেই
তা'রা তা'দের সত্তাকে ধ'রে রাখতে পারে,
আর, ধ'রে রাখতে পারে যা'তে
তেমনতর অনুচলনী অনুবর্ত্তনায়ই
তা'রা চলতে চেষ্টা করে
সহজভাবে ;
তেমনি প্রত্যেক গুণেরই ধর্ম্ম আছে,
সে গুণ কেমন ক'রে
কিসের ভিতর-দিয়ে
সংরক্ষিত হ'তে পারে,
তা'র অনুচর্য্যা আছে ;
প্রবৃত্তির ধর্ম্ম তেমনতর,
আবার নিবৃত্তিরও তাই,
কিন্তু জীবন চায় কী?
জীবন চায়—
তা'র সত্তা-সংরক্ষণা
আর তা'র অঢেল সম্বর্দ্ধনা,
এই সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়েই
জীবনের উপভোগ ;
নিবৃত্তির পথই দেখ,
আর প্রবৃত্তির পথই দেখ,
জীবনের পক্ষে যা' অপচয়ী

তা'কে আমরা পরিহার না ক'রে পারি না,
আর উপচয়ী যা' তা'কেও আমরা
আঁকড়ে না ধ'রে পারি না ;
তাই, জীবনধর্ম্মের পরিপোষণী যা',
তা' নিবৃত্তিমূলকই হো'ক
আর প্রবৃত্তিমূলকই হো'ক,
তাইই তা'র সরাসরি স্বার্থ,
স্বচ্ছন্দ চলনে সে যাতে চলতে পারে
এইই হ'চ্ছে তা'র আদিম আকাঙ্ক্ষা,
সে মরতে চায় না,
তথাপি মরে—
কি ক'রে না মরতে হয়
সে বিষয়ে সে অজ্ঞ ব'লে ;
সেই দুর্ভেদ্য অজ্ঞতাকে ভেদ ক'রে
সে অমৃত উপভোগ করতে চায়,
জীবন চিরদিনই অমৃতপন্থী ;
কেউ যদি দুঃখ পেয়ে মরতে চায়,
তা'ও বলে—'মরলে বাঁচি',
তা'র মানে বাঁচাটাই ধর্ম্ম ;
এই ধৃতিকে উপেক্ষা ক'রে
যাই করতে যাও না কেন,
তা' যতই মনভোলান হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু জীবনধর্ম্মের কিছু নয়কো ;
এই ধৃতিরই লওয়াজিমা যা',
জীবনের উৎসুক আবেগই হ'চ্ছে
সেগুলিকে অধিগত করা,
আয়ত্তে আনা,
অর্জ্জন করা,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
এই অর্জ্জনতপা হ'য়ে চলাই হ'চ্ছে তপস্যা ;
জীবনের সব যা'-কিছু—

কোন-কিছুতে সংহত হ'য়ে
নিজের সত্তায় দানা বেঁধে
থাকতে চায়,
তাই, সুকেন্দ্রিকতার প্রয়োজন অতো ঃ
তাই, যাই কিছু কর না কেন,
যেমনই ভাব' না কেন,
তোমার ও তোমার পরিবেশের
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কী—
সেই খতিয়ানে ক'ষে নিয়ে—
তেমনতরভাবে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে চল ;
তা'র অনুকূল যা'
প্রবৃত্ত হ'তে হবে তা'তেই,
আর, বিরত বা নিবৃত্ত হ'তে হবে
তা'র প্রতিকূল যা'
তা' হ'তেই ;
তাই, মানুষ প্রবৃত্তিপন্থীও নয়,
নিবৃত্তিপন্থীও নয়,
সত্তাপন্থী,
যেমন ক'রে, যে-পথে
তা'র সত্তা সম্পুষ্ট ও সম্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে ওঠে,
সেই পথে চলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ,
—এইই হ'চ্ছে সহজ কথা,
এইই জীবন-ধর্ম্ম,
প্রকৃত বেদধর্ম্মই হ'চ্ছে সত্তাধর্ম্ম—
আত্মিক ধর্ম্ম। ৬১৮৪।
৪।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

কোন শ্রেয়-পুরুষকে
স্বামিত্বে বরণ ক'রে নিয়েও

সর্ব্বসঙ্গীত নিয়ে
তাঁকে যদি আপনার ক'রে নিতে না পার—
তাঁর আদর, অনাদর,
এমন-কি, অত্যাচারেও
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যী আলিঙ্গনে,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে ;
স্ত্রীত্বের বাহানায়
আলোকলতার মত
যদি তাঁর শোষক হ'য়েই
বসবাস কর,
প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁকে ধুক্ষা-পীড়িত ক'রে
তাঁ হ'তে আত্মপুষ্টি আহরণ কর,—
সে কি তোমার পক্ষে ব্যভিচার নয় ?
ভেবে দেখ—
তা' তোমার পক্ষে
কত বড় অসাধ্বী চলন,
এতেও কি সুখী হ'তে পারা যায় ?
শ্রদ্ধোজ্জ্বলা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায় ?
নিজে অশাসিত হ'য়ে
শাসন-সন্তাপিত ক'রে
কখনও কি ছড়িদারী বা কর্ত্তৃত্ব পাওয়া যায় ?
স্মরণ রেখো—
তাঁকে আপনার ক'রে নেওয়ার দায়িত্ব
তোমারই,
কারণ, তাঁকে তোমার জীবনদাঁড়া
ক'রে নিয়েছ,
তোমার মান, প্রতিষ্ঠা,
সম্বর্দ্ধনা ও ভরণপোষণের
পরম হোতা তিনিই হ'য়ে উঠেছেন,

তিনি তোমার কিছু না করলেও
তাঁর বাস্তব ব্যক্তিত্ব
তোমাকে মর্য্যাদার আসনে
প্রতিষ্ঠিত করেছে,
ফল কথা, তোমার যা'-কিছু
যদি তাঁতে সার্থক হ'য়ে না ওঠে—
তাঁকেই কেন্দ্র ক'রে,—
তোমার প্রতিষ্ঠা যত বড়ই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু ব্যভিচারযুক্ত,
জনগণ তেমনতর চক্ষেই
তোমাকে দেখতে থাকবে ;
তাই, আগে নিজে শাসিত হও,
আনুগত্যে আত্মবিনায়ন কর,
জীবনকে প্রভান্বিত ক'রে তোল,
তোমার শাসন, ভর্ৎসনাও যা'তে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে সবার কাছে,
এমন ক'রে চল—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে,
যা'র সঙ্গ বা পরিচর্য্যা
তাঁকে সার্থক ক'রে তোলে না,
তা' যথাসম্ভব উপেক্ষা ক'রে
প্রেয়-পরিচর্য্যায়
নিজেকে সুকেন্দ্রিক সন্তর্পিত চলনে
বিনায়িত ক'রে,—
শুভ-সম্বর্দ্ধনা তোমাকে
স্বতঃই অভিবাদন ক'রে চলবে ;
নয়তো, নীতিকথার মত
তোমাকে বলতেই হবে—
'ভাল ক'রেও সবারই যে ভাল হয়,
তা' নয়কো',
আর, এই নীতিবাদই

তোমার পরিচয় দিয়ে দেবে। ৬১৮৫।

৪।৬।১৯৫৪, রাত ৯-৪৫

সুন্দর চারিত্রিক ছাউনি দেখেই
দিশেহারা না হ'য়ে দেখ—
তা'র অভ্যন্তরে
অসৎ কিছু উঁকি মারে কিনা,
আর, উঁকি মারলেও
তা' শুভপন্থী না অসৎ-প্রলুব্ধ ;
শুভপন্থী হ'লেও দেখো—
তা' শুধু নিজের পক্ষে
না অন্যের পক্ষেও শুভ,
সপরিবেশ শুভকর যদি হয়,
এবং কাজে, কথায় ও চলনে
সার্থক অন্বিত সঙ্গীতি যদি দেখ,
বুঝবে লোক ভাল ;
আবার, কুৎসিত চরিত্রের ছাউনির
ভিতর লক্ষ্য ক'রে
যদি সৎ-প্রবৃত্তিকে উঁকি মারতে দেখ,
তা'কেও অমনি ক'রে বিচার ক'রে
কেমনতর সে—
তা' ঠাওর ক'রে দেখ,
আর বিহিত চলনায় চল ;
এই হ'চ্ছে—
মোটামুটি মানুষটা কেমন
তা' বুঝবার এতটুকু একটা তুক। ৬১৮৬।

৪।৬।১৯৫৪, রাত ৯-৪৭

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে
উভয়কে যেখানে সহ্য করতে পারে না,
প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পক্ষে

বাস্তবভাবেই বিষাক্ত,
এবং এ অবস্থা যেখানে অপরিশোধনীয়,
বুঝবে—
সেখানে বিবাহ
বাস্তবভাবে নিষ্পন্ন হ'লেও
তা' অসিদ্ধ ;
আবার যদি দেখ—
স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে
কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে,
কেউ পারে না,
একে অন্যের প্রতি আনত,
কিন্তু অপরে তা' নয়,
এমনতর স্থলে বুঝবে—
কোন দুষ্ট অভিসন্ধির প্ররোচনা
তা'দের কা'রও অন্তরে নিহিত আছে,
বিবাহ সেখানে অসিদ্ধ না হ'লেও
ব্যত্যয়ী,
অমনতর ক্ষেত্রেই ব্যভিচার
সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা বেশী,
তখন সেখানে
বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস বরং সম্ভব—
তা'দের স্বস্তি ও শুদ্ধির জন্য
প্রয়োজন হ'লে ;
আর, এই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলেও
পরস্পর পরস্পরের জন্য
নৈতিক দায়িত্ব বহন করবেই,
ঐ বিবাহ-অসিদ্ধি বা বিশেষ ক্ষেত্রে
বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস
সমাজপতি, স্থানীয় প্রধান
ও শাসন-সংস্থার গোচরে এনে
মঞ্জুর ক'রে নেওয়াই সমীচীন ;

আর, যা'র বিক্ষোভ
অপরের জীবনে সংঘাত এনে
তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে রেখেছে
তা'র ক্ষতি-পূরণ
প্রাকৃতিক অনুবর্ত্তনায়
ঐ তা'র উপরই ধার্য্য হওয়া উচিত। ৬১৮৭।
৪।৬।১৯৫৪, রাত ৯-৫৫

তোমার পরিবারেরই কেউ হো'ক,
আত্মীয়-স্বজনই হো'ক,
আর কর্ম্মচারী কিংবা
চাকর-বাকরই হো'ক,
যখনই দেখবে—
তা'রা সমীচীন মূল্যে
বা অল্প মূল্যে
সুন্দর জিনিষ ক্রয় করতে তো পারেই না,
বরং বেশী মূল্যে
সাধারণ অপেক্ষাও হীনতর মাল
ক্রয় ক'রে থাকে,
খরচ-বরাদ্দেও তা'ই,
সেখানে সন্দেহ করতে পার—
যে কোন রূপেই হো'ক,
চৌর্য্যবৃত্তি তাদের অন্তঃকরণকে
উপচয়ী সম্বেগহারা ক'রে
প্রত্যাশা-প্রলুব্ধ ক'রে
বোধ ও বিবেচনাকে
ওতেই আনতি-সম্পন্ন ক'রে
অমনতর ব্যাপারে নিয়োগ করেছে,
—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই
এমনতর দেখতে পাবে ;
এমনতর যে করে—

সে কখনও উপচয়ী হ'তে পারে না,
কারণ, সে তা'র আশ্রয়কে
উপচয়ী করতে পারে না ;
যেমনতর করে,—
পায়ও সে তেমনতরই,
অকুলান তা'র লেগেই থাকে। ৬১৮৮।
৪।৬।১৯৫৪, রাত ১০-৪৫

যে-সব নারী স্বামী-অনুগত নয়,
স্বামীর অসুবিধা,
স্বামীর অসন্তোষ
বা তা'র অনুজ্ঞাকে অবহেলা ক'রে
স্বেচ্ছাচারী চলনে চলে,
স্বামীতে ব্রতী হ'য়ে ওঠে নি যা'রা,—
তা'দের জীবনে পাতিব্রত্য
প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি,
পাপদুষ্ট ব্যভিচার-সংক্রমণের
উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে তা'রা
স্বভাবতঃই ;
সন্ধিক্ষু চলনে
তা'দের সঙ্গ করাই
সমীচীন তোমার—
যতদিন তা'রা স্বামীর অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
ঐ ব্রতচারিণী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ না ক'রে তোলে। ৬১৮৯।
৫।৬।১৯৫৪, সকাল ৫-৫০

অসৎ ও অপচয়ী যা'
তা' ছাড়া কোন-কিছুরই
পরিধ্বংসী সমালোচনা করতে যেও না,
যত পার, শুভ-সমালোচনায়

স্ফুরণ-প্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'কে ;
আর, নিজে কর না,
অথচ অন্যের সমালোচনা করছ,
যে-সমালোচনায় স্ফুরণ-প্রেরণা নাই,
তা' কিন্তু নিন্দারই রূপান্তর মাত্র ;
তা' যতই করবে,
ততই তুমি দুর্ব্বল-মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে—
লোকের অরুচি-সম্পাদক হ'য়ে,
শ্রদ্ধোচ্ছল প্রীতিপরায়ণ হ'য়ে উঠবে
তোমাতে খুব কম লোকই,
বেশ ক'রে খতিয়ে
শুভদ যা' হয়,
তা'ই কর,
আর, বলও তেমনি। ৬১৯০।
৫।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৫০

তুমি যদি কা'রও কোন উপকার কর,
মাথার ঘাম পায় ফেলে
তা'কে সাহায্য কর,
আর, সে-সাহায্য যদি তা'কে
প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত না ক'রে তোলে—
অন্যকে অমনতর সাহায্য করতে
এবং স্বতঃস্বেচ্ছ অনুকম্পী আনতি-উৎসারণায়
তোমার আপদে-বিপদে
দুঃখে-কষ্টে
সে যদি তোমাকে কোনপ্রকার
সাহায্য না করে—
সহানুভূতি ও সমর্থনসূচক সম্বেগ নিয়ে,—
বুঝে নিও—
যখনই সে না পাবে তোমা হ'তে

তা'র প্রত্যাশা-অনুপাতিক,
পাওয়ার রূঢ় প্রত্যাশার আবেগে
তোমার প্রতি শত্রুতা করতে ছাড়বে না সে,
তখন সে চেষ্টা ক'রে দেখবে—
তোমার ক্ষতি ক'রে কিছু পাওয়া যায় কিনা ;
শুধু তা'ই নয়,
সে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য
প্রয়োজন-পীড়িত অন্য লোককেও
কুড়িয়ে এনে
হাজির করবে তোমার কাছে—
তোমাকে বিপন্ন করতে,
আর, ওর ভিতর-দিয়ে
তোমাকে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে
ব্যর্থ করতেই সচেষ্ট থাকবে সে—
আত্মপ্রতিষ্ঠার রাহাজানি প্রলোভন নিয়ে,
তা ছাড়া, তোমার কাছ থেকে
একবার পেলে
নিজে আর চেষ্টা করবে না কিছুতেই,
প্রয়োজন হ'লেই
সে তোমার ঘাড়ে এসে চাপবে,
আবার, তা'র প্রয়োজনমত
তা'কে দেওয়া সত্ত্বেও
সে যদি দেখে
যে, তার চাইতে বেশী কেউ
সাহায্য পাচ্ছে তোমার কাছ থেকে,
তাহ'লেও অন্তর্নিহিত ঈর্ষ্যা-বশতঃ
সে অকারণ রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠবে
তোমার প্রতি,
এবং নিজের প্রয়োজনের বহর বাড়িয়ে
প্রতিনিয়তই তোমার আছে
পেশ করতে থাকবে ;

তাই, তোমার অনুকম্পী শুভ-সন্দীপনা
যদি তোমাকে কাউকে
সাহায্য করতে বা দিতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
তা' করাই ভাল—
মিত পরিবেষণে,
যথাসম্ভব নিজেকে সাবধান ক'রে ;
তথাপি তা'রাও যা'তে
অন্যের দুঃখদুর্দ্দশায়
দয়াপরবশ হ'য়ে
নিজের অর্জ্জন হ'তে
বা সংগ্রহ হ'তে
তা'দিগকে সাহায্য করে,—
তা'তে প্রবুদ্ধ ও অনুপ্রেরিত ক'রে তুলো,
তা'রাও বাঁচবে,
তুমিও বাঁচবে। ৬১৯১।
৫।৬।১৯৫৪, সকাল ১০-১০

তোমার প্রত্যাশাসিদ্ধির জন্য,
বিড়ম্বিত করবার লুব্ধ আকাঙ্ক্ষায়
বা অন্তর্নিহিত কুৎসিত ধারণাদুষ্ট
রঙ্গিল চক্ষুর সন্দেহকে
বাস্তব প্রতিপন্ন করার
অনুপ্রেরণী সংঘাতে
বা বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
দুষ্ট অভিঘাতে
কা'রও হৃদয়ে
যে-বেদনার দাগ সৃষ্টি কর,
যে যন্ত্রণায়
মানুষের জীবন
যন্ত্রণা-বিদগ্ধ হ'য়ে ওঠে,

তা'র জন্য দায়ী কিন্তু তুমিই,
এই অভিচার হ'তে
তুমিও রেহাই পাবে কমই কিন্তু,
তাই, তা'র স্বস্তি-সম্পাদনী অনুচর্য্যা
তোমারই করণীয় ;
তা'র স্বাভাবিক চলনার ভিতর-দিয়ে
প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত রকম
তা' তুমি হজম করতে পার না,
অথচ তা'র ঐ চলনের উপর
তোমার আত্মমর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা
ও বিভবের যা'-কিছু নির্ভর করছে,
তা' সত্ত্বেও তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে
যে-আঘাত হেনে রেখেছ,
তা' যদি তুমি নিরাকরণ না কর,—
তোমার অভিশপ্ত জীবন
তা'র ঐ সন্তপ্ত নিঃশ্বাসের
স্ফুলিঙ্গ বহন ক'রে
তোমার দম্ভ-প্ররোচিত জীবন-সম্বেগকেই
দৃপ্ত সংঘাতে
ভেঙেচুরে খান-খান ক'রে দেবে ;
তুমি যদি আত্মীয় হ'য়ে থাক,
বন্ধুবান্ধব হ'য়ে থাক,
পরিবারের প্রিয় ব'লে কেউ হ'য়ে থাক,
মাতা হও,
পিতা হও,
আর স্ত্রীই হও,
এখনই এর নিরাকরণ ক'রে তোল ;
নয়তো, ভেবো না
সে যখন তোমাকে
আক্রমণ করবে—
সংক্রামিত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে,

তখন তুমি রেহাইয়ের পথ খুঁজে পাবে,
সপ্তরথী-বেষ্টিত মরণকে
আলিঙ্গন করতেই হবে তোমাকে—
আপশোষের শরশয্যায়
সত্তাকে সংবিদ্ধ ক'রে ;
সুখ তা'তে তোমারও নাই,
যা'কে বেদনা-জর্জ্জরিত ক'রে রেখেছ,
তা'রও নাই,
আছে নরকের জ্বালাময়ী যন্ত্রণা । ৬১৯২ ।
৫।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৩৫

স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়
তোমার প্রতি কেউ
ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করতে পারে—
এমনতর যদি সন্দেহ হয়—
তা' বর্ত্তমানেই হো'ক
আর ভবিষ্যতেই হো'ক,
সেখানে সুসন্ধিৎসু চক্ষুর সহিত
অন্তর-বাহিরের প্রস্তুতি নিয়ে
তা'র সংস্রবে
যত বেশী আনাগোনা করতে পার—
মুখোমুখিভাবে,
ততই ভাল,—
কুশল হৃদ্য অনুনয়নায় ;
যতই দূরে থাকবে,
তোমার সন্দেহ যদি বাস্তব হয়,
ততটুকু বা তত শীঘ্র
সে তা'র ষড়যন্ত্রকে
জমায়েত ক'রে তুলতে পারবে,
এবং অনেক কিছু
ক্ষতির কারণ হ'য়ে উঠতে পারবে

সে তোমার ;
আর, আনাগোনার ভিতর-দিয়ে
হৃদ্য আলাপ-আলোচনায়
হয়তো এই রকমটা তা'র
ভেঙ্গে
সরলও হ'য়ে উঠতে পারে ;
তা' যদি হয়,
তোমারও লাভ,
তা'রও লাভ,
আরো, এই সংস্রব
বা আসাযাওয়ার ভিতর
যদি বুঝতে পার—
কোথাও কোনপ্রকার
কুৎসিত ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হ'চ্ছে
বা হ'তে পারে,
তৎক্ষণাৎ তা'র প্রতিকার যা'
তা'কেও এমনভাবে
সজ্জিত রাখা সম্ভব হ'তে পারে
তোমার পক্ষে,
যা'র ফলে
সেগুলি বানচাল হ'য়ে উঠতে পারে ;
অবশ্য এই সংস্রব যেখানে সম্ভব,
সেখানেই তা' করা ভাল,
যেখানে তা' বিপজ্জনক,
সেখানে অন্য পন্থাই
অবলম্বন করা শ্রেয় । ৬১৯৩ ।
৫।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৫

যে-ব্যাপারেই যাও না কেন,
যে-বিষয়েই উপস্থিত থাক না কেন,
শুধুমাত্র অলস দর্শক হ'য়ে

কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ থেকো না,
শুভ-ইচ্ছা-অনুপ্রাণিত হ'য়ে
তোমার পক্ষে যেখানে যা' সম্ভব
ক্ষিপ্রতার সহিত
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন ক'রো,
সাহায্য ক'রো ;
—এতে তোমার উপস্থিতবুদ্ধি
বেড়ে যাবে,
স্নায়ুগুলিও সক্রিয় হ'য়ে উঠবে,
শরীরও তা'তে তৎপর থাকবে ;
অলস দর্শকের বোধিও
বিবশ হ'য়েই থাকে,
ধারণায়ও
তা'র কোন বাস্তব অনুবেদনা থাকে না,
ক্লীব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
ক্লীব ধীই
ক্লৈব্য-অনুগতি নিয়ে
চলাফেরা করে সেখানে,
বিভূতি-বিভবের
অধিকারী হয় সে কমই। ৬১৯৪ ।
৫।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

তোমার তপশ্চরণ ও কর্ম্মতৎপরতা
শ্রেয়-নিদেশকে
যথাসময় যদি মূর্ত্ত করতে না পারে—
বিহিত কুশল নিষ্পন্নতায়,
বুঝে রেখো—
ঐ অনিষ্পাদিত যা'
তা' কিন্তু এমনতর একটা ফাঁক
সৃষ্টি ক'রে রেখে দিল—
যে-ফাঁক তোমার শৌর্য্যমণ্ডিত সম্বর্দ্ধনাকে

অমনতর ক'রেই
ওখানে ব্যাহত ক'রে রাখল ;
সম্বর্দ্ধনী অভিযানের পথে
একদিন হয়তো বুঝতে পারবে—
সে-অভাব
কতখানি বিভূতি হ'তে
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে রেখে দিয়েছে,
পরে তা' করলেও
সেই বিভূতি-বিভব—
যা' সম্বর্দ্ধনী চলনায়
অব্যাহত ক'রে তুলত তোমাকে
তা' আর হ'য়ে উঠবে না হয়তো ;
তাই, মনে রেখো—
যথাসময় ইষ্টনির্দেশ
পালন করাই তপ,
যে-তপের বাস্তব বিনায়না
বর্দ্ধনাকে অবিসম্বাদিত ক'রে তুলে থাকে। ৬১৯৫।
৬।৬।১৯৫৪, সকাল ৫-৫০

স্বামীর কর্ত্তব্য হ'লো—
ইষ্টানুগ উদ্গতিশীল পোষণ-বর্দ্ধনায়
স্ত্রীর আপূরণে প্রচেষ্টাপরায়ণ থাকা—
সাধ্য ও সঙ্গতি-অনুযায়ী,
আপালনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আর, আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির
অন্বিত অনুনয়নে
আত্মবিন্যাসপ্রবণ হ'য়ে
সাশ্রয়ী একানুবর্ত্তী অনুগতি-তৎপরতায়
যশ ও বর্দ্ধনায়
স্বামীকে ক্রমপ্রতিষ্ঠ ক'রে,
তাঁর কৌলিক সংস্কৃতি ও মর্য্যাদার

বিহিত তপশ্চারিণী অনুশীলনায়
স্বামী ও তৎ-সংসারের
পালন, পোষণ ও পূরণ-তৎপরতায়
নিজেকে সার্থক করতঃ
উৎসর্গ-অর্থনায়
সদাচারশীল ধৃতি-বিভূতি-বিভবে
মন্ত্রণায়
সুক্রিয় মৈত্রী-সন্ধিক্ষু পরিপোষণী পরিচর্য্যায়
সংসারকে জীয়ন্ত ক'রে তুলে
প্রতিপালিত করাই
স্ত্রীর ধর্ম্ম—
দায়িত্বশীল কৃতী উদ্যম নিয়ে,
মিতব্যয়ী উচ্ছল প্রেরণাপ্রবুদ্ধ সৌকর্য্যে,
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের
হৃদ্য পরিবেষণে,
স্বামীর প্রীতি-সন্দীপনী
সঙ্গ ও সাহচর্য্য নিয়ে। ৬১৯৬।
৬।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৫

যা'রা নেওয়া বা পাওয়ার প্রলোভনে
তোমাকে পছন্দ করে বা ভালবাসে,
সন্দেহ ক'রো—
তাদের ভালবাসা বা পছন্দ করা—
মৌখিক,
কার্য্যতঃ তা'রা তোমাকে
আপনার করতে পারবে কমই,
পেরেও থাকে কমই,
তোমার বিষয় বা ব্যাপারকে
নির্ব্বাহ বা নিষ্পন্ন করতে পারে—
তেমনই খাঁকতিতেই;
তোমার ক্ষতিতে তা'রা

গর্জ্জে ওঠে না—
সক্রিয় নিরাকরণী উদ্যম নিয়ে,
আবার, তোমার আচরণকে
সুযুক্ত সমর্থনে
অর্থান্বিত ক'রে তুলতে
বা সুনিয়মনে সার্থক বর্দ্ধনায়
অবাধ ক'রে তুলতে
সুক্রিয় অবাধ উদ্যোগী হ'য়ে
উঠতে পারে না তা'রা ;
কারণ, তা'রা তোমাতে
অন্তরাসী যতটুকু হো'ক বা না হো'ক,
নেওয়া বা পাওয়ায় অন্তরাসী
তা'র চেয়ে ঢের বেশী ;
তোমার কাছ থেকে
নেওয়া বা পাওয়াই যা'দের স্বার্থ,—
তা'রা তা'র দ্বারাই অবসন্ন হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রতি তা'দের প্রীতি-সম্বেগ
যদি কিছু থাকেও,
তা' ক্লীবত্বদুষ্ট ;
আবার, তোমার প্রতি যা'দের
প্রীতি-অনুকম্পা অবদানমুখর,
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক,
তা'রা তোমাকে না দিয়ে
তৃপ্তিই পায় না,—
তা'রা তোমাতে অন্তরাসী,
আর, অন্তরাসী ব'লেই
তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনায়
যত্নশীল না হ'য়েই
থাকতে পারে না,
তাই, তোমার স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনার
ব্যাপার বা বিষয়গুলি

অন্তরাবেগ নিয়ে
নিৰ্ব্বাহ ও নিষ্পন্ন করাই
তা'দের তৃপ্তি-নন্দিত আত্মপ্রসাদ,
তোমার প্রতি দ্রোহ-সম্পন্ন
বা অপচয়ী যা'
তা'কে নিরোধ বা নিয়মন করতে
স্ফীত-সম্বেগী অটল প্রস্তুতি নিয়ে
অকাট্য গোঁতে অধিষ্ঠিত তা'রা ;
তা'দের তপশ্চর্য্যাই হ'চ্ছে—
শ্রেয়ার্থ-সঙ্গীতি-সম্পন্ন
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
তোমাকে স্ফীত-তর্পিত ক'রে
আপ্যায়নী অর্চ্চনায়
বিভূতি-সম্পন্ন ক'রে তোলা—
বাক্য-ব্যবহারের বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে ;
প্রীতি যেখানে সিদ্ধ,
লক্ষণ তা'র এমনতরই। ৬১৯৭।
৬।৬।১৯৫৪, রাত ১০টা

যা'রা পাওয়ার প্রত্যাশায় করে,
তা'দের উদ্যম-সম্বেগ
ক্রমশঃই মন্থর হ'তে থাকে প্রায়শঃ,
আর, যা'রা
প্রীতি-পরিচর্য্যায় উদ্যুক্ত হ'য়ে
সন্ধিৎসু আবেগ-উদ্যম নিয়ে
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাকে
আবাহন ক'রে চলে—
সুক্রিয় তপশ্চর্য্যায়,
উদ্যম দক্ষ হ'য়ে
তা'দিগকে সুক্রিয় তৎপরতায়

বিভবই উপঢৌকন দিয়ে থাকে। ৬১৯৮।
৭।৬।১৯৫৪, সকাল ৯-২৫

প্রীতি-অনুচর্য্যী-অবদান-হারা
প্রাপ্তি-সম্বেগ নিয়ে
চলে যে,
তথাকথিত প্রিয়ের
অপচয়ী বা বিরুদ্ধ কিছুতে
তা'র অন্তঃকরণ
আবেগ-উদ্যমে
গর্জ্জে'ই উঠতে পারে না—
সুক্রিয় নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে ;
তোমার প্রতি কাউকে
এমনতর দেখলে বুঝবে—
সে তোমাতে বাস্তবে প্রীতিহারা,
কিন্তু প্রাপ্তিতেই ক্ষুধার্ত্ত ;
উভয়েই বুঝে চ'লো,
অমিত চলনে চ'লে
জাহান্নমের পথ পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলো না,
স্বর্গীয় স্বর্ণ-পারিজাত
তোমাদের অর্ঘ্যনীয় হ'য়ে উঠুক। ৬১৯৯।
৭।৬।১৯৫৪, বেলা ১১টা

তোমার পরিবার ও পরিবেশের মধ্যে
হয়তো কেউ তোমাকে পছন্দ করে,
কেউ বা নাও করতে পারে,
তা' দেখেই তুমি
দুঃখিত হ'য়ো না,
ধুক্ষা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
তা'দের উপকার-বিমুখ হ'য়ে উঠো না,

তবে হৃদ্য অসৎ-নিরোধ-তৎপর থেকো ;
কেউ যদি অযথা
নিন্দা বা অভিযোগ করে,
পার তো বিহিত সৌজন্যপূর্ণ
সুযুক্ত উত্তর দিও,
কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ হ'য়ে
রুষ্ট প্রতিকারে
উল্টো নিন্দা ও অপবাদে
উদ্বেজিত ক'রে,
তোমার বিরুদ্ধপন্থীকে
অযথা বেশী উত্তেজিত করতে যেও না,
বরং নিজে সাবধান থেকে
প্রস্তুতি নিয়ে
মিত ব্যবহারে
স্মিতপ্রসাদ-প্রবোধনা পরিবেষণ ক'রে
প্রত্যেকেরই হৃদ্য হও—
এমন-কি, যা'রা তোমাকে অপছন্দ করে,
তা'দেরও ;
এই হৃদ্য অনুগতি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় সার্থক হ'য়ে
অনেককেই তোমার প্রতি
শ্রদ্ধাবনত আগ্রহশীল ক'রে তুলবে ;
তা' যদি নাও হয়,
নজর রেখো,
সাবধান থেকো,
যেখানে যেমন শুভদ,
বিহিত,
তা' করতে কৃপণ হ'য়ে উঠো না,—
স্বস্তি ও আত্মপ্রসাদ
তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তুলবে কমই। ৬২০০।
৭।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-২৫

যে বা যা' ভাল নয়,
তা'কে ভাল ভেবে
তেমনতর চলা যেমন বেকুবী,
আবার, যে বা যা' ভাল
তা'কে মন্দ ভেবে
তা'র প্রতি তেমনতর ব্যবহার করাও
তেমনই খারাপ ;
বাস্তব বিন্যাসে
হৃদ্য অনুকম্পা নিয়ে
যেখানে যেমন বিহিত
তা'ই করাই শ্রেয়,
তা'তে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল। ৬২০১।
৭।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-৩২

তোমার আভিজাত্য,
আত্মমর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বের
বিনায়িত সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য
যদি ব্যত্যয়দুষ্ট হ'য়ে থাকে,
তোমার অন্তর্নিহিত যোগাবেগও
তেমনি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে থাকে,
আর, প্রীতিও সঙ্কীর্ণ ও ছন্নই হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যাশা-পাগল স্বার্থ-সন্ধিৎসুতা নিয়ে ;
তাই, শ্রেয় বা প্রেয়তে
সুনিষ্ঠ অন্তর্যোগ সংঘটিত হ'তে পারে না,
ঐ পাগল প্রত্যাশা
তোমাকে বিচ্ছিন্ন-যোগবাহী ক'রে রাখে;
প্রিয়র ধুক্ষা, ক্ষয় ও ক্ষতিতে
তোমার অন্তরাবেগ গর্জ্জে উঠে
নিরাকরণ-কৃতী
ক'রে তুলতে পারে না তোমাকে ;

এই নিরাকরণী তুকই হ'চ্ছে
পরাক্রমী প্রসাদ-সন্দীপ্ত হ'য়ে
ইষ্টার্থ-অনুবেদনায়
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তোলা—
আত্মস্বার্থপ্রত্যাশাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে,
আর, আভিজাত্য, আত্মমর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বের
সুসঙ্গত বিনায়নী তৎপরতায়
নিজেকে ইষ্টার্থপ্রবুদ্ধ ক'রে
উদ্যম-দীপনায়
পরিচালিত ক'রে তোলা,
যে-পরিচালনায়
তোমার ধী
সব্বার্থ-অন্বয়ী সার্থকতা নিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে ;
এমনতরই ক্রমচলনে
ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ'য়ে
যথাসম্ভব সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে ;
ঝড়ঝাপটা যতই আসুক না কেন,
পরাক্রমী ইষ্টার্থ-অনুবেদনা যদি থাকে,
স্বস্তি-হারা হবে কমই ;
ঈশ্বরই সার্থকতার পরম অর্থনা,
পরাক্রমের অচল চপল-প্রভা,
বীরত্বের ঈরণ-দীপনা । ৬২০২ ।
৭।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

ধর্ম্ম-অনুশীলন তোমার তখনই হ'লো,—
দুর্দ্দশার দুষ্ট প্রবণতাকে
অবদলিত ক'রে
মানুষকে যখন
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
স্বতঃ-দায়িত্বে

প্রীতি-অনুদীপনায়
ধারণে-পালনে সমৃদ্ধ ক'রে তুললে—
অস্তিবৃদ্ধির অধিকারী ক'রে ;
তোমার নিজের বেলায়ও তা'ই । ৬২০৩ ।
৮।৬।১৯৫৪, সকাল ৭-৪৫

উচ্ছৃঙ্খলতা যেখানে
অবিনায়িত অমিত বিশৃঙ্খলা নিয়ে চলে—
সেখানে অমিত হকচকানি দান ও কসন
যা' তা'কে হতভম্ব ক'রে তোলে,
তা' অনেক সময় তা'র সংশোধনে
কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে ;
সব ব্যতিক্রমী চলনার ভিতর-দিয়েও
ঐ স্মৃতি-অনুবেদনা
তা'র অন্তরে
সম্বেদনী সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
ঐ বিশিষ্ট পথেই
তা'কে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকে ব'লেই
তা' হওয়া সম্ভব । ৬২০৪ ।
৯।৬।১৯৫৪, সকাল ৮টা

যা'কে দাও,
তা' অজচ্ছল উচ্ছলস্রোতা হ'লেও
সে যদি কদর্য্যচেতা হয়,—
তা'র অপকৃষ্ট প্রবৃত্তি
আরো প্রাপ্তির প্রলোভনে
তোমাকে বিব্রত ক'রে তুলতে
কসুর করবে কমই,
—এটা প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায় ;
তোমার দান
গ্রহীতাকে সুক্রিয় ক'রে

স্বতঃ-অনুধ্যায়ী সামর্থ্যানুশীলন-তৎপর ক'রে
তোমাকে দেওয়ায়
উৎসারিত ক'রে তোলে যদি,
তবে সে-অবদান তোমার ক্ষতির কারণ
হ'য়ে ওঠে কমই ;
যেখানে তোমার দান
তা'র দান-প্রবৃত্তিকে গজিয়ে তোলে না,
অনুধ্যায়িনী বিবেচনায়—
কেন তা' করে না—
নিরূপণ ক'রে,
যেমন করণীয় তা' ক'রো ;
ফল কথা, যা'ই কর,
প্রতিপদক্ষেপেই
আত্মরক্ষণী প্রস্তুতি নিয়ে চলাই ভাল,
—যদিও
লোকবর্দ্ধনাই তোমার তপ। ৬২০৫।
৯।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৫

তুমি কা'রও প্রতি
কোন অপচার করলে,
তোমার প্রতি মমতাবশতঃ
বা প্রীতিবশতঃ
সে না হয় তোমাকে ক্ষমাই করলো,
ক্ষমা করা মানে সহ্য করা,
তোমাকে না হয় সহ্যই করলো,
দুঃখিত হ'লো না,
তা'তে তোমার লাভ কী ?
তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত
সুক্রিয় অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ঐ অপচয়কে
সু-আচারে নিয়ন্ত্রিত ক'রে

তা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে না উঠছ,
লাখো ক্ষমা
তোমার উপকার করতে পারবে না ;
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতির
সার্থক অর্থনায়
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রে
তুমি যদি ঐ সু-আচার-অভ্যস্ত
না হ'য়ে ওঠ,
সুফল তুমি কি ক'রে পাবে ?
তেমনি আশীর্ব্বাদ মানেও হ'চ্ছে
অনুশাসনবাদ,
ঐ অনুশাসনবাদে
তুমি যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত না কর,
অভ্যস্ত না হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় তৎপরতায়,
লাখো আশীর্ব্বাদ
তোমার প্রস্বস্তি এনে দিতে পারবে না,
প্রস্বস্তি পেতে হ'লেই
ক'রে সেটাকে লাভ করতে হয় ;
ক্ষমায় অপচার শোধরায় না,
অপচারকে
সুক্রিয় তৎপরতায় শুধ্রে
সু-আচারে যদি অভ্যস্ত না হও—
ফলও পাবে তেমনি,
শুধু কথায় পেট ভরবে না কিন্তু। ৬২০৬।
৯।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৩৯

প্রকৃতি যেমন মমতাশীলা,
তেমনি ক্রূরও,

সুক্রিয়ায় সে মমতাশীলা,
অপক্রিয়ায় সে ক্রুর—
যদি সেই অপক্রিয়া
শুভকে আমন্ত্রণ না করে। ৬২০৭ ।
৯।৬।১৯৫৪, বেলা ১০-৪০

সুকেন্দ্রিক সঙ্গত চলনাকে
অব্যাহত রেখে
ব্যতিক্রমকে বিনায়িত করাই কিন্তু শ্রেয়,
নতুবা, ব্যতিক্রম
ব্যতীপাত সৃষ্টি ক'রে
সঙ্গতিকে ব্যর্থ ক'রে তুলবে,
এমন-কি, ভেঙ্গেও দিতে পারে। ৬২০৮ ।
৯।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-৪৫

ধারণা যা'দের মলিন,
প্রত্যয় যা'দের ক্লীব,—
সুযুক্ত দৃঢ়-উক্তিও তা'দের অবশ,
এক কথায়, তা'রা কখনও
কোন-কিছু সম্বন্ধে
দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে পারে না,
তা' যে-বিষয়েই হো'ক না কেন। ৬২০৯ ।
৯।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৬-৪৫

যা'রা করে—
মায় সহকর্ম্মী-সহ তাদের অবস্থা,
বিষয়, ব্যাপার ও উদ্দেশ্যের
সার্থক সুসঙ্গত বিবেচনার
সমীক্ষ বিচারে
সর্ব্বসঙ্গত বিনায়নায়
তা'দের অধিগম্য কী

আর কেমনতর হ'লেই বা তা'
উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব,—
বেশ ক'রে ধীইয়ে
উপদেশ যদি দিতে হয়,
দিও—
সামগ্রিকতা নিয়ে,
—তা' বরং তা'দের কাজে লাগতে পারে ;
মোৎফরাক্কা উপদেশ
একটা বাজার-গরম-করা
বিজ্ঞ দাম্ভিকতারই পরিচায়ক,
তা'তে উপকার তো হয়ই না কা'রও,
বরং অপকারই সম্ভব ;
কারণ, সে সমালোচনা
পরিধ্বংসেরই আবাহক,
তা' কর্ম্মীদের অকর্ম্মণ্যতার
মিথ্যা পরিচয়ে
তা'দিগকে মানুষের চক্ষুতে
হীন ব'লেই পরিবেষণ করে। ৬২১০।
৯।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৩৫

তোমার আচার্য্য যিনি,
আরতি-সম্বন্ধ শ্রদ্ধানত হ'য়ে
তাঁর অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে চলবে—
সক্রিয় উপচয়ী অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে ;
তাঁর বংশানুস্রোতা যাঁরা
বিহিত পূজাপ্রবন্ধ সম্মান নিয়ে
পালন-পোষণী অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তোমার জীবনকে
তাঁদের উপচয়ী ক'রে
বিহিত উপযোগিতায়
সক্রিয় তৎপর হ'য়ে চলবে ;

তাঁ'র আত্মীয়, বান্ধব, স্বজন
ও শ্রদ্ধানিরত অনুগতি-সম্পন্ন যাঁ'রা,
তা'রা ছোটই হো'ক,
আর বড়ই হো'ক,
তাঁ'তে শ্রদ্ধানিরত সুকেন্দ্রিক ভজনদীপনায়
বোধপ্রজ্ঞার সুক্রিয় তৎপরতা
যেখানে যেমন,
তদনুগ সমীচীনতা নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক তর্পিত চলনে চলবে,
কিন্তু, আচার্য্যসূত্র-সঙ্গতির
ব্যত্যয়ী যা'রা—
হৃদ্য উদ্দীপ্ত নিরোধে
পরাক্রম-পরিবেষণী সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
প্রবোধনী প্রেরণায়
তাঁ'দিগকে অনুপ্রাণিত ক'রে
যখন যেখানে যেমন করণীয়
শুভ-সংক্রমণী রকমে
তেমন করবে ;
অবশ্য, 'তৃণাদপি সুনীচেন,
তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।'—
এই বৈষ্ণবী বাণীকে সার্থক ক'রে
উদ্দীপ্ত শুভ-পরাক্রমশালী হ'য়ে
যত চলতে পারবে—
শ্রেয়ের পথে,
ততই ভাল । ৬২১১ ।
১০।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৫

মানুষের পারগতাকে উপেক্ষা ক'রে
দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতার চাপে

মোচড় দিয়ে
যখনই তা'র কাছ থেকে
আদায় করার ভঙ্গী
বা ফন্দীবাজী নিয়ে চ'লে থাকে কেউ,
সে তা'কে বিব্রত
ও বিধ্বস্তই ক'রে তোলে,
স্বস্তি-হারা ক'রে তোলে,
তা'র শক্তিকে বিধ্বস্ত ক'রে
শরীর-মনের
ক্ষয় ও ক্ষতি করা হ'য়ে থাকে তা'তে,
প্রকৃত আত্মীয়তা বা বান্ধবতা যেখানে আছে—
তা'ও তা'দের আচরণে
বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে ;
এমনতর বিব্রত ক'রে
যতই তুলবে মানুষকে—
তা'র প্রীতি ও সমর্থন যে
ততই হারিয়ে ফেলবে,
তা'তে সন্দেহ নাই,
তাই, সাবধান হ'য়ে চলো। ৬২১২।
১০।৬।১৯৫৪, সন্ধ্যা ৫-৫৬

পারগতার ব্যভিচার করতে যেও না,
অসৎ-অভিসন্ধিতে
তোমার পারগতাকে
খরচ করাই হ'চ্ছে—
পারগতার ব্যভিচার করা,
বরং অসৎ-নিরোধে তা' করতে পার—
হৃদ্য বিনায়নায় ;
সব সময় নজর যেন থাকে
তোমার পারগতা যা'তে
শুভপ্রসূ হ'য়েই চলে ;

হৃদ্য অনুষ্ঠান সৃষ্টি ক'রে
মানুষের জীবনীয় হ'য়ো—
তা'র পোষণ-প্রদীপনায়,
ঐ পারগতাকে অনুশীলন-তৎপর
সেবাচ্ছন্দে
নিয়োজিত ক'রো,—
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে তুমি,
তা'তে অন্যেও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে। ৬২১৩।
১১।৬।১৯৫৪, সকাল ৭-৮

তুমি কৃতী হ'য়ে উঠেছ কিনা,
তা' কিন্তু গোড়ার কথা নয়,
কৃতকার্য্য হ'তে গেলে
ভুলচুক যে তোমার হবে না—
তা'ও কিন্তু নয় ;
আসল কথাই হ'চ্ছে—
তুমি অনুধ্যায়িনী অনুরাগ নিয়ে
সুবীক্ষণী সন্ধিৎসায়
নিজেকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেছ কিনা ;
যদি তা' ক'রে থাক,
যাই কর আর যতটুকুই কর,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সুচারুভাবে তা' করতে
প্রযত্নশীল হ'য়ো ;
আর, যেটুকু কর,
সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখো—
তা'কে আরো কত সহজ
ও উন্নতিশীল উপযোগিতার সহিত
নিষ্পন্ন করা যেতে পারে ;
এমনি ক'রেই এগুতে থাক,

—কৃতী হবার পন্থাই ঐ। ৬২১৪।

১১।৬।১৯৫৪, সকাল ৮-৩৫

কা'রও সম্বন্ধে কোন কুৎসিত ধারণা,
যা' তোমার চিত্তকে
ক্ষোভান্বিত ক'রে তোলে,
পার তো যথাসত্বর
সার্থক আত্মনিয়মনে
তা'র নিরাকরণ ক'রো,
যাতে চিত্ত তোমার
স্মিত-সম্বেগী হ'য়ে চলতে পারে ;
নয়তো, ক্ষোভ
স্বস্তি-প্রসাদে সংঘাত এনে
তোমাকে ধিক্কার-বিড়ম্বিত ক'রে তুলতে পারে। ৬২১৫।

১২।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪টা

যা' করবার,
তা' সুনিষ্পন্নতার সহিত
আয়ত্তে না এনে
অবাস্তব আশায়
আলম্বিত হ'য়ে চ'লো না,
নিষ্পন্ন কর—
ভুলভ্রান্তিগুলিকে
বেশ ক'রে সম্‌ঝে এড়িয়ে,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যয়-প্রদীপ্ত হ'য়ে চল,
ক্ষুব্ধ হবে কমই। ৬২১৬।

১২।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-২

তোমার কী বুঝের খাঁক্‌তিতে
ভুলভ্রান্তিগুলি

তোমার অজ্ঞাতসারে এসে
জাপ্‌টে ধ'রে
তোমার বোধিচক্ষুকে মূঢ় ক'রে তোলে,
তা'কে যদি বেশ ক'রে সম্‌ঝে
চিনতে না পার,
তবে তা'র আবির্ভাব
তোমার অজ্ঞাতসারে
প্রভাব বিস্তার ক'রে
তোমাকে ব্যর্থ ক'রেই তুলবে ;

তাই, যা'ই কর,
তা' নিষ্পন্ন কি ক'রে করতে হয়,
সে-রকমগুলিকেও যেমন বুঝবে,
আর, ভুলভ্রান্তি কোন্‌রূপে এসে
তোমার নিষ্পন্নতায়
বাধা সৃষ্টি করতে পারে—
চকিত চাহনিতে
সেগুলিকেও যা'তে চিনে নিতে পার,
বুঝে ফেলতে পার,
সেদিকেও অভ্যস্ত হ'য়ে উঠো ;

তোমার কৃতিত্বের পথ
নিষ্পন্নতার পথ
সমাধানের পথ
ভুলভ্রান্তির আবর্জ্জনায়
যা'তে জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে না ওঠে,
তেমন ক'রে চলাই হ'চ্ছে
বোধবিচক্ষণতা ;
এই বিচক্ষণতাকে এড়িয়ে যদি চল,
অশেষ রকমে অনেকবার
তোমাকে ব্যাহত বা ক্ষুব্ধ হ'তে হবে ;
তাই, ধর,
কর,

নিষ্পাদনী চলনায় অভ্যস্ত হও—
নিষ্পন্নতার বিরোধী ভুলভ্রান্তিগুলিকে
সমীচীন সাবধানতায় এড়িয়ে ;
এই হ'চ্ছে সিদ্ধিলাভের নিপুণ চলনা। ৬২১৭।
১২।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-২৩

তোমার প্রয়োজনে
যিনি সংগ্রহশীল আপূরয়মাণ,
তাঁ'র প্রয়োজনের সাড়া পেলেই
দায়িত্ব নিয়ে
বাস্তব-করণের ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি তা' পূরণ না কর,
তাহ'লে ঠিক জেনে রেখো—
তোমার বোধিদীপনা
বিকল বেদনা নিয়ে
দুরপনেয়-দৈন্য-দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
অভাব-বিদ্ধ শ্লথ ক্লৈব্য-সম্বেগই হবে
তোমার জীবনের মূলধন ;
তাই সাবধান !
—জাগ্রত চিত্তাবেগ নিয়ে
তদাপালনী কর্ম্মকৃৎ হ'য়ে চল,
অভাব-মর্দ্দিত হবে কমই। ৬২১৮।
১৩।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৫২

তুমি পুরুষই হও আর নারীই হও,
তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি
তাঁ'র অবাঞ্ছিত কোনপ্রকার
বাক্য, আচার, ব্যবহার বা সংসর্গ
করতে যেও না,
বরং তাঁ'র আপোষণী ও আপূরণী যা',
পালন-পরিচর্য্যী যা',

যা' তাঁ'র হৃদ্য,
তা'ই তোমার মুখ্য করণীয় ;
তাঁ'র অবাঞ্ছিত আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
বা লোক-সংশ্রয়
তোমার অন্তঃকরণের
নিবিড় কেন্দ্র হ'তে
তৎ-শ্রদ্ধোষিত আনতি-দীপনাকে
এক লহমায়
বিকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে,—
যদি তোমার প্রতিটি প্রবৃত্তি
তদনুচর্য্যী অর্থাৎ ঐ শ্রেয়-প্রেয়-অনুচর্য্যী
আবেগ-দীপনা নিয়ে
সক্রিয় তৎপর না থাকে
হৃদ্য অসৎ-নিরোধী সম্বেগ-শালিন্যে ;
তোমার জীবনকে
শ্রেয়-প্রেয়-পোষণায়
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে চলতে থাক,—
দুর্দ্দশা-ক্লিন্ন হবে কমই ;
যা' তাঁ'র পক্ষে সরাসরিভাবে শুভদ
তেমনতর বিহিত স্থল ব্যতিরেকে
তিনি পছন্দ করেন না
এমনতর সংসর্গে যেও না,
আর, তাঁ'র প্রয়োজনে গেলেও
অমনতর স্থলে
সমীচীন সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে
নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
সুবিবেচী সমীক্ষার সহিত
সতর্ক প্রস্তুতি নিয়ে
যা' করণীয় তা' ক'রো,
কিন্তু মনে রেখো—
তুমি যেন কোনপ্রকারে

দোষবিদ্ধ না হ'য়ে ওঠ ;
তাই, সেখানে সমীচীন নিরোধ-রাগ নিয়ে
হৃদ্য অনুগমনে
কার্য্য-সমাধানী সম্বেগের সহিত
তোমার করণীয় উদ্‌যাপন করবে,
যদি না পার,
নিরস্ত থাকাই ভাল। ৬২১৯।
১৩।৬।১৯৫৪, রাত ৯-৫১

যে তোমার অনুকূলে নয়—
বাস্তব শুভসার্থক সক্রিয় সমর্থন ও সঙ্গতি নিয়ে,—
সে তোমার বিপক্ষে ;
আবার, যে তোমার অনুকূলেও নয়,
প্রতিকূলেও নয়,
তোমার শুভ-অশুভের সার্থক সঙ্গতির
কোন তোয়াক্কাও রাখে না,
সে তোমার অশুভেরই
স্ফুরণ-তপা বীজাধান ;
আবার, শ্রেয়-সংশ্রয়ী সক্রিয় সংহতি নিয়ে
যা'রা তদনুচর্য্যী তপনিরতিতে
সমবেত না হ'য়ে ওঠে,
তা'রা বাত্যাবাহিত তৃণের মত
দুনিয়ার বুকে
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে ;
বুঝে-সুঝে
নিরাকরণী সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো—
হৃদ্য শুভ-সার্থক আচরণে। ৬২২০।
১৭।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-৫৫

তুমি বিবাহিতাই হও,
আর নিবাহিতাই হও,

তোমার বরেণ্য যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁকে তাঁর যা'-কিছু নিয়ে যদি
সর্ব্বতঃ সঙ্গীতিতে
সার্থক অন্বয়ে
বহন করতে না পার,
সব দিক দিয়ে আপনার ক'রে
না তুলতে পার—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনে,
তাঁর ঈপ্সিত যা'
শুভ যা'
স্বার্থ ও সমর্থনীয় যা'-কিছু
সক্রিয় সন্ধিৎসু তৎপরতায়
তা'র পরিরক্ষণ ও পরিপোষণ করতে না পার,
অনুধ্যায়িনী সক্রিয় সন্ধিৎসা নিয়ে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
শুভ-তৃপণায়
যদি নন্দিতই ক'রে না তুলতে পার তাঁকে—
নিজের জীবনে মুখ্য যা' ছিল
সবগুলিকে গৌণ ক'রে
শুভ-বিন্যাসে
তদর্থী উপচয়ী ক'রে,
যা' তাঁর অভিপ্রায়-সিদ্ধ নয়—
কথায় বা ভাবভঙ্গীতে
সেগুলিকে বুঝে
বিরত হ'য়ে সেগুলি হ'তে,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
সব বিষয়ে সব দিক দিয়ে
শুভ ও সুখপ্রসূ হ'য়ে,
আত্মত্যাগী তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়,—

সুখের উপকরণ লাখ থাক,
তুমি সুখী হ'তে পারবে না অন্তরে,
তোমার জীবন
অন্তঃসারশূন্য হ'য়েই চলবে,
বোধি অবেদ্য নৈবেদ্য নিয়ে
তোমাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিনায়নী তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতি-শালিন্যে
জীয়ন্তই হ'য়ে উঠবে না,
যাই কর আর তাই কর—
দীপ্ত জীবনে
বর্দ্ধনার হোম-অগ্নির আহুতি-নন্দনায়
নিজেকে সার্থক ক'রে
তুলতে পারবে না,
অবিশ্বস্ত, অনিয়ন্ত্রিত অন্তঃকরণ
একটা দিশেহারা রহস্যময় বিদ্রূপ-ভঙ্গীতে
ব'লে উঠবে—
'তুমি বিভ্রান্ত,
তুমি ব্যর্থ' ;
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতৎপর হ'য়ে
শ্রেয়-তৃপণায়
নিজেকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
নিতান্তই আপনার হ'য়ে ওঠ তাঁর—
আত্মাহুতি দিয়ে তাঁতে,—
শ্রেয় শুভ-শালিন্যে
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে। ৬২২১।
১৮।৬।১৯৫৪, বিকাল ৩-৪

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকো না,
বিহিত চলায় চল—

ইষ্টার্থ-অনুদীপনা নিয়ে,
স্বার্থ-প্রত্যাশা-লুব্ধ না হ'য়ে,
কুশল করণ-যজ্ঞে
অনুপ্রেরিত ক'রে সবাইকে,
যা'তে লোকের সত্তা
উপযুক্তভাবে সব দিক দিয়ে পোষণ পায়,
পরিপালিত হয়,
বিহিতভাবে তা' কর—সঙ্গে সঙ্গে ;
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্যে
তৎপর পরিচর্য্যায়
তোমার পরিবেশ যদি
ইষ্টার্থ-অনুবেদনী অন্তরলাস্যে
আত্মপ্রসাদ-অনুকম্পায়
তোমাকে অভিনন্দিত করে,
উচ্ছ্বসিত হৃদয় ও কণ্ঠে যদি ব'লে ওঠে—
'তোমাকে নিয়ে আমরা সুখে আছি',
তা'ই কিন্তু তোমার সার্থকতা,
তা'ই তোমার যোগ্যতার
হোম-আহুতি,
তা'ই তোমার জীবনীয় অর্জ্জন ;
এতটুকু স্মরণ রেখো,
বাস্তব চলনায় তেমনি চ'লো,
দুর্দ্দশা যেমনই হো'ক
আর যাই হো'ক,
আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হবে কমই। ৬২২২।
১৮।৬।১৯৫৪, বিকাল ৩-১৮

শ্রেয়প্রাণতাকে লাঞ্ছিত ক'রে
শ্রেয়-অনুশাসনকে অবজ্ঞা ক'রে
চলবে যতই,
তোমার প্রকৃতি

ক্ষুব্ধ ক্রূর কটাক্ষ নিয়ে
কালের ব্যজন-ব্যঞ্জনায়
তোমাকে তেমনই দণ্ডিত ক'রে তুলবে—
নির্ব্বাক অবাক্ বিদ্রূপে ;
দেখতেই যদি চাও,
অপেক্ষায় পদবিক্ষেপ ক'রে চল । ৬২২৩ ।
১৮।৬।১৯৫৪, রাত ১০-৫৫

প্রত্যাশা যা'দের প্রেয় বা প্রিয় হয়,—
প্রীতি তা'দিগকে
তেমনতরই ক'রে থাকে,
আর, প্রিয়ই যা'দের
প্রত্যাশার কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে,
ঐ প্রিয়ের চাহিদাই
তা'দের চরিত্রকে
তেমনতরভাবে বিনায়িত ক'রে তোলে,
তাই, তা'র নাম প্রণয় । ৬২২৪ ।
১৯।৬।১৯৫৪, বেলা ১১-৫

তোমার শারীর-বিধানের
কোন ক্ষুদ্রতম অংশও যদি
সার্থক সঙ্গীত নিয়ে
ঐ বিধানের পরিপোষণায়
নিজের বৈশিষ্ট্যকে জীয়ন্ত রেখে
চলৎশীল না থেকে
বিকৃতি লাভ করে
বা বিধানের ক্ষতিকারক হ'য়ে ওঠে,
প্রকৃতিই তা'কে যেমন
বিধান-বিচ্যুত ক'রে দেয়
বা তা' যেমন বিধানকেই বিকৃত ক'রে তুলে
অশেষ কষ্টের কারণ হয়,

তেমনি তোমার কেউ
সার্থক সম্পোষণী অনুবেদনা নিয়ে
সক্রিয় শুভ-সমর্থনে
তোমাতে যদি আত্মনিয়োগ না করে—
তুমি তা'র জন্য অমনতর করা সত্ত্বেও,
বরং তোমার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হয়,
তাহ'লে
প্রকৃতিই তা'কে
তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়,
বা তোমার সঙ্গে থাকলেও
তোমার অশেষ কষ্টের কারণ হ'য়ে ওঠে সে—
মর্য্যাদাকে বিপন্ন ক'রে ;
তোমার সঙ্গে আত্মিক সঙ্গীতি নিয়ে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে না সে—
নিকট সান্নিধ্য সত্ত্বেও ;
প্রত্যেকের বেলায়ই এমনতর,
—বোঝ,
যেমন ক'রে চলা উচিত তোমার
তেমনি ক'রেই চল । ৬২২৫ ।
১৯।৬।১৯৫৪, বিকাল ৫-২৫

আচার্য্য-সম্মুখে উপনীত হ'য়ে
চলার স্মারকসূত্র যা',
তা'কেই উপবীত বলা যায়। ৬২২৬ ।
১৯।৬।১৯৫৪, রাত ৭-৪৫

যা' বাস্তবে সংঘটিত হ'তে পারে না
কোনক্রমে—
এমনতর আজগবী তত্ত্ব নিয়ে
যতই মস্‌গুল হ'য়ে থাকবে,
নিজে তো ঠকবেই,

অন্যকেও তোমার সাথীয়া ক'রে নেবে। ৬২২৭।

১৯।৬।১৯৫৪, রাত ৮-৩৫

তোমার স্নায়ুতন্ত্রে
বিধানের কোন-কিছু যদি
সঙ্গতিলাভ ক'রে না থাকে,
সেখানে যেমন তোমার
বেদনাবোধ থাকে না,
তেমনি হৃদ্য অনুবেদনা নিয়ে
তোমার আত্মসম্বেগ
যেখানে চারিয়ে যায় নি,
বোধ ও বেদনাও সেখানে
তেমনি মূঢ় অভিভূতি নিয়েই চ'লে থাকে ;
এক কথায়, যাকে আপনার ক'রে না নিয়েছ,
সে লাখ করুক তোমার জন্য,
তুমি তা'কে অনুভব করতে পার কমই,
নিজের ধুক্ষিত চাহিদায়
তুমি তখন পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাক—
দাম্ভিক গর্ব্বে'প্‌সায়
প্রত্যাশা-বিধুর হ'য়ে ;
আবার, আত্মিক স্নায়ু-সঙ্গতি যদি থাকে,
তখন তা'র এতটুকু করাও
তুমি প্রভূত ব'লে বোধ কর। ৬২২৮।

২০।৬।১৯৫৪, সকাল ১০-২৫

পুরুষ-প্রকৃতির কৃতিনিয়মনায়
স্ফীত-স্ফুরণে সঙ্গম-সঙ্গীতির গতিভরণে
উপাদান ও উপকরণের
সমবায়ী নিবন্ধনায়
নিজেকে তৎ-সংশ্রয়ী ভাবদীপনায়
আধায়িত ক'রে

যেমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে থাকে—
যে-বৈশিষ্ট্যে সমাহিত হ'য়ে,
অস্মিতা ঐ সামগ্রিকতার
সহানুধ্যায়ী ভাবঘন বোধদীপনায়
অবস্থিতি লাভ করে—
তা'তে সংস্থিত হ'য়ে ;
ঐ অস্মিতাই তা'র সত্তা—
প্রকৃতির ভাবঘন 'আছিতা'কে অবলম্বন ক'রে,
কারণ, সে থাকে
তেমনি হওয়ায় অভিব্যক্তি লাভ ক'রে ;
তাই, অস্মিতা মানেই হ'চ্ছে 'আছিতা',
আর, ঐই অহং। ৬২২৯।
২১৬।১৯৫৪, সকাল ১০-৫

মানুষের যে-কোন ধারণাই হো'ক,
তা' কী বা কেন,
কেমন ক'রে,
বাস্তবতার সাথে
তা'র কোন সঙ্গতি আছে কিনা,
আর, তা'র উদ্‌ভবই বা কেমনতর ক'রে
অর্থাৎ কোন্ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে
তা'র উদ্‌ভব হ'য়েছে,
না, প্রবৃত্তি-অনুরঞ্জনার অভিভূতি থেকে
তা'র উদ্‌ভব হয়েছে,
আর, তা' কিসের মাধ্যমে
কী পরিপ্রেক্ষা নিয়ে
কাকে কেমনতর অনুভব করে
এবং কী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বা
মতামত প্রকাশ করে,
তা' বাস্তব বিষয়কে
অর্থান্বিত ক'রে তোলে কিনা,

—এইগুলি বিবেচনা ক'রে
ঐ ধারণার শুদ্ধতাকে নির্ণয় ক'রো ;
এই বিবেচনা-বোধ
যতই অভ্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
মানুষের ধারণাকে
বিশুদ্ধভাবে দেখে
বিহিত নির্ণয়ে উপস্থিত হ'তে পারবে ততই ;
বাস্তবতার সাথে
সঙ্গতিশীল পরিশুদ্ধ ধারণা যা',
তা'কে গ্রহণ ক'রো—
যদি সম্ভব হয় ;
আর, যা' তা' নয়কো,
তা'কে গ্রহণ ক'রে
নিজের ধারণাকে
বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
নিজের সরাসরি বাস্তব বোধ যা',
তা'ই নিয়েই চলতে চেষ্টা ক'রো,
ভ্রান্ত হবে কমই। ৬২৩০।
২১।৬।১৯৫৪, বিকাল ৪-১৫

তুমি যদি সত্তার ভূমিতে দাঁড়িয়ে
খোলা অন্তঃকরণে
সন্ধিৎসার সহিত
বাস্তবতায় অভিনিবেশী না হও—
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বয়ী তৎপরতায়,
তোমার ধারণাগুলি
কাল্পনিক অনুধ্যায়িতায়
প্রবৃত্তিরঙ্গিল হ'য়ে
ভ্রান্তিরই সহযাত্রী হ'য়ে চলবে,
আসল হ'তে বঞ্চিত হবে তুমি,

অজ্ঞ জ্ঞানের ব্যভিচারী বিজ্ঞতায়
ব্যর্থতাই হবে তোমার লাভ। ৬২৩১ ।
২১।৬।১৯৫৪, বিকাল ৫-৫৮

অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
কাম-কামনায় বিকৃত যেখানে যেমনতর,
ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত বোধিও সেখানে
বিকৃত হ'য়ে ওঠে তেমনতর ;
অবশ্য আগ্রহ-আধায়িত শ্রেয়কেন্দ্রিকতা
সক্রিয় উপচয়ী আবেগশীল
হ'য়ে ওঠে যেমনতর,—
ঐ বিকৃতিও সেখানে নিরাকৃত হয় তেমনতর। ৬২৩২ ।
২২।৬।১৯৫৪, বেলা ১টা

যে-সমালোচনা
মনীষীদিগকে পূজাভিনন্দনে
অর্ঘ্যান্বিত ক'রে
শুভসন্দীপী-নিয়মন-তৎপর সুপরিবেষণে
লোকজীবনকে
বর্দ্ধন-পোষণায় পুণ্য ক'রে তুলতে পারে না,
যে-সমালোচনা
কুৎসিতকেও
সার্থক সঙ্গতিশীল সুবিনায়নায়
শুভমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না—
কদর্য্য যা',
অসৎ যা',
হৃদ্য নিয়মনায়
তা'কে শুভপ্রসূ ক'রে,—
যে-সমালোচনা
শুভ যা'

তা'কে সার্থক সাত্ত্বিক ছন্দে বিনায়িত ক'রে
প্রাণস্পর্শী পরিবেষণে
সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে না,
তা' কিন্তু মূঢ়, দক্ষকুশল তৎপরতাবিহীন
হীনম্মন্যতারই
অবিবেকী ঔদ্ধত্য ছাড়া
আর কিছুই নয়,
সত্তাসম্বর্দ্ধনী যাজ্ঞিক অভিদীপনা
তা'তে নেইকো ;
তোমরা কখনও
অমনতর সমালোচক হ'তে যেও না। ৬২৩৩।
২৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৫-৫০

ব্যক্তির অভিব্যক্ত গুণ ও ক্রিয়ার
অর্থান্বিত সঙ্গতি ব'লে দেয়—
সে কেমন লোকহিতী, শুভপ্রসূ,
না কী ! ৬২৩৪।
২৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৬-১০

অযথা-প্রশংসা বরং ভাল,
কারণ, তা' শুভ-স্ফুরণাকে
পরিপুষ্ট ক'রে থাকে ;
কিন্তু যথা-নিন্দাও ভাল নয়,
কারণ, তা' বিশেষ স্থলে
সীমাবদ্ধ না থেকে
লোকজীবনকে
তৎ-সমর্থন ও সংক্রমণ-প্রবণ ক'রে তুলতেই
সাহায্য করে। ৬২৩৫।
২৩।৬।১৯৫৪, সকাল ৭-৫০

———

# সূচীপত্র